৫৬ বছরের ঐতিহ্যবাহী সাপ্তাহিক পত্রিকা

আলিপুর বার্তা

চালু হল
আলিপুর বার্তার
নতুন নিউজ পোর্টাল
দেখুন ওয়েবসাইটে

কলকাতা ঃ ৫৬ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ৪ চৈত্র – ১০ চৈত্র, ১৪২৮ ঃ ১৯ মার্চ – ২৫ মার্চ, ২০২২

Kolkata : 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 21, 19 March - 25 March, 2022 ৮ পাতা, মূল্য ৩ টাকা

দিনগুলি মোর...

সাত দিন, সাত সকাল। গত সাতটা দিন কোন কোন খবর আমাদের মন রাঙালো। কোন খবরটা এখনও টাটকা। আবার কোনটা একেবারেই মুছে গেল মন থেকে। গত সাতটা দিনের রঙ বেরঙের খবরের ডালি নিয়ে এই বিভাগ। আমাদের সপ্তাহ শুরু শনিবার, শেষ শুক্রবার।

শনিবার : পেশ হল বাজেট। প্রত্যাশিত ভাবে ঘোষণা হল না কোনও

নতুন সামাজিক প্রকল্প। কোভিডে এমনিতেই অর্থনীতি নড়বড়ে। তার উপর রাজস্ব আদায় যথেষ্ট নয়। আসছে না কেন্দ্রের বকেয়া টাকা। তাই পুরোনো প্রকল্পগুলোকেই চালানোর উপর জোর দিল রাজ্য সরকার।

রবিবার : ভোরে মির্জা গালিব স্ট্রিটের অতিথিশালায়, সন্ধ্যায় ট্যাংরার

রেক্সিনের গুদামে লাগল ভয়াবহ আগুন। প্রভূত ক্ষয়ক্ষতির সঙ্গে মারা গিয়েছেন অতিথিশালার দুই বাংলাদেশি, আহত এক দমকল কর্মী। রাত পর্যন্ত আয়ত্তে আসেনি আগুন। এরপরেও বেশ কয়েকটা অগ্নিকাণ্ড ঘটে শহরে।

সোমবার : এখনও পুরবোর্ড গঠন হয়নি। একই দিনে উত্তর ২৪ পরগনার

পানিহাটিতে ও পুরুলিয়ার ঝালদায় খুন হয়ে গেলেন দুই নবনির্বাচিত কাউন্সিলর। একজন পানিহাটির অনুপম দত্ত ও অন্যজন ঝালদার তপন কান্দু। পুরবোর্ড গঠন নিয়ে কার্যত কাঁপছে প্রশাসন। মুখ্যমন্ত্রী দায়িত্ব সঁপেছেন ডিএম-এসপিদের।

মঙ্গলবার : শুরু হয়ে গেল ১২ থেকে ১৪ বছর বয়সীদের টিকাকরণ।

১৬ মার্চ থেকে গোটা দেশে এই টিকাকরণ শুরুর কথা ঘোষণা করেছে ভারত সরকার। সঙ্গে কোনও ক্রনিক রোগ ছাড়াই ৬০ বছরের উর্দ্ধে সকলেই কুস্টার ডোজ নিতে পারবেন। স্কুল খুলছে তাই এই সিদ্ধান্ত বলে জানিয়েছে কেন্দ্রীয় সরকার।

বুধবার : হিজাব বাধ্যতামূলক ধর্মীয় প্রথা নয়। জানিয়ে দিল কর্নাটক

হাইকোর্ট। ফলে কর্নাটকের স্কুলে হিজাব পরা নিষিদ্ধের নির্দেশ বহাল রইল। যদিও এই রায়ের বিরুদ্ধে কয়েকজন মুসলিম ছাত্রী সুপ্রিম কোর্ট যেতে পারেন বলে জানা গিয়েছে। রায়কে স্বাগত জানিয়েছে কর্নাটক সরকার।

বৃহস্পতিবার : আদালতের বাধা কাটতেই সাংসদ তথা তৃণমূল কংগ্রেসের

সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় ও তার স্ত্রী রুজিরাকে ফের দিল্লিতে কয়লাপাচার কাণ্ডের জিজ্ঞাসাবাদে হাজির হওয়ার তলব পাঠিয়েছে ইডি। বিধানসভায় অবশ্য ইডি আর সিবিআইয়ের কার্যকলাপ নিয়ে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন মুখ্যমন্ত্রী।

শুক্রবার : দেউচা-পাঁচামিতে কয়লাখনির জমিদাতাদের

একদিকে চেক বিলি করছে রাজ্য সরকার অন্যদিকে খনি বিরোধী আন্দোলনকারীদের বিরুদ্ধে মামলা করেছে মহম্মদবাজার থানা। তদন্তের বিরুদ্ধে স্থগিতাদেশ না দিলেও কোনও আন্দোলনকারীদের পুলিশ গ্রেফতার করবে না বলে রায় দিয়েছে কলকাতা হাইকোর্ট। সবজান্তা খবরওয়ালা

সরকারি উদাসীনতার শিকার জুট মিল ও তার শ্রমিকরা

কল্যাণ রায়চৌধুরী

সমগ্র রাজ্য জুড়ে সরকারি কর্মসংস্থানের সুযোগ তলিয়ে গিয়েছে প্রায় বিশ বাঁও জলে অনেকদিন। এই সঙ্গে বিভিন্ন কলখানাও একের পর এক বন্ধ হবার পাশাপাশি রাজ্যের জুট মিলগুলোও আজ বন্ধ হবার উপক্রম। কেন্দ্র ও রাজ্য উভয় সরকারের গাফিলতি ও জুটমিল বিরোধী নীতি নির্ধারণের কারণে বন্ধ হয়ে যাচ্ছে একের পর এক জুট মিল। বহু শ্রমিক কর্মহীন বা কাজ হারিয়ে জীবিকা নির্বাহের জন্য বিকল্প পেশা হিসেবে ট্রেনে, বাসে হকারি করছেন। কেউবা ফুটপাতে, রাস্তার ধারে বা প্লাটফর্মে অস্থায়ী ব্যবসা করছেন। আবার কেউ কেউ কোনও কিছু বিকল্প কাজ করতে না পেরে বেছে নিচ্ছেন আত্মহত্যার পথ বলে বিভিন্ন শ্রমজীবী সংগঠনগুলির দাবি। এ প্রসঙ্গে অল ইন্ডিয়া ইউনাইটেড ট্রেড ইউনিয়ন সেন্টার (এ আই ইউ টি ইউ সি)-এর রাজ্য সম্পাদক অশোক দাস তার প্রতিক্রিয়ায় বলেন, 'রাজ্যে বড় জুটমিল বা কম্পোজিট জুট রয়েছে ৫২টি। এর মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগণায় ২০টি তার মধ্যে একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে গৌরীপুর জুট মিল। আর দুটো এখন ক্লোজ বা বন্ধ আছে। হুগলি জেলায় আছে ৮টি। তার মধ্যে চারটে এখন বন্ধ। হাওড়া জেলায় ১০টি। এর মধ্যে নাম করা কানোরিয়া জুট মিলটি একেবারে বন্ধ হয়ে গিয়েছে। আর দুটো আপাতত বন্ধ। কলকাতায় ৩টি। তার মধ্যে একটি বন্ধ। আর দক্ষিণ চব্বিশ পরগণায় ৭টি। তার মধ্যে একটা ক্লোজার। বর্ধমানে একটা শক্তিগড় জুটমিল। আর ৫টি ছিল কেন্দ্রীয় সরকারের ন্যাশনাল জুট মিল কর্পোরেশন (এনজেএমসি)। সেই পাঁচটাই বর্তমানে বন্ধ। এই মিলিয়ে ৫২টি। আরও প্রায় গোটা কুড়ি জুট মিল আছে। সেগুলি ছোট ছোট অর্থাৎ ক্ষেত্র বিশেষে কাজ করে। সেগুলিকে নন কম্পোজিট জুট মিল বলে। এইসব জুট মিলগুলোর মোট শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আড়াই লক্ষ। তার মধ্যে উত্তর চব্বিশ পরগনা জেলার জুট মিল শ্রমিক সংখ্যা প্রায় আশি হাজার। কিন্তু সমস্যা হল সরকারের নীতি নির্ধারণ নিয়ে। পাট শিল্প, এমন একটা শিল্প, যা পুনরুৎপাদন করা সম্ভব। যা কখনওই শেষ হবে না। আর এই জুট বা পাট এটা পরিবেশবান্ধব। কারণ একটা চটের বস্তা ব্যবহারের অযোগ্য হয়ে যাওয়ার পর তা মাটিতে ফেলে দিলে, পচে গিয়ে সারে পরিণত হবে। একারণে জুট শিল্পকে রক্ষা করা সরকারের নীতি হওয়া উচিত। কিন্তু সমস্যা হল সরকার পাট জাত দ্রব্যের ব্যবহার কমিয়ে সিন্থেটিক অর্থাৎ বিভিন্ন মিশ্রণজাত কৃত্রিম প্যাকেজিং-এর উপর গুরুত্ব আরোপ করেছে যা পচনশীল তো নয়ই, উপরন্তু মাটির পক্ষে দূষণ সৃষ্টিকারী। আগে শুধুমাত্র পেট্রোলিয়ম জাত দ্রব্যই সিন্থেটিক প্যাকেজিক হতো। এখন তো খাদ্যবস্তুও সিন্থেটিক নির্ভরশীল হয়ে পড়েছে। কিন্তু যদি প্রায় আড়াই লক্ষ চটকল শ্রমিকদের সঙ্গে প্রায় চল্লিশ লক্ষ পাট চাষিদের সংযুক্ত করে সরকার নীতি নির্ধারণ করত, তাহলে সেটাই হতো পাট শিল্পের পক্ষে মঙ্গলজনক। কিন্তু সরকার তা না করায়, কিছু অসাধু ব্যবসায়ী অতিরিক্ত পাট গুদামজাত করে অন্যায়ভাবে মুনাফা লোটে। কারণ জুটের ক্ষেত্রে 'মার্কেট ক্রাইসিস' নেই, বরং 'প্রোডাকশন ক্রাইসিস' আছে। এইসব জুটমিল মালিকরা শ্রমিকদের কোটি কোটি টাকা মেরেছে। ইএসআই-এর ১৫০ কোটি বকেয়া টাকা, প্রভিডেন্ট ফান্ড-এ প্রায় আড়াইশো কোটি টাকা রয়েছে বকেয়া, গ্রাচুইটি প্রায় ৬০০ কোটি টাকা বকেয়া। প্রায় সত্তর হাজার জুট শ্রমিক গ্রাচুইটির টাকা পায়নি। এই হল অবস্থা। সরকার মূলতঃ মালিকদের পক্ষে। তাই চটকল শ্রমিক আর পাট চাষিরা এহেন লোকসানের শিকার। পাশাপাশি আমাদের দেশে সিন্থেটিক লবি অত্যন্ত শক্তিশালী হওয়ার কারণে, প্রাকৃতিক দূষণ অবশ্যম্ভাবী জেনেও সিন্থেটিক জাত দ্রব্যের উপর গুরুত্ব আরোপ করা হচ্ছে। কারণ এই লবিটা চালাচ্ছে আদানি, আম্বানি গোষ্ঠী। তবে এই জুট বা পাট শিল্পের একটা অংশ যেমন কেন্দ্রীয় সরকারের উপর নির্ভরশীল। কিন্তু রাজ্য সরকার ভোট কেনার জন্য লক্ষীর ভাণ্ডার জাতীয় উপর উপর কিছু প্রলেপ দিয়ে চলেছে। কার্যত রুজি-রুটির জন্যে কোনও সরকারই কোনও স্থায়ী সমাধানের উদ্যোগ নিচ্ছে না। একারণে ব্রিটিশ আমল থেকে শতাব্দী প্রাচীন ভারতবর্ষে প্রথম শিল্পগুলির মধ্যে অন্যতম পাট শিল্প সরকারি উদাসীনতায় আজ মৃত্যুপথে। ১৯৮৭ সালে সরকার এই মর্মে আইন পাশ করেছিল, যে ১০০ শতাংশ খাদ্য দ্রব্য পাটজাত প্যাকেজিংয়ে গুরুত্ব আরোপের জন্য। কিন্তু কৃত্রিম অনটন সৃষ্টি করে সিন্থেটিক প্রোডাক্টকে সরু লাইন ঢোকানো হয়েছে।'

এরপর পাঁচের পাতায়

জোর বাড়ছে পুলিশের প্রতি অনাস্থার

শক্তি ধর

কলকাতার রাস্তায় মাথায় হেলমেট নেই, হাজার টাকা ফাইন। কি হবে উপায়? সদানন্দ রোডে দুই যুবকের কাণ্ড দেখে হতবাক সকলে। তপন থিয়েটারের সামনে স্কুটি দাঁড় করিয়ে লাইট পোস্টে লাগানো শাসক দলের পতাকাটি খুলে হাতে নিয়ে দিব্যি চলে গেল হেলমেট ছাড়াই। বেহালার এক যুবক তো

আরও চতুর। হেলমেট না থাকলে তার হাতিয়ার রুমাল। সেটিকে মাথায় মুসলিম টুপির মতো জড়িয়ে নির্বিবাদে ঘুরে বেড়ায় কলকাতার রাস্তায়। এদের উপর আদৌ ট্রাফিক পুলিশের কোপ পড়েছে কিনা তা জানা না গেলেও যান চালকদের মানসিকতায় পুলিশের পরিচয় মেলে। পুলিশ যে শাসক দল ও ধর্মীয় বিতর্কের ছোঁয়ায় সঙ্কুচিত তা রাজ্যের বহু মানুষই বিশ্বাস করেন।

এমন পুলিশের হাতে আইনশৃঙ্খলার ভার রাজ্যের। তাই রাজ্যের মুখ্যমন্ত্রী তথা পুলিশমন্ত্রীকে পুলিশের মনোবল বাড়াতে কখনও পদক প্রদান বা কখনও ভোকাল টনিকের আশ্রয় নিতে হয়। কারণ ব্রিটিশ আমলের চলতি পুলিশ আইনে সরকারি অস্ত্রধারী এই আইনরক্ষকদের দিয়েই ভিন্ন মতাবলম্বী ও প্রতিবাদীদের ঠাণ্ডা করে রাখতে হয়। ইদানিং পুলিশ তার খুচরো ভয় দূর করে আরও অনুগত হওয়ার চেষ্টায় খুনের ঘটনায় জড়িয়ে পড়ে, ফোন করে হুমকি দেয়। আইন বিশেষজ্ঞদের মতে এটাই কিন্তু ব্রিটিশের সাজানো পুলিশের স্বাভাবিক চরিত্র। স্বদেশী বিপ্লবীদের প্রতি সেদিনের পুলিশ যে আচরণ করত আজকের পুলিশ বিরোধীদের প্রতি সেই আচরণই করে থাকে।

পুলিশ স্বাধীন না হলেও ভারতবাসীর স্বাধীনতার বয়স হয়ে গেল ৭৫ বছর। এই দীর্ঘ সময়ে পুলিশের আসল চরিত্র হাড়ে হাড়ে টের পেয়ে গেছে এ রাজ্যের মানুষ। তাই আজ আর ভরসা হয় না সিআইডি বা রাজ্য সরকার গঠিত সিটে। সন্তানহারা পিতা মাতা সিবিআই সিবিআই করে মাথা কোটেন। সিবিআই-এর ট্রাক রেকর্ড এ রাজ্যে খুব একটা আশাব্যঞ্জক না হলেও এই বিলাপের কারণ বঙ্গ পুলিশের প্রতি মানুষের অনাস্থা। এই অনাস্থা আরও বাড়িয়ে তুলেছে স্থানীয় নির্বাচন ঘিরে সন্ত্রাস, সংঘর্ষ, রক্তপাত। দিনে দুপুরে খুন হয়ে যাচ্ছেন রাজ্যের মানুষ। শাসকের ও ধর্মীয় ধমকানিতে প্রতিদিন চাপা পড়ে যাচ্ছে শত শত অপরাধ।

এরপর পাঁচের পাতায়

পাচার দালাল সহ ৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত ১৫ মার্চ ২০২২, ৮ ব্যাটালিয়নের বর্ডার চৌকি মহেন্দ্রর জওয়ানরা জোরালো সংবাদের ভিত্তিতে, ভারতীয় সীমান্তে প্রবেশ করার সময় পাঁচজনকে গ্রেপ্তার করেছে। জিজ্ঞাসাবাদে পাওয়া তথ্যের ভিত্তিতে জাল বিছিয়ে ৩ ভারতীয় দালালকেও আটক করা হয়েছে। গ্রেফতারকৃত ব্যক্তিরা হল রত্ন ঘরামি (৩০), তার স্ত্রী অন্তরা বোরাই (২২) এবং তার ১৬ মাস বয়সী মেয়ে আরোহী এবং ভাগ্নি রিঙ্কু সরকার (১৪)। এরা সকলেই পশ্চিমবঙ্গের হুগলি জেলার বাসিন্দা। এছাড়া সোনালী মল্লিক (১৫) বাংলাদেশের যশোর জেলার বাসিন্দা। এছাড়া তিনজন দালালই পশ্চিমবঙ্গের উত্তর ২৪ পরগনা জেলার বাসিন্দা, যাদের নাম সুকেশ সান্ধুখান (২২), মহম্মদ মাহিদুল শেখ (৩৮), অজয় কুমার বিশ্বাস (৪২)। জিজ্ঞাসাবাদে রত্ন ঘরামি জানায়, তার বাবা ৪০ বছর আগে ভারতে এসেছিল।

এরপর পাঁচের পাতায়

বিদ্যুতের বিল বাকি আলোহীন নামখানা সেতু

অমিত মন্ডল : নামখানা ও কাকদ্বীপ ব্লকের মানুষের যোগাযোগের জন্য ২০১৭—

১৮ সালে ২২৬ কোটি টাকা ব্যয়ে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপরে প্রায় তিন কিলোমিটার দীর্ঘ সেতু তৈরি করা হয়েছিল। নারায়ণপুর ও নামখানার সংযোগকারী সেতুটি বেশ কয়েকমাস ধরেই সন্ধ্যা নামলেই ঘন অন্ধকারে ডুবে যাচ্ছে। সেতু পারাপার করতে ভয়ের পাশাপাশি অসুবিধা হচ্ছে সাধারণ মানুষের।

২০১৭-১৮ সালে নামখানার হাতানিয়া দোয়ানিয়া নদীর উপর সেতু হওয়ার পরেই রাস্তা আলোকিত করে রাখার জন্য তিন কিলোমিটার সেতুতে বাতিস্তম্ভ লাগানো হয়েছিল। বেশ কিছুদিন পর তারপরে বন্ধ হয়ে যায়। এই পরিস্থিতিতে রাত হলেই দুষ্কৃতীদের আনাগোনা বাড়ে। ঘুটঘুটে অন্ধকার সেতুতে রাত বাড়লেই মদের আসরে বসে বলে স্থানীয়দের অভিযোগ।

প্রশাসন সূত্রে খবর, সেতুটি ১১৭ নম্বর জাতীয় সড়কের আওতায়। সেইমতো দেখভালের দায়িত্ব জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের। তিন কিলোমিটার সেতুতে প্রায় ১০০ টি বাতিস্তম্ভ রয়েছে। নতুন সেতু হওয়ার পর থেকে দু বছর পর্যন্ত ঠিকাদার সংস্থার হাতে ছিল মেরামতির দায়িত্ব। সেতুটিতে রাতে যে সমস্ত বাতিস্তম্ভ গুলি জ্বলে, তার বিলও ঠিকাদার সংস্থাকেই দিতে হতো। দুবছর পেরিয়ে যাওয়ায় আর ওই ঠিকাদার সংস্থা আলোর বিল জমা দিত না। তিন মাস অন্তর কয়েক লক্ষ টাকা বিল হয় সেতুতে আলো জ্বলার জন্য। জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষও বিল মেটাচ্ছে না। রাজ্য বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থার পক্ষ থেকে জানা গিয়েছে যে, জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষের পক্ষ থেকে বিল দিতে পারবে না বলে একটি লিখিত দেওয়া হয়েছে বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে। সেই কারণে ব্রিজে বাতিস্তম্ভের ইলেকট্রিক সংযোগ কেটে দেওয়ার কথা জাতীয় সড়কের পক্ষ থেকেই জানানো হয়েছিল বিদ্যুৎ বন্টন সংস্থাকে।

এরপর পাঁচের পাতায়

ডি-সিল্টিং : টালিনালার (আদিগঙ্গা) দূষণ প্রতিরোধে হেস্টিংসস্থিত হুগলি নদী-আদিগঙ্গার সংযোগস্থল থেকে চেতলা ব্রিজ অংশে ১৭ মার্চ থেকে পলি উত্তোলন ও নিষ্কাশনসহ প্রথম পর্যায়ের কাজের সূচনা করলেন পুর ও নগরোন্নয়ন মন্ত্রী ফিরহাদ হাকিম। আলিপুরে দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলাশাসকের বাংলো লাগোয়া মাঠস্থলে সূচনা হল।

'লাল পাহাড়ীর দেশে যা' গানের নেপথ্য কাহিনী

কুনাল মালিক

গানের বয়স হল ৫০ বছর

জনপ্রিয় লোকসঙ্গীত 'তু লাল পাহাড়ীর দেশে যা'- যা এখন আমাদের রাজ্য ছাড়িয়ে আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রেও সাড়া ফেলেছে। এই গানটি ১৯৭২ সালে রচনা করেছিলেন কবি অরুণ চক্রবর্তী। ২০২২ সালে গানটির বয়স হল ৫০ বছর। কিন্তু এই গানের রচনা হয়েছিল অদ্ভুতভাবে একটি রেল স্টেশনে। এই গানটির সৃষ্টির নেপথ্য কাহিনী জানার জন্য উপস্থিত হয়েছিলাম কবি ও সুরকার অরুণ চক্রবর্তীর কাছে। তাঁর কাছে আমার প্রথম প্রশ্ন ছিল- এই গানটি কিভাবে সৃষ্টি করলেন?

উত্তরে জানালেন- যে কোনো সৃষ্টির পশ্চাতে একটি সার্বজনীন বিজ্ঞান কাজ করে, nucleation, growth আর transmigration, এই তিনটি phase এ ব্যাপারটা ঘটে, জেনে বা না জেনে সবাই এই পথ অনুসরণ করে থাকে, আমি হুগলী জেলার বিখ্যাত শহর শ্রীরামপুর স্টেশনে একটি মহুয়া গাছকে দেখে (nucleation) মনে হোল, বেমানান, লাল মাটির গাছ হুগলীতে কেন (growth) তখন মনে হোল ওকে ঠিক ঠিক জায়গায় রাখলে মানিয়ে যাবে, এই ভাবনা ছড়িয়ে গেল, কেউই ঠিক জায়গায় নেই, মহুয়া গাছের সঙ্গে আদিবাসীদের গভীর অন্তরঙ্গতার জন্যে ওদের ভাষা থেকে উঠে এলো, 'হেথাকে তুকে মানাইছে নাই রে', (transmigration) জন্ম নিল কবিতা, শ্রীরামপুর ইস্টিসনে মহুয়া গাছটা, ১৯৭২।

দ্বিতীয় প্রশ্ন ছিল- আপনি ব্যক্তিগত জীবনে ইঞ্জিনীয়র কিন্তু এমন বাউল মন হল কী করে?

উত্তরে তিনি বললেন, আমি জানি সাহিত্যের সঙ্গে বিজ্ঞানের কোনো সংঘাত নেই, গানের ও সংঘর্ষ নেই, সবটাই বিজ্ঞান আশ্রিত, লালনকে জানতে জানতে বুঝলাম মানুষ ছাড়া গতি নেই, সর্বত্র মানুষ সমহিমায় বিরাজ করছে, লালন মানবতার ধারক, বাহক, প্রচারক, আগে মানুষ, তারপরে কবি ইঞ্জিনিয়ার ইত্যাদি। কবি জয়দেব আর দীর্ঘকাল বাউলসঙ্গ করে, অর্জন করলাম, boulism is the last sheltar for the peoples of the world, আমাদের অভিজ্ঞতায় অনেক ISM দেখা হলো, কেউই মানব মুক্তির ইঙ্গিত দেয়নি, বাউল কিন্তু সেই কথাই বলে, সাধারণ মানুষ বাউল চেনে না, ভাবে ওরা ভিখিরি, গান গেয়ে ভিক্ষে করে খায়, সবটা মিথ্যে নয়, বাউল কই, নকল বাউল ছড়াছড়ি, কিন্তু বাউল তত্ত্ব অপূর্ব তত্ত্ব, মানুষকে পশ্চাৎপদ থেকে বীরচারের পথ দেখায়, তারপরেও কবি জয়দেব ৮৫০ বছর আগে যে বিবর্তনবাদের ইঙ্গিত দিয়ে গেছেন, তা অভিনব, অপূর্ব। ডারউইন সাহেব তো ১৫০ বছর, তার কতো আগে ৭০০ বছর আগে সে ইঙ্গিত আমরা পেয়েই গেছি।

সব কিছুই পাল্টায়, পাল্টে যায়, বিবর্তন তো থেমে নেই, চলছেই, সেটি ভালো না মন্দ এখনই বিচার্য নয়, তবে পাল্টানো সত্য, কবি তো বলেইছেন, সত্যেরে লও সহজে। একটা বলা দরকার, সত্যিকারের বাউল গোপনে আছে, গোপন সাধনায় আছে, ওদের শিষ্যরা সন্তান মানুষ করেন। গুরু, দেহ থেকে দেহাতীত স্থানে গুরুর অবস্থান, ওদের ছেলেপিলে হয় না। সে কঠিন সাধনায় আপাত বাউল বা নকল বাউলরা থাকতে পারেনা বা চায় না। তাই বাউল গায়কের সংখ্যা হু হু করে বেড়েছে পেটের দায়ে, বাউল গানের কথায় সান্ধ্য ভাষায় একটি অপূর্ব মাদকতা আছে, তার টানে সাধারণ মানুষ বাউল গান শুনতে চায়, জানতে চায়, পৃথিবীর মানুষও বাউল দর্শনে আপ্লুত। আমার একটি ভালো লাগা বাউল কবিতার গান, দুবাইতে all world folk fest, organised by global council of art and culture, প্রথম হয়ে gold medal পেয়েছে, এটাই বোঝা যায়, মানুষ বাউল গান ভালোবাসছে। আমার লেখাটি, ঠিক ঠিক বাউল জানে পাখির ঠিকানা, গায়ক তপন পণ্ডিত, মালদা, এলবাম। পাখি ধর- ও মন, utube এ শোনা যায়। আমার লেখা বাউল কবিতার গান সারা পৃথিবী গেয়ে বেড়াচ্ছে, আমাকে পশ্চিমবঙ্গ সরকার লালন পুরস্কারে পুরস্কৃত করেছে।

চতুর্থ প্রশ্ন ছিল, যদি পুনর্জন্মে বিশ্বাস করেন পরের জন্মে কি হতে চান?

তার উত্তরে অরুণবাবু বলেন, প্রকৃতই বাউল হয়ে জন্ম নিতে চাই।

পঞ্চম প্রশ্ন ছিল, যারা বাউল গানে আসতে চায় তাদের কি বার্তা দেবেন?

তাঁর উত্তর দিলেন প্রবীন, বাউল সাধনায় গুরুকরণ চাইই চাই, নইলে উপায় নাই,কঠিন সাধনা, দেহকে জানার সাধনা, অপূর্ব সান্ধ্য ভাষায় উচ্চারণে দেহ একটি তাঁবু, দুশো ছ খানা বাঁশ দিয়ে যার নির্মাণ, ছ শত্রু বা কুমির বা দস্যু, ছ চোর, অসংখ্য নদী নালা, বাঁধন, গঠন বৈচিত্র, তিনতালার বাড়ি, কণা প্রাণ অচিন পাখি হয়ে দেহ খাঁচায় বাস করছে। কখন আসে যায়, লালন পড়েছে ফাঁপরে, কেউ জানে না, পাখির আগম নির্গম, আশ্চর্য খেলা। গুরুই সব জানিয়ে দেবেন, তার আগে মানসিক প্রস্তুতি প্রয়োজন, জয় গুরু।

এছাড়াও কবি অরুণ চক্রবর্তী এই গানটি সম্পর্কে আরও বিস্তারিত তথ্য দিয়ে বলেন- সবাই ভুলভাল গাইছে, উল্টোপাল্টা শব্দ ঢুকিয়ে গানটি গাইছে। উষা উত্থুপ, সহজমা, বিশ্বনাথ অধিকারী একেবারে আমার বাণী ও সুর ঠিক রেখেছে, ভূমি ব্যান্ড আমার তিনটি কবিতা মিলিয়ে মিশিয়ে ওদের নিজস্ব গান বলে চালিয়েছে, পরে ধরা পড়ে পায়ে হাত দিয়ে ক্ষমা চাইলে ক্ষমা করে দিই।

Alipur Barta: 56 year : Vol No.: 56, Issue No. 21, 19 March - 25 March 2022

অনিশ্চয়তাই গড়ে প্রাচুর্য্যের ভিত

অর্থনীতি

পার্থসারথি গুহ

শেয়ার বাজার হলো এমন এক ক্ষেত্র যা চূড়ান্ত অনিশ্চিত জায়গা। কখন কোন খবরে বাজার পড়ে যাবে তা আগে থেকে বলা যায় না। প্রাকৃতিক দুর্যোগ, উগ্রপন্থী আক্রমণ, রাজনৈতিক গোলযোগ ইত্যাদি নানা কারণে অতীতে শেয়ার বাজারে ব্যাপক ধ্বস নামতে দেখা গিয়েছে। নচেৎ কখন যে আপনার সম্পদ বিনষ্ট হবে তা বলা মুশকিল। ভালো বাজারের এই প্রাক লগ্নে দাঁড়িয়ে সতর্কতাবাণীর পাশাপাশি আগামী দিনের ভরপুর রোজগারের ইঙ্গিতও বহন করছে এই শেয়ার বাজার। যেখানে যতটা সম্ভব লোভকে বশে রেখে ট্রেডিং করতে পারলে ধনবান হওয়া শুধুমাত্র সময়ের অপেক্ষা। এই যেমন করোনা ও হালফিলের যুদ্ধ বাজারকে বিচলিত করছে বা করেছে। সাময়িক কিছু পতনও নামিয়ে এনেছে। তা বলে আতঙ্কে ট্রেডিং তো আর বন্ধ হয়ে যায় নি। বরং এই খারাপ সময়ের হাত ধরে লগ্নির নতুন দিশা খুঁজে পাচ্ছেন লগ্নিকারীরা। যা দীর্ঘমেয়াদে লাভ বয়ে আনার পক্ষে যথেষ্ট।

বাজার এমন নয় যে টানা বেড়ে যাবে আর আপনার আমার হাতের শেয়ার চূড়ান্ত উচ্চতায় পৌঁছে যাবে। বরং প্রতিটি ধাপের সঙ্গে মানানসই ভাবে অগ্রসর হয়ে বাজার বাড়বে। একই সঙ্গে শেয়ারের দামেও বৃদ্ধি আসবে। ফলে যদি ট্রেডিং মানসিকতা বা ভালো লাভের তিতিক্ষা থাকে তবে কিছু নিয়মকানুন মেনে চললে ফল আসতে বাধ্য। এর মধ্যে প্রথমত শেয়ার বাছাইয়ের ক্ষেত্রে সব সময় বিশেষজ্ঞদের পরামর্শ অনুযায়ী ভালো জিনিসে লগ্নি করতে হবে। অনেক সময় ভালো বাজারের সুযোগে অনেক অনামী শেয়ারও বেড়ে যায়। তা বলে সে সব প্রলোভনে পা দিয়ে নিজের ক্ষতি বাড়ানো একেবারে উচিত নয়। সংযম বজায় রেখে সুনির্দিষ্ট ভালো কোম্পানির শেয়ার 'সিপ' সিস্টেমে খরিদ করতে হবে। ধরুন কোনও মাসের মাঝামাঝি সময়ে অন্ততপক্ষে

২০০০ টাকার (আপনার সাধ্য অনুযায়ী সিপ করবেন) বিনিময়ে ভালো শেয়ার কিনুন। তা জারি রাখুন পরের মাসগুলিতেও। এভাবে কমপক্ষে চার থেকে পাঁচ বছর যদি এই পদ্ধতি চালিয়ে যাওয়া যায় তবে দেখা যায় অনেক কম পয়সায় ভালো শেয়ার আপনার ঝুলিতে বা ডিপিতে অন্তর্ভুক্ত হতে পারে। এভাবে লগ্নি চালিয়ে গেলে তবেই সম্পদশালী বা পুঁজির বৃদ্ধি সম্ভবপর হবে। এখানে সাবধানবাণী হিসাবে একটা জিনিস অতি অবশ্যই মাথায় রাখতে হবে। তা হল, কোনও ভাবেই ফাটকা বা মোমেন্টামের পেছনে দৌড়ানো চলবে না।

অতীতে বহুবার দেখা গিয়েছে বাজারের উত্থানের সময় ফান্টাবাজরা যেমন তালে তাল মিলিয়েছেন তেমনই পতনের সময় অশনী সঙ্কেতের গালগল্পও পেড়েছেন বহুবার। তবে প্রকৃত বিশেষজ্ঞ যারা, যাদের মধ্যে প্রজ্ঞা এবং পাণ্ডিত্য বর্তমান তাদের সঙ্গে আলোচনায় জানা গিয়েছে, ভারতীয় বাজারের যে 'আপ মুভ' মোদী সরকার আসার পর থেকে শুরু হয়েছে তা আপাতত বরবাদ হওয়ার মতো কোনও কারণ তৈরি হয়নি। এদের ভাষায় ভারতের গ্রোথ বা বৃদ্ধির যে গল্প তা এখনও অনেকদিন অব্যাহত থাকবে। হতে পারে আগামী ৩-৫ বছরের মধ্যে ভারতীয় সূচক এখনকার অবস্থানের থেকে দ্বিগুণ বা তার বেশিও হয়ে যেতে পারে। এই প্রকৃত পণ্ডিত আর্থিক বিশেষজ্ঞদের চিত্রিত ছবি অনুযায়ী আগামী দিনের ভারতীয় বাজারের উত্থানের ব্যাঙ্কিং, ওষুধ, তথ্য প্রযুক্তি সেক্টর একটা ভূমিকা পালন করতে পারে। এদের সঙ্গে পার্শ্ব নায়ক হিসেবে অবতীর্ণ হতে পারে লজিস্টিক, ডিফেন্স বা প্রতিরক্ষা এবং ক্যাপিটাল গুডসের মতো ক্ষেত্র। সেই হিসেবে এখন থেকে যদি সঠিক পরিকল্পনা এবং বুদ্ধি অনুযায়ী এগনো যায় তবে ২০২৩ কিংবা ২০২৫-এর মধ্যে নিজস্ব সম্পদ দ্বিগুণ তো বটেই, চর্তুগুণ কিংবা সহস্রগুণ বেড়ে যেতে পারে। তবে তার জন্য ধৈর্যের পরীক্ষা দিতে হবে ভালো মতো

এখনও বেশ কিছু শেয়ার আন্ডারভ্যালু হয়ে পড়ে আছে। যেন ঘুমন্ত অগ্নেয়গিরি। তাতে লাভা বিচ্ছুরণ শুরু হবে যখন তখন তা ধরাছোঁয়ার বাইরে চলে যাবে। এমতাবস্থায় এখন থেকেই সেসব শেয়ার খুঁজেপেতে নিয়ে নিবেশে চলে যাওয়া উচিত। তবে গিয়েই সুদৃঢ় ভবিষ্যত গড়া সম্ভবপর হবে।

সাপ্তাহিক রাশিফল

প্রিয়া জ্যোতিঃশাস্ত্রী

১৯ মার্চ – ২৫ মার্চ ২০২২

মেষ রাশি : মানসিক অশান্তি বৃদ্ধি পাবে। সঞ্চিত অর্থের অতিরিক্ত ব্যয় হবে। দাম্পত্য মনোমালিন্য বৃদ্ধি পাবে। চাকরি ক্ষেত্রে উন্নতি হবে। তবে ব্যবসার ক্ষেত্রে বিনিয়োগে সাবধানতা অবলম্বন করুন। সন্তানকে নিয়ে চিন্তা বাড়বে। তবে আয়ভাব শুভ। দুর্ঘটনা এড়িয়ে চলুন। স্বাস্থ্যের যত্ন নিন।

প্রতিকার : গুরুজনদের প্রণাম করে বেরোবেন।

বৃষ রাশি : অকারণে মানসিক উদ্বেগ এড়িয়ে চলুন। নিজের জীবনসঙ্গীর সঙ্গে ভালো ব্যবহার করুন। গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা ও সম্মান প্রদান করুন। বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। ব্যবসায় অগ্রগতিতে বিলম্ব হবে। চিকিৎসক, বিনোদন জগতের শিল্পীদের ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবে। উচ্চ শিক্ষায় সাফল্য। আয়ভাব খুবই শুভ।

প্রতিকার : শুক্রবার শ্রী সূক্তের পাঠ করুন।

মিথুন রাশি : আপনি খুবই কল্পনা প্রবণ হয়ে উঠবেন। আবেগ প্রবণতা বৃদ্ধি পাবে এবং সাহিত্য-গল্প-নাটক প্রভৃতি লেখার আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে। চাকরিতে পদোন্নতি, ব্যবসায় প্রসারতার ক্ষেত্রে বাধা আসবে। প্রেসার, সুগার, বাতের ব্যথা হওয়ার সম্ভাবনা। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। ধর্মকর্মে আগ্রহ বৃদ্ধি পাবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন শ্রী নারায়ণ নিয়ম জপ করুন।

কর্কট রাশি : নিকট আত্মীয়ের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি বৃদ্ধি পাবে। শিক্ষার্থীদের পড়া শোনায় অমনোযোগীতা। সন্তানের সাফল্যে বাধা বিঘ্ন থাকবে। রাস্তাঘাটে সাবধানে চলাফেরা করুন। চাকরিতে নতুন সুযোগ আসতে পারে। অবিবাহিতদের বিবাহের সম্ভাবনা ও ব্যবসার প্রসারতার ক্ষেত্রে শুভ। প্রেসের আকাঙ্খা জাগ্রত হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : প্রতিদিন ১১ বার ওং চন্দ্রায় নমঃ' জপ করুন।

সিংহ রাশি : গুরুজনদের প্রতি শ্রদ্ধা বাড়বে। চাকরিতে শুভ হলেও ব্যবসার দ্রুত শ্রীবৃদ্ধি হওয়ার সম্ভাবনা। ফাটকা অর্থও পেতে পারেন। পারিবারিক বিবাদ হওয়ার সম্ভাবনা। দম্পতিদের ভুল বোঝাবুঝি হওয়ার সম্ভাবনা। প্রেমের আগ্রহ বৃদ্ধি, চাকরি পাওয়ার ক্ষেত্রে বা চাকরিতে উন্নতিতে বাধা আসবে। তবে ব্যবসায় বিনিয়োগে উন্নতি ও প্রসারতা বৃদ্ধি। পিতা-মাতার সম্পর্কে উন্নতি। উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের সঙ্গে মতানৈক্য হওয়ার সম্ভাবনা।

প্রতিকার : সকালে স্নান করে 'ওঁ সূর্যায় নমঃ' মন্ত্র পড়ুন।

কন্যা রাশি : বেকারদের চাকরি পাওয়ার সম্ভাবনা। চাকরিতে পদোন্নতি। সন্তানের পড়াশোনায় অমনোযোগিতা। ব্যবসায় বিনিয়োগেও শুভ ফল আশা করা যায়। চাকরীজীবীদের কর্মক্ষেত্রে খুব চাপ থাকবে। উচ্চশিক্ষা ও গবেষণায় সাফল্যে বাধা আসবে।

প্রতিকার : প্রতিদিন দুইবার 'ওঁ নমো ভগবতে বাসুদেবায়' জপ করুন।

তুলা রাশি : সঞ্চিত অর্থ বিভিন্ন খাতে ব্যয়ের সম্ভবনা। অযথা ব্যয় বৃদ্ধি পাবে। পরিবারের সকলের সঙ্গে সুসম্পর্ক রাখার চেষ্টা করুন। বহুজাতিক সংস্থায় চাকরির সম্ভাবনা। ব্যবসার চেয়ে চাকরির ক্ষেত্রে শুভ ফল বেশি পাওয়ার সম্ভাবনা। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে। কোনো আত্মীয়ের সম্পত্তি বা ফাটকা অর্থ পেতে পারেন।

প্রতিকার : শুক্রবার অসহায় বৃদ্ধদের ভাত খাওয়ান।

বৃশ্চিক রাশি : মানসিক অস্থিরতার জন্য কারোর সঙ্গে রূঢ় আচরণ করবেন না। ব্যবসায় বিনিয়োগে ঝুঁকিপূর্ণ হবে তবে চাকরির জন্য সচেষ্ট হন। চাকরিজীবীদের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পাবে। আয় ভাব শুভ। কর্মভাব শুভ। দাম্পত্য মনোমালিন্য থাকবে। শরীর স্বাস্থ্য ভালো যাবে না।

প্রতিকার : মঙ্গলবার ভিক্ষুকদের ভাত জল দান করুন।

ধনু রাশি : পরিবারের সঙ্গে সম্পর্কের উন্নতি হবে ধনভাব খুবই শুভ। আয়ভাবও শুভ। চাকরি ক্ষেত্রে কিছু সমস্যা থাকবে কিন্তু ব্যবসায়ীদের বিনিয়োগে শুভ ফল পাবে। কর্মক্ষেত্রে দূরে যেতে হতে পারে। উচ্চশিক্ষা, গবেষণার ক্ষেত্রে শুভ।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার গুরুজনদের আশীর্বাদ নিয়ে বাইরে বেরোবেন।

মকর রাশি : শরীর স্বাস্থ্যের প্রতি যত্ন নিন। আর্থিক লেনদেন ঝুঁকিপূর্ণ হবে। আর্থিক সহায়তা করার জন্য নিজের বিপদ ডাকবেন না। চাকরি ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। ব্যবসায় ঝুঁকিপূর্ণ হতে পারে। উচ্চ শিক্ষার ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। আয়ভাব খুব শুভ নয়।

প্রতিকার : কাকদের খাওয়াবেন চান করার আগে।

কুম্ভ রাশি : পরিবারের সবাইকে ভালো রাখার চেষ্টা করলেও সকলকে খুশি রাখতে পারবেন না। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে শুভ ফল পাবেন। চাকরি ক্ষেত্রে আপনার উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষের আচরণে ক্ষুব্ধ হওয়ার আশঙ্কা। স্বাস্থ্যের দিকে নজর দিতে গিয়ে অর্থ ব্যয় হওয়ার আশঙ্কা।

প্রতিকার : 'ওঁ নমঃ শিবায়' মন্ত্র পড়ুন।

মীন রাশি : কাজের চাপ বৃদ্ধি পাবে। অত্যাধিক আহার ত্যাগ করুন। চাকরি ও ব্যবসা ক্ষেত্রে আয় বৃদ্ধি পাবে। তবে পরিবারের কোনও সদস্যের রূঢ় আচরণে দুঃখ পাবেন। বিবাদ এড়িয়ে চলুন। উচ্চশিক্ষায় বাঁধা আসবে। তীর্থ ভ্রমণের সম্ভাবনা।

প্রতিকার : বৃহস্পতিবার বৃহস্পতির মন্ত্র পড়ুন।

সরকারি ব্যবস্থায় জনসাধারণের অংশগ্রহণ

নিজস্ব প্রতিনিধি : জনগণের অংশগ্রহণ ভোটে সীমাবদ্ধ থাকতে পারে না; এটি দেশের সকল আশা ও স্বপ্ন বাস্তবায়নের একটি শক্তিশালী মাধ্যম হয়ে উঠতে পারে। সরকারের এই চিন্তা বিশ্বে ভারতের ভাবমূর্তি উন্নত করেছে। একটি নতুন ভারতের পথ প্রশস্ত করার সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ বিষয় হল জনগণের অংশগ্রহণ, এবং সরকারের শক্তিশালী, নির্ণায়ক নেতৃত্বের দ্রুত এবং নিষ্পত্তিমূলক সিদ্ধান্ত গ্রহণে সক্ষমতা। বাজেট সংস্কারের জন্য প্রধানমন্ত্রীর দৃষ্টিভঙ্গি এক্ষেত্রে খুবই স্পষ্ট আমরা এক মাস আগে বাজেট করেছি। সময়ের

এক মাস আগে বাজেট করার জন্য আমাকে সময়ের চেয়ে এক মাস আগে দেশের অর্থনৈতিক ব্যবস্থা চালানোর প্রয়োজন। কোভিডের মতো সংকটকালীন পরিস্থিতিতে বাজেট উপস্থাপন করা হয়েছে। এই বাজেট সরকারের প্রস্তুতির ফলে নতুন ভারতের ভিত্তি মজবুত হবে এবং ভারত অর্থনৈতিক ক্ষেত্রে স্বনির্ভর হয়ে উঠবে।

ভারতে, অর্ধেক জনসংখ্যার বয়স এখন ২৫ বছরের কম। এটি এমন একটি দেশ যা ক্রমবর্ধমান তারুণ্যের চেতনা এবং ধারণায় পূর্ণ। যাইহোক, দেশের অর্থনীতিকে এগিয়ে নিয়ে যাওয়ার জন্য কেন্দ্রীয় সরকারের অন্যতম হাতিয়ার হল সাধারণ বাজেট, আয়-ব্যয় কার্যকলাপের মধ্যে সীমাবদ্ধ। যাইহোক, প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এতে নতুন উদ্যম যুক্ত করেছেন, যুবকদের অংশগ্রহণ নিশ্চিত করেছেন।

সমগ্র দেশকে উন্নয়নের অংশীদার করার জন্য, সরকার ১১৫টি অনগ্রসর জেলার উচ্চাকাঙ্খী নাম দিয়েছে। শুধুমাত্র দিল্লি এবং মুম্বইয়ের অর্থনৈতিক উন্নয়নের চাহিদা পূরণ করাই দেশের লক্ষ্য নয়। বরং সমাজের শেষপ্রান্তে থাকা মানুষরাও যাতে যোগ্য এবং ন্যায্য সুযোগ-সুবিধা পান, তা নিশ্চিত করা। প্রান্তিক মানুষরা স্বেচ্ছায় দরিদ্র নয়। তাঁরা দরিদ্র কারণ দীর্ঘদিন ধরে বহু সুযোগ-সুবিধা থেকে বঞ্চিত হয়েছেন। ভারতের যেকোনো স্থানে বসবাসকারী নাগরিকদের, পুরুষ হোক বা মহিলা, সবারই মৌলিক, ব্যক্তিগত ও সমষ্টিগত সুযোগ-সুবিধার প্রাপ্যতা থাকা উচিত। এটি জীবনকে সহজ করে তোলে। সেই দিক থেকে বলা যেতে পারে কোভিড-এর সময়ে সরকার যে সাধারণ বাজেট পেশ করেছে তা দীর্ঘমেয়াদী চিন্তাধারার উপর ভিত্তি গঠিত।

আগে করদাতা, শিল্প,কর্পোরেট কর, শুল্ক, কর কাঠামোর পরিবর্তন ইত্যাদির উপর বেশি নজর দেওয়া হত। তবে এ বিষয়ে সরকারের অবস্থান এখন পাল্টেছে। অর্থাৎ, শিল্প যদি কঠোর পরিশ্রম করে এবং উচ্চ-মানের পণ্য দিয়ে বিশ্ব বাজারে আধিপত্য বিস্তার করার চেষ্টা করে, সরকার এটিকে উৎসাহিত করবে পিএলআইবা প্রোডাকশন লিঙ্কড ইনসেন্টিভের মাধ্যমে। কেন্দ্রীয় সরকার চোদ্দটি সেক্টরে এই উদ্দেশ্যে ১.৯৭লক্ষ কোটি টাকা বরাদ্দ করেছে এবং এর ফলে ৬০ লক্ষ নতুন কর্মসংস্থান হবে বলে আশা করা হচ্ছে। পিএলআই শিল্পের চিন্তাধারায় ব্যাপক পরিবর্তন এনেছে। এমনকি করোনার সময়কালেও সরকার উদ্যোক্তাদের বিশেষ করে ছোট এবং মাঝারি আকারের উদ্যোগগুলিকে (এমএসএমই) স্বীকৃতি দিয়েছে এবং উৎসাহিত করেছে। করোনার সময় উৎপাদন খাতে পতন হয়েছিল, এবং সাহায্যের প্রয়োজন ছিল। সরকারি নীতির দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তনের ফলে অর্থনীতি আবার ঘুরে দাঁড়িয়েছে। আত্মনির্ভর ভারত অভিযান এবং ভোকাল ফর লোকাল প্রচারাভিযানগুলি সাধারণ নাগরিকদের জীবন সম্পর্কে চিন্তাধারার বদল করেছে। আজ সারাদেশের মানুষের মধ্যে স্থানীয় পণ্য গ্রহণে ব্যাপক উৎসাহ লক্ষ্য করা গিয়েছে। সর্বোচ্চ শাসন ও সর্বনিম্ন সরকার চিন্তাই দেশের প্রতি সাধারণ মানুষের দৃষ্টিভঙ্গির পরিবর্তন করেছে।

কোভিডের প্রতিকূলতা সত্ত্বেও, বিশ্বের অন্যান্য দেশের তুলনায় ভারত অনেক ভাল কাজ করেছে। এবং তা সম্ভব হয়েছে দেশের শীর্ষ নেতৃত্বের দূরদর্শী পরিকল্পনার মাধ্যমে। এমন এক দৃষ্টিভঙ্গি যা জীবন এবং অর্থনীতিকে একত্রিত করে। দৃঢ় সংকল্প নিয়ে আমাদের আগামী ২৫ বছর বা অমৃত কালের যাত্রায় এগিয়ে যেতে হবে।

চূড়ান্ত লক্ষ্যে ডিজিটাল এবং প্রযুক্তি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সাধারণ বাজেট এখন সম্পূর্ণ কাগজবিহীন, এবং ডিজিটাল প্রযুক্তি সরকারের সিদ্ধান্ত বাস্তবায়নের ভিত্তি হয়ে উঠেছে। একবিংশ শতাব্দীতে প্রযুক্তির তাৎপর্য থেকে বোঝা যায় যে, দেশে এই প্রথমবার সমাজের শেষ প্রান্তে থাকা মানুষটিও সরকারি প্রকল্পের সুবিধা পাচ্ছেন, দেশের কল্যাণের পথ প্রশস্ত হচ্ছে। প্রশাসনিক সংস্কার, বিদ্যুৎ, রেল সংস্কার, দুর্নীতি দমন, করের স্বচ্ছতা, জিএসটি, এক দেশ, এক কর, স্কিল ইন্ডিয়া, স্টার্ট আপ ইন্ডিয়া, ডিজিটাল ইন্ডিয়া, কৃষক-মহিলা সকলে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি থেকে উপকৃত হচ্ছেন। শিক্ষা ক্ষেত্রের পরিবর্তন থেকে শুরু করে প্রতিরক্ষা ক্ষেত্রের আধুনিকীকরণ পর্যন্ত সঠিক পথে পদক্ষেপ গ্রহণ করা হচ্ছে এবং কয়েক দশক ধরে অমীমাংসিত, স্থগিত প্রকল্পগুলি সম্পন্ন করা হচ্ছে, যা আগে অসম্ভব বলে মনে করা হতো। প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী সমস্যা সমাধানের চিন্তাধারায় বিশ্বাসী। তিনি যেভাবে ডিজিটাল প্রযুক্তিকে গ্রহণ করেছেন অন্য কোনো নেতা সেভাবে গ্রহণ করেননি। রাজনীতি ও নীতিতে তিনি কীভাবে প্রযুক্তির ব্যবহার করেছেন তার একাধিক প্রমাণ রয়েছে। নির্বাচনী প্রচার থেকে শুরু করে

এক বিলিয়নেরও বেশি মানুষের আধারের ব্যবস্থা করা- প্রতিটি ক্ষেত্রে প্রযুক্তির ব্যবহার হয়েছে। এমনকি বিমুদ্রাকরণের উপর জোর দেওয়ার ফলে সারা দেশে ডিজিটাল লেনদেন উল্লেখযোগ্যভাবে বৃদ্ধি পেয়েছে। ভারত এখন ভবিষ্যতের কথা মাথায় রেখে প্রযুক্তি নীতি তৈরি করছে। আজ, ভারত প্রযুক্তির শক্তিকে সম্পূর্ণরূপে কাজে লাগাতে অভিনব পন্থা গ্রহণ করছে। সকলের সঙ্গে, সকলের বিকাশ- স্লোগানের সঙ্গে সঙ্গে ব্যাপক উন্নয়নের জন্য প্রযুক্তি ব্যবহারের ধারণা অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রবৃদ্ধি এবং অগ্রগতির জন্য একটি নতুন দিক নির্দেশনা প্রদান করছে। কয়েক দশক আগে মুক্ত বাণিজ্যের জন্য ভারতের বাজার খুলে দেওয়া হয়, ভারত পারমাণবিক শক্তিসম্পন্ন দেশে পরিণত হয়। কোটি কোটি নাগরিককে দরিদ্রতার নাগপাশ থেকে মুক্ত করা হয়েছে। দারিদ্র্য বিমোচন, কৃষকের জীবনযাত্রার উন্নতি এবং ভিন্নভাবে সক্ষমদের জীবন সহজ করে তুলতে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তারব্যবহার করা হচ্ছে। আন্তঃসীমান্ত অনুপ্রবেশ এবং অপরাধ নিয়ন্ত্রণ থেকে শুরু করে সরকারি পরিষেবা এবং প্রাকৃতিক সম্পদ ব্যবস্থাপনা পর্যন্ত বিভিন্ন অ্যাপ্লিকেশনের জন্য আগামী দিনে কৃত্রিম বুদ্ধিমত্তার ব্যবহার বৃদ্ধির পাবে। এটি সম্পত্তি এবং অন্যান্য বিরোধ হ্রাস, স্বচ্ছতা বৃদ্ধি এবং ভারতে দুর্নীতির বিরুদ্ধে লড়াইয়ে সহায়তা করবে। যেভাবে প্রযুক্তির উন্নতি হচ্ছে তাতে শীঘ্রই লক্ষ লক্ষ প্রত্যয়িত এবং স্বীকৃত দক্ষ কর্মী এবং পরিষেবা প্রদানকারীদের দল গড়ে উঠবে।

ভারত এবং মরিশাসের দৃঢ় বন্ধন

নিজস্ব প্রতিনিধি : ভারত মহাসাগরীয় অঞ্চলের দ্বীপ রাষ্ট্রগুলির সঙ্গে ভারতের দীর্ঘদিনের গভীর সম্পর্ক রয়েছে। এর ফলে এই অঞ্চলের দ্রুত পরিবর্তনশীল কৌশলগত অবস্থানের ক্ষেত্রে ভারত তার স্থান শুধুমাত্র মজবুতই করেনি, বরং বাকি বিশ্বের সামনে বন্ধুত্বের এক নতুন উদাহরণও স্থাপন করেছে। ২০১৪ সালে নরেন্দ্র মোদী নেবারহুড ফার্স্ট উদ্যোগ চালু করেছিলেন। ফলস্বরূপ, দুই দেশের মধ্যে সম্পর্কের উন্নতি হয়েছে। মরিশাসও এর অংশ হয়ে উঠেছে। মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ্র জগন্নাথ এবং ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী একযোগে ২০ জানুয়ারি বেশ কয়েকটি প্রকল্পের সূচনা চালু করেছেন।

কোভিড-১৯-এর মতো সংকটের সময়ে ভারত এবং মরিশাসের মধ্যে বন্ধুত্বের গভীরতা আরও বৃদ্ধি পায়। দীর্ঘদিন ধরে ভারত এবং মরিশাসের সুসম্পর্ক আছে। ভারত ভ্যাকসিন ফ্রেন্ডশিপ প্রোগ্রামে'র মাধ্যমে মরিশাসে প্রথম কোভিড-১৯ টিকা পাঠিয়েছিল। অপরদিকে কোভিডের ভয়াবহ

দ্বিতীয় তরঙ্গের সময় মরিশাস ভারতে প্রায় ২০০ অক্সিজেন কনসেন্ট্রেটর পাঠিয়েছিল।

ঘনিষ্ঠ বন্ধুত্বের কারণেই ভারতের প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদী এবং মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী প্রবিন্দ্র জগন্নাথ২০ জানুয়ারি মরিশাসে যৌথভাবে একটি আবাসন প্রকল্পের সূচনা করেন, এর জন্য অর্থ দেবে ভারত সরকার।

ভারতের উন্নয়ন সহায়তার অংশ হিসাবে, দুই প্রধানমন্ত্রী ভার্চুয়াল মাধ্যমে আরও দুটি প্রকল্পের ভিত্তিপ্রস্তর স্থাপন করেছেন : একটি অত্যাধুনিক সিভিল সার্ভিস কলেজ এবং একটি আট মেগাওয়াটের সোলার পিভি ফার্ম নির্মাণ। ভিডিও কনফারেন্সের মাধ্যমে অনুষ্ঠানটি সম্পন্ন হয়েছিল। এই উপলক্ষে, মেট্রো এক্সপ্রেস প্রকল্প এবং অন্যান্য পরিকাঠামো প্রকল্পগুলির জন্য ১৯০ মিলিয়ন ডলার ক্রেডিট লাইন (এলওসি) প্রদানের জন্য ভারত এবং মরিশাসের মধ্যে একটি চুক্তি স্বাক্ষরিত হয়েছিল। এই কারণে, মরিশাসের প্রধানমন্ত্রী, প্রবিন্দ্র জগন্নাথ বলেছেন যে প্রধানমন্ত্রী নরেন্দ্র মোদীর নেতৃত্বে ভারত ও মরিশাসের মধ্যে সম্পর্ক এক নতুন উচ্চতায় পৌঁছেছে। গান্ধীজির লবণ সত্যাগ্রহের বার্ষিকী উপলক্ষ্যে গত ১২ মার্চ মরিশাসে জাতীয় দিবস উদযাপন করা হয়, এটি ভারত ও মরিশাসের মধ্যে ঘনিষ্ঠ সম্পর্কের পরিচায়ক। মরিশাসের মানুষরা বিশ্বাস করে যে এই অনুপ্রেরণার কারণেই ভারত ব্রিটিশদের থেকে স্বাধীন হতে পেয়েছে। মুক্ত বাণিজ্য চুক্তি, ব্লু ওশান ইকোনমি, সামুদ্রিক সুরক্ষা এবং অ্যান্টি-পাইরেসি অপারেশনের মতো বড় উদ্যোগে মরিশাস সবসময় ভারতের পক্ষে থেকেছে। মরিশাসের অনেক প্রকল্পের অংশীদার ভারত মরিশাসকে দেওয়া ৩৫৩ মিলিয়ন মার্কিন ডলারের বিশেষ অর্থনৈতিক প্যাকেজের অংশ হিসাবে ২০১৬ সালে ভারত নতুন মরিশাস সুপ্রিম কোর্টের নির্মাণ শুরু করে। ২০২০ সালে এই ভবনের নির্মাণ সম্পন্ন হয়েছে। এছাড়া ভারতের সহায়তায় মরিশাসের রাজধানী পোর্ট লুইসে মেট্রো এক্সপ্রেস সার্ভিস চালু হয়েছে। এছাড়াও, ভারতের সহযোগিতায় ১০০ শয্যা বিশিষ্ট একটি অত্যাধুনিক 'ইএনটি' সুবিধাও তৈরি করা হয়েছে।

ব্যবহার হবে ডিজিটাল অর্থ

নিজস্ব প্রতিনিধি : কেন্দ্রীয় অর্থ ও কর্পোরেট বিষয়ক মন্ত্রী নির্মলা সীতারামন ২০২২-২৩ সালের কেন্দ্রীয় বাজেটে ডিজিটাল অর্থ প্রবর্তনের কথা ঘোষণা করেছেন। ২০২২-২৩ সালে ভারতীয় রিজার্ভ ব্যাঙ্ক এই ডিজিটাল অর্থ জারি করবে। সেন্ট্রাল ব্যাঙ্ক ডিজিটাল কারেন্সি (সিবিডিসি) ডিজিটাল অর্থনীতিকে উৎসাহ দেবে। অর্থমন্ত্রীর মতে, ডিজিটাল মুদ্রা একটি আরও দক্ষ এবং সাশ্রয়ী

মূল্যের মুদ্রা ব্যবস্থাপনা গড়ে তুলতে সক্ষম হবে। ডিজিটাল মুদ্রায় ব্লক চেন এবং অন্যান্য প্রযুক্তি ব্যবহার করা হবে।

কোউইনে নতুন বৈশিষ্ট্য

নিজস্ব প্রতিনিধি : টিকা গ্রহীতা এবং সাধারণ জনগণের সুবিধার জন্য কোউইন পোর্টালে দুটি নতুন বৈশিষ্ট্য যুক্ত করা হয়েছে। নতুন নিয়মে এখন থেকে চারজনের পরিবর্তে একটি মোবাইল নম্বর থেকে ছয়জনের নাম নিবন্ধন করা যাবে। আগে একটি মোবাইল নম্বর ব্যবহার করে কোউইনে মাত্র চারজন নিবন্ধন করতে পারতেন। একই সঙ্গে টিকা গ্রহীতারা সার্টিফিকেটে টিকা সংক্রান্ত ভুল তথ্য সংশোধনের জন্য অনুরোধ করতে পারবেন। এর ফলে টিকা সংক্রান্ত সঠিক তথ্য পাওয়া যাবে, টিকা দেওয়ার সময় অনেক ক্ষেত্রে ভুল হয়, সেই ত্রুটিগুলি সংশোধন করা যাবে। প্রকৃতপক্ষে, কোভিড সংক্রমণ নজরে রাখার জন্য আরোগ্য সেতু অ্যাপ এবং টিকা দেওয়া এবং প্রযুক্তিগত সমাধানের ক্ষেত্রে কোউইন পোর্টাল ভারতের গর্ব হয়ে উঠেছে। কোউইন পোর্টালের মাধ্যমে স্লট বুকিং থেকে শংসাপত্র বিতরণ পর্যন্ত সব কিছুই অনলাইনে সম্ভব হয়েছে। আমরা দেখেছি যে ভারত কীভাবে এক পৃথিবী, এক দেশ-এর দৃষ্টিভঙ্গি অনুসরণ করে কোভিডের সময় বহু দেশে প্রয়োজনীয় ওষুধ এবং টিকা সরবরাহ করে লক্ষ লক্ষ মানবপ্রাণ রক্ষা করেছিল। ভারত এখন বিশ্বের তৃতীয় বৃহত্তম ওষুধ উৎপাদনকারী। ভারতের টিকাদান কর্মসূচির এই যাত্রা এক অনন্য উপাখ্যান।

শব্দবার্তা ১৯১

শুভজ্যোতি রায়

পাশাপাশি

১। যার সমাধান এখন আপনি করছেন ৪। প্রকোষ্ঠ, কক্ষ ৫। সহিস ৭। '—' হৃদয়ে রবীন্দ্রনাথ ৯। নির্ভীকতা ১০। কলকাতার এক বিখ্যাত মন্দির ১১। সুস্বাদ, রস ১২। সম্পূর্ণ নতুন।

উপর-নীচ

১। বাণ ২। ওড়িশার উত্তর-পূর্ব প্রান্তস্থ শহর ও জেলা ৩। দৃশ্য কাব্য ৪। রবি ঠাকুর রচিত উপন্যাস ৬। অচির বিনাশী ৮। বিষ্ণু ১০। থালি থাকলে সাবধান হওয়ার দরকার নেই ১১। নক্ষত্র।

সমাধান : ১৯০

পাশাপাশি : ২। খিদমতগার ৫। চাকাচাকা ৭। উৎস ৯। বেসুরো ১০। মহানস ১২। অভয়অরণ্য।

উপর-নীচ : ১। পরচা ৩। দরকার ৪। গাত্রোৎপাটন ৬। কামিনীসুলভ ৮। নমস্কার ১১ সন্ধিগ্ধ।

আলিপুর বার্তার সার্কুলেশনের জন্য যোগাযোগ করুন এই নম্বরে ৯৮৭৪০১৭৭১৬

বিষক্রিয়ায় মৃত ৪

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ খেতে গিয়ে বিষক্রিয়ায় মৃত্যু চার জনের, গুরুতর অসুস্থ আরও দুই। বারুইপুর থানা এলাকায় মনসা গান উপলক্ষ্যে মদের আসরে বসেছিলেন রথীন গায়েন নামে এক জনের বাড়িতে। সেখানে আগত নিমন্ত্রিতদের মধ্যে কয়েকজন পাশের পোল্ট্রি ফার্মে মদের আসরে বসেছিলেন। সেখানে মদের সাথে জলের পরিবর্তে পোল্ট্রি ফার্মে থাকা রাসায়নিক মিশিয়ে খেয়ে ফেললে বিপত্তি ঘটে। ঘটনাস্থলেই তিনজনের মৃত্যু হয়। অন্যদিকে আরও তিনজন গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়ে। সকলকেই উদ্ধার করে তড়িঘড়ি বারুইপুর মহকুমা হাসপাতালে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসা হয় মঙ্গলবার রাতেই। তাদের ও অবস্থা আশংকাজনক। বুধবার তাদের অবস্থার অবনতি হওয়ায় কলকাতার চিত্তরঞ্জনে পাঠানো হয়। সেখানে এক জনের মৃত্যু ঘটে। মঙ্গলবার রাতে ঘটনাটি ঘটেছে দক্ষিণ ২৪ পরগনার বারুইপুর থানার অন্তর্গত কৃষ্ণমোহন রেল স্টেশনের কাছে উত্তর রানাবেলিয়া এলাকায়। এই ঘটনাকে কেন্দ্র করে এলাকায় যথেষ্ট চাঞ্চল্য ছড়িয়েছে। গোটা ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে বারুইপুর থানার পুলিশ। এই প্রসঙ্গে বুধবার বেলায় বারুইপুর পুলিশ জেলার সুপার বৈভব তিওয়ারি সাংবাদিকদের সামনে পুরো ঘটনার বিবরণ তুলে ধরেন।

মদ্যপের হাতে আক্রান্ত

নিজস্ব প্রতিনিধি : মদ্যপ যুবকের হাতে আক্রান্ত হলেন ক্যানিংয়ের এক পান ব্যবসায়ী। আক্রান্ত ব্যবসায়ীর নাম রাধেশ্যাম শিকদার। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার রাতে দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ক্যানিং থানার অন্তর্গত পুরাতন চান্দনী বাজার এলাকায়। স্থানীয় সূত্রে জানা গিয়েছে, মদ্যপ অবস্থায় স্থানীয় এক যুবক পান বিক্রেতার দোকানের সামনে এসে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ করতে থাকে। প্রতিবাদ করেন ওই ব্যবসায়ী। প্রতিবাদী ব্যবসায়ীকে আচমকা বেধড়ক মারধর করে মদ্যপ যুবক। এমনকি বোতল দিয়ে ব্যবসায়ীর মাথায় আঘাত করে বলে অভিযোগ। রক্তাক্ত অবস্থায় ঘটনাস্থলে লুটিয়ে পড়ে ওই ব্যবসায়ী। স্থানীয়রাই আহত অবস্থায় তড়িঘড়ি উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য নিয়ে আসে ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে। সেখানে তার অবস্থা আশঙ্কাজনক হলে কলকাতার চিত্তরঞ্জন হাসপাতালে স্থানান্তরিত করেন চিকিৎসকেরা। মদ্যপ যুবকের বিরুদ্ধে ক্যানিং থানা একটি লিখিত অভিযোগ দায়ের করেছেন ব্যবসায়ীর পরিবার। ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে পুলিশ। অন্যদিকে এলাকার মানুষজনের দাবি প্রশাসনের উদাসীনতার বর্তমানে ক্যানিং শহরে পাতাখোর, মদ্যপ, পকেটমার ও ছিনতাইকারীদের আনাগোনা বেড়ে গিয়েছে। যার ফলে এমন ঘটনা প্রকাশ্যে ঘটে চলেছে।

আগ্নেয়াস্ত্র সহ গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : অত্যন্ত তৎপরতায় অত্যাধুনিক আগ্নেয়াস্ত্র সহ এক যুবককে গ্রেফতার করলো পুলিশ। ঘটনাটি ঘটেছে রবিবার জীবনতলা থানার অন্তর্গত ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির বাঁশড়ার পূর্ব পিয়ালী এলাকায়। ধৃতের নাম সুমন মন্ডল। ধৃতের কাছ থেকে একটি অত্যাধুনিক পিস্তল ও ৬ রাউন্ড কার্তুজ উদ্ধার করেছে পুলিশ। পুলিশ সূত্রে জানা গিয়েছে রবিবার গোপন সূত্রে খবর আসে পূর্ব পিয়ালী এলাকায় এক যুবক আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে ঘোরাঘুরি করছে। খবর পাওয়া মাত্র ঘটনাস্থলে রওনা দেন ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির ওসি ফারুক রহমান সহ বিশাল পুলিশ বাহিনী। ঘটনাস্থল থেকে পাকড়াও করে ওই যুবককে। আগ্নেয়াস্ত্র নিয়ে কেন এলাকায় ঘোরাঘুরি করছিল এবং আর কেউ সঙ্গীসাথী রয়েছে কি না, সে বিষয়ে ধৃত যুবককে জিজ্ঞাসাবাদ করে তদন্ত শুরু করেছে ঘুটিয়ারী শরীফ ফাঁড়ির পুলিশ।

ফিনাইল খেয়ে হাসপাতালে

নিজস্ব প্রতিনিধি : গত প্রায় চার মাস আগে শাস্ত্রীয় মতে বৈদিক মন্ত্রোচ্চারণের মধ্য দিয়ে চার হাত একত্রিত হয়েছিল ক্যানিং থানার অন্তর্গত তালদির জয়দেব মাঝির সাথে ইটখোলা গ্রাম পঞ্চায়েতের স্বপ্না শিকারীর। অভিযোগ নানান অছিলায় ওই যুবকের স্ত্রী তার বাপের বাড়িতে প্রতিনিয়ত যাতায়াত করতো। এমনটা ভালো চোখে নিতো না পেশায় শ্রমিক জয়দেব। সোমবার সকালে ওই যুবকের শ্বশুর গিয়েছিলেন তার বাড়িতে। সেখানে গিয়ে মেয়েকে নিজের বাড়িতে নিয়ে আসেন। বাধা দেয় স্বপ্নার স্বামী। সকল বাধা অগ্রাহ্য করে বাপের বাড়িতে চলে যায় তার বাবার সাথে। স্ত্রীর প্রতি অসীম ভালোবাসা থাকায় এমনটা মেনে নিতে পারেনি ওই যুবক। স্ত্রীকে কাছে পেতে আচমকাই এক বোতল ফিনাইল খেয়ে ফেলে মঙ্গলবার সন্ধ্যায়। অসুস্থ হয়ে কাতরাতে থাকে। প্রতিবেশীরা এমন অবাক করা কাণ্ড জানতে পেরে ওই যুবককে উদ্ধার করে চিকিৎসার জন্য ক্যানিং মহকুমা হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই ওই যুবক চিকিৎসাধীন রয়েছে। হাসপাতালের বিছানায় শুয়ে ওই যুবক জানিয়েছে মাত্র চার মাস বিয়ে আগে হয়েছে। প্রায় সময়ই বাপের বাড়িতে চলে যায় স্ত্রী। ওকে খুব ভালোবাসি, তা সত্ত্বেও বাপের বাড়িতে ঘন ঘন যায়। সোমবার আমার স্ত্রী চলে যাওয়ায় মর্মাহত হয়ে পড়ি। যার ফলে ফিনাইল খেয়েছি।'

দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু

নিজস্ব প্রতিনিধি : এবার বাড়ির দেওয়াল চাপা পড়ে মৃত্যু ঘটলো এক শ্রমিকের। আর সোমবার বিকালে এই মর্মান্তিক ঘটনাটি ঘটেছে জয়নগর থানার হরিনারায়ণপুর গ্রাম পঞ্চায়েতের রামচন্দ্রপুর এলাকায়। পুলিশ ও স্থানীয় সূত্রে জানা গেল, এই এলাকার শ্যামল প্রামাণিকের বাড়িতে নতুন ঘর নির্মাণের কাজ চলছিল। সেখানে রথীন হালদার নামে এক শ্রমিক কাজ করছিল। আর সেখানে আচমকা ঢালাইয়ের কাজে ব্যবহার করা বাঁশের খুঁটি খুলে দেওয়াল চাপা পড়ে গুরুতর চোট পায় শ্যামল প্রামাণিক নামের ওই শ্রমিক। তাকে সেখান থেকে উদ্ধার করে তৎক্ষণাৎ পদ্মের হাট গ্রামীণ হাসপাতালে নিয়ে গেলে সেখানেই তাঁর মৃত্যু ঘটে। মৃতের বাড়ি জয়নগর থানার পাঁচঘড়া এলাকায়। পুলিশ মৃতদেহ উদ্ধার করে ময়নাতদন্তের জন্য পাঠিয়ে তদন্ত শুরু করেছে। তবে তাঁর এই মর্মান্তিক মৃত্যুর ঘটনায় এলাকায় শোকের ছায়া নেমে এসেছে।

মুদ্রা লোনের ক্যাম্প

নিজস্ব প্রতিনিধি : ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রানিয়া শাখার ব্যবস্থাপনায় গত ১৬ মার্চ দক্ষিণ ২৪ বেকার যুবক-যুবতীদের স্বনির্ভর করার মাধ্যমে আর্থিক পরিকাঠামোকে সমৃদ্ধ করাই এই ক্যাম্পের উদ্দেশ্য।

পরগনা জেলার বজবজ–২ নম্বর ব্লকের বিশালাক্ষীতলায় মুদ্রা ক্রেডিট ক্যাম্পের আয়োজন করা হয়। রানিয়া, বুড়ুল ও গজাপোয়ালী শাখার মোট ৫০ জন ক্ষুদ্র শিল্পোদ্যোগীকে প্রায় ১ কোটি টাকার লোন অনুমোদনের চিঠি দেওয়া হয়। কেন্দ্রীয় সরকারের মুদ্রা লোনের মাধ্যমে গ্রাম্য এলাকার ইউনিয়ন ব্যাঙ্ক অব ইন্ডিয়ার রিজিওনাল ম্যানেজার অমিতকুমার সিনহা লোনের অনুমোদিত চিঠি উপভোক্তাদের হাতে তুলে দেন। রানিয়া, বুড়ুল এবং গজাপোয়ালী শাখার ম্যানেজার যথাক্রমে শিব শংকর, স্বর্ণেন্দু রাউথ এবং অর্ণব দাস উপস্থিত ছিলেন।

গাঁদার আড়ালে গাঁজা

সুভাষ চন্দ্র দাশ : একে বারেই বাড়ির সামনে উঠানে চাষ হয়েছিল গাঁদা ফুল। সেই গাঁদা ফুলচাষের আড়ালে বেআইনি ভাবে গাঁজা চাষ করেছিলেন জীবনতলা থানার অন্তর্গত গাঁতী এলাকার এক ব্যক্তি। মঙ্গলবার গোপন সূত্রে এমন খবর পৌঁছে যায় জীবনতলা থানার পুলিশের কাছে। জীবনতলা থানার পুলিশ বাহিনী গাঁজার খোঁজে এলাকায় তল্লাশি অভিযান চালায়। স্থানীয় গাঁতী এলাকার চাষি নারায়ণ দাসের বাড়ির সামনের উঠানের বাগান থেকে উদ্ধার হয় গাঁজা। গাঁদা ফুলের আড়ালে গাঁজা চাষ দেখে পুলিশের চক্ষু চড়কগাছ হয়ে যায়। সেখানে প্রায় ১ কাঠা জায়গার উপর গাঁদা ফুলের আড়ালে বেআইনি ভাবে গাঁজা চাষ করা হয়েছিল। জীবনতলা থানার পুলিশ ডালপালা সহ প্রায় ২৮ কেজি গাঁজা উদ্ধার করে। যদিও আগাম জানতে পেরে পালিয়ে গিয়েছে গাঁজা চাষি নারায়ণ। পলাতক গাঁজা চাষিকে ধরার জন্য এলাকায় তল্লাশি চালাচ্ছে পুলিশ।

রায়দীঘিতে দমকল কেন্দ্রের দাবি

নিজস্ব প্রতিনিধি : সুন্দরবনের রায়দিঘিতে দমকল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত, অবিলম্বে দমকল কেন্দ্র নির্মাণের দাবিতে এবার সরব বাসিন্দারা। বড় অগ্নিকাণ্ড হলে জয়নগর থেকে দমকল রায়দিঘি যেতেই সময় লেগে যায় কয়েক ঘণ্টা। ফলে নিমেষেই ঘটে যায় দুর্ঘটনা। তবে এই সমস্যার সমাধানে রায়দিঘির বিধায়ক ডঃ অলক জলদাতা উদ্যোগও নিয়েছেন। তিনি দমকল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমিও চিহ্নিত করেছেন। কিন্তু তা নির্মাণ না হওয়ায় ক্ষোভ জন্মাচ্ছে এলাকার বাসিন্দাদের মধ্যে। অবিলম্বে রায়দিঘিতে দমকল কেন্দ্র গড়ার দাবিতে সরব হয়েছেন তাঁরা। বিধায়ক বলেন, রায়দিঘি স্টেডিয়ামের কাছেই ১১ বিঘা জমি বাছা হয়েছে দমকল কেন্দ্রের জন্য। এই ব্যাপারে জেলা প্রশাসন ও দমকল দপ্তরে আবেদনও করা হয়েছে। এই প্রসঙ্গেই রাজ্যের দমকলমন্ত্রী সুজিত বসু বলেন, দেখবো আমি বিষয়টি।

রাজ্যে আরও কিছু দমকল কেন্দ্র নির্মাণের কাজও চলছে। ওখানেরটাও মাথায় আছে আমার। রায়দিঘি বিধানসভায় আছে ১৭টি পঞ্চায়েত। মথুরাপুর ২ নম্বর ব্লকের ১১ টি পঞ্চায়েত ও মথুরাপুর ১ নম্বর ব্লকের ৬টি পঞ্চায়েত এর অধীন। নদীকেন্দ্রীক এলাকা রায়দিঘি। রায়দিঘি থেকে জয়নগরের দমকল কেন্দ্রের দূরত্ব প্রায় ৩২ কিলোমিটার।

এলাকায় কোনও আগুন লাগলে দমকলের ইঞ্জিন আসতেই সময় লেগে যায় কয়েক ঘণ্টা, ততক্ষণে সব শেষ হয়ে যায়। প্রায় সময় দমকলকে এর জেরে মানুষের বিক্ষোভের মধ্যে পড়তে হয়, এমনই অভিযোগ এলাকার বাসিন্দাদের। বাসিন্দারা বলেন,নদীর কাছেই নগেন্দ্রপুর, কঙ্কণদিঘি, নন্দকুমারপুর পঞ্চায়েত এলাকা। এই এলাকায় দমকলের ইঞ্জিন পৌঁছাতেই প্রায় ৪ ঘণ্টা সময় লেগে যায়। আগুন লাগলে তা নেভাতেই হিমশিম খেতে হয় মানুষজনকে। স্থানীয় পুকুর বা নদী থেকে জল এনে আগুন নেভানোর কাজ করতে হয়। তাঁরা আরও বলেন, অবিলম্বে এই এলাকায় দমকল কেন্দ্র নির্মাণ দরকার।

এব্যাপারে বিধায়ক বলেন, এলাকার মানুষজন দীর্ঘদিন ধরেই এখানে দমকলকেন্দ্রের দাবি জানিয়ে আসছেন। যে জায়গায় দমকল কেন্দ্র নির্মাণের জন্য জমি চিহ্নিত হয়েছে তা থেকে গ্রামগুলিতে যেতে সমস্যায় লাগবে না।আশাকরি খুব তাড়াতাড়ি এই সমস্যা মিটে যাবে।

বাস চালাতে চিঠি বিধায়কের

মৈপীঠ থেকে কলকাতা

উজ্জ্বল বন্দ্যোপাধ্যায়: এবার পরিবহণ সমস্যায় জর্জরিত সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপীঠ থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাস চালুর দাবি জানিয়ে পরিবহণ দপ্তরকে চিঠি দিল কুলতলির বিধায়ক। স্বাধীনতার পরে ২০২১ সালে সর্ব প্রথম শাসক তৃণমূলের জন প্রতিনিধি পায় সুন্দরবনের পিছিয়ে পড়া কুলতলি ব্লক। আর তাঁর পরে বিধায়ক গণেশ মন্ডলের হাত ধরে এলাকায় উন্নয়নের কাজ এগিয়ে চলে। কিন্তু সমস্যা থেকে যায় পরিবহনের। আর তাই হস্তক্ষেপ করতে এগিয়ে আসে বিধায়ক। পরিবহণ সমস্যায় জর্জরিত সুন্দরবনের কুলতলি ও মৈপীঠ। দীর্ঘ সড়কপথে জয়নগর মজিলপুর স্টেশনে এসে ট্রেনই একমাত্র ভরসা শহরমুখী মানুষজনদের। এই দুটি জায়গা থেকে কলকাতা পর্যন্ত বাস চালুর দাবি দীর্ঘদিন জানিয়ে আসছেন এলাকার মানুষজন। অবশেষে কুলতলির বিধায়ক গণেশ মণ্ডল এই প্রধান সমস্যা অনুধাবন করে সক্রিয় হয়েছেন সমস্যাখানি মেটাতে। এ ব্যাপারে বিধায়ক গণেশ মন্ডল বলেন, এলাকার মানুষজনকে চরম দুর্ভোগ পোহাতে হচ্ছে দিনের পর দিন। আমি কয়েকদিন আগে কুলতলির কৈখালি ও মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট থেকে কলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত দু'টি বাস চালু করার জন্য পরিবহন দপ্তরে চিঠি দিয়ে আবেদন জানিয়েছি। এমনকী, মন্ত্রীদের সঙ্গেও এই ব্যাপারে কথা হয়েছে। তাঁদের তরফে বিষয়টি দেখার আশ্বাস দেওয়া হয়েছে। এই প্রসঙ্গে পরিবহণ প্রতিমন্ত্রী দিলীপ মণ্ডল বলেন, ওখান থেকে খুব তাড়াতাড়ি যাতে বাস চালু করা যায় তা দেখা হচ্ছে। কুলতলি থেকে জয়নগরের দূরত্ব ২৭ কিলোমিটার। অন্যদিকে, মৈপীঠ থেকে জয়নগরের দূরত্ব ৪২ কিলোমিটার। এই দীর্ঘ পথে মানুষজনের ভরসা কেবলমাত্র অটো, ট্রেকার ও বেসরকারি বাস। তাও জয়নগর থেকে কুলতলির জামতলা পর্যন্ত চলে অটো, ট্রেকার। আবার জামতলা থেকে মৈপীঠে যেতে হলে অটো,ট্রেকার বদল করে দুর্ভোগকে মাথায় নিয়ে তবেই বাড়ি ফিরতে হয় সুন্দরবনের এই সব মানুষ জনকে। এছাড়া জয়নগর স্টেশন থেকে একটি রুটের কয়েকটি বেসরকারি বাস চলে মৈপীঠের গঙ্গার ঘাট পর্যন্ত। তাও রাত ৭টার পর ঠিকমত তা পাওয়া যায় না বলে অভিযোগ। কুলতলি ও মৈপীঠের অধিকাংশ মানুষ মৎস্যজীবী নতুবা কৃষিকাজই একমাত্র পেশা। নদী থেকে মাছ ধরে তা বাজারজাত করার জন্য কলকাতামুখী হতে হয় এই প্রান্তিক মানুষজনদেরকে। একবার জয়নগর থেকে ট্রেন বন্ধ হলে আর রক্ষে নেই এঁদের। আরও নরকযন্ত্রণা পোহাতে হয় এলাকার মানুষজনকে। ভুক্তভোগীরা বলেন, জয়নগর থেকে তিনটি অটো পাল্টে মোটা টাকা ভাড়া দিয়ে তবেই বারুইপুরে গিয়ে ট্রেন অথবা বাস ধরতে হয়। তাই কুলতলি ও মৈপীঠ থেকে কলকাতার ধর্মতলা পর্যন্ত যদি বাস চালু হয় আমাদের যাতায়াতের অনেক পয়সা বেঁচে যাবে। তাঁরা আরও বলেন, কুলতলি ও মৈপীঠ থেকে বাস জয়নগরের উপর দিয়ে যাবে।তাতে জয়নগরের মানুষজন ও এর ফলে উপকৃত হবে। তবে তাঁদের দাবি, সরকারি বাস যেন রাত ৯টা পর্যন্ত মৈপীঠ পর্যন্ত চলে তাও দেখতে হবে বিধায়ক কে। সুন্দরবনের প্রবেশ দ্বারের এই সমস্যা মিটে গেলে আরও পরিবর্তন ঘটে যাবে এই এলাকায়।

তৃতীয়বারের জন্য মহেশতলা পুরসভার পুর প্রধানের শপথ নিলেন স্থানীয় মহেশতলা বিধানসভা কেন্দ্রের বিধায়ক দুলাল চন্দ্র দাস। সঙ্গে পুনরায় উপ পুর প্রধানের শপথ নিলেন আবু তালেব মোল্লা। সঙ্গে পাঁচ সি আই সি সহ এদিন পুরসভার ৩৫ জন পুর প্রতিনিধি শপথ নিলেন।

ছবি – অরুণ লোধ

পুরসভার মহেশতলা ১০৫ বছর বয়সে আজও বেঁচে আছেন। বাটানগর–এর এই শতায়ু বাসিন্দাকে ৩৩ নম্বর ওয়ার্ডের কাউন্সিলর অলকা মাইতি–সহ অনেকে সম্বর্ধনা দিচ্ছেন।

বিপর্যয় মোকাবিলায় প্রশিক্ষণ

অরিজিত মন্ডল: আগামী দিনের প্রাকৃতিক বিপর্যয় থেকে পরিত্রাণ পাওয়ার জন্য জেলা প্রশাসনের উদ্যোগে বিপর্যয় মোকাবিলা করার এক প্রশিক্ষণ শিবির অনুষ্ঠিত হলো কাকদ্বীপ ব্লকে। আয়লা, আম্ফান, ইয়াস, বুলবুল প্রতিবছর সুন্দরবনের ওপর দিয়ে বয়ে যায় একাধিক প্রাকৃতিক বিপর্যয়। এছাড়াও আছে জলোচ্ছ্বাস ও সাপে কামড়ানোর মতো ঘটনা। প্রকৃতির সঙ্গে লড়াই করে বেঁচে আছে এখানকার নদী এবং সমুদ্র তীরবর্তী এলাকার মানুষ গুলি। দুর্যোগের সময় তাদের ঠাঁই হয় ফ্লাড সেন্টারে। সম্প্রতি দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলা প্রশাসনের পক্ষ থেকে কাকদ্বীপ,নামখানা, সাগর, পাথরপ্রতিমা সহ মোট ১৩ টি ব্লকের প্রতিটি পঞ্চায়েতে বেশ কয়েকজন যুবক যুবতী স্কুল পড়ুয়াকে বিপর্যয় মোকাবিলার জন্য বিশেষ প্রশিক্ষণ দেওয়া হয়েছে। উদ্যোক্তারা জানান, প্রশিক্ষণ নিয়ে যুবক–যুবতীরা গ্রামে গিয়ে গ্রামবাসীদের প্রাকৃতিক দুর্যোগের পূর্বাভাসের বিষয়ে সতর্ক করতে পারবেন। দুর্যোগের ঘটনা ঘটে গেলে প্রয়োজনে উদ্ধারকার্যেও তারা সাহায্য করবেন। অন্য এলাকাবাসীকেও এই বিষয়ে সচেতন করবেন। অন্যদিকে, স্কুল পড়ুয়ারা বাড়িতে গিয়ে প্রাকৃতিক বিপর্যয় মোকাবিলার পদ্ধতি নিয়ে আলোচনা করবে। এই প্রশিক্ষণ শিবিরে উপস্থিত ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তরের আধিকারিক বামাপদ কুন্ডু, কাকদ্বীপ ব্লকের বিডিও দীপ্তেন্দু সরকার সহ অন্যান্য আধিকারিকেরা। দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার বিপর্যয় মোকাবিলা দপ্তর আধিকারিক বামাপদ কুন্ডু জানান, কাকদ্বীপ মহকুমা এলাকা সাইক্লোন প্রবণ, আগে থেকে মানুষকে প্রশিক্ষণ না দেওয়া থাকলে প্রাকৃতিক দুর্যোগের সময় নিজেদের রক্ষা করা অসম্ভব। বিশেষ করে ঘূর্ণিঝড় জলোচ্ছ্বাস সাপে কামড়ানো প্রশিক্ষণ দেওয়া হয় এদিন। বছরে দুবার এই প্রশিক্ষণ দেওয়া হবে।

জেলার ৬ পুর বোর্ডে নতুন মুখ

নিজস্ব প্রতিনিধি : ছটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানের নাম ঘোষণা করল তৃণমূল কংগ্রেস। পুরনো মুখে আশ্বাস রাখার পাশাপাশি তরুণদেরও জায়গা দেওয়া হয়েছে। অনেক নতুন মুখ পুরো বোর্ডের মাথায় জায়গা পেয়েছে। যাদবপুর —ডায়মন্ড হারবার তৃণমূল সাংগঠনিক জেলা সভাপতি শুভাশিস চক্রবর্তী চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নাম ঘোষণা করেছেন। দলীয় সূত্রে খবর পুনরায় বারুই পুর পুরসভার চেয়ারম্যান হয়েছেন শক্তি রায়চৌধুরী এবং ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাস। রাজপুর —সোনারপুর পুরসভার চেয়ারম্যান পদে ফের বসলেন ডাক্তার পল্লব দাস। একই পুর বোর্ডে নবনির্বাচিত পুর পিতা মোফাজ্জল হোসেন, (ভুলু) তাকে ভাইস চেয়ারম্যান পদের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। ডায়মন্ড হারবার পুরসভার চেয়ারম্যান হলেন প্রণব দাস। ভাইস চেয়ারম্যান হয়েছেন রাজশ্রী দাস। তিনি পুর বোর্ডে একদমই নতুন মুখ। অন্যদিকে বজবজ পুরসভার প্রাক্তন ভাইস চেয়ারম্যান গৌতম দাশগুপ্ত এবারও চেয়ারম্যান পদে বসলেন। ভাইস চেয়ারম্যান হলেন মোহম্মদ মনসুর। তিনিও সম্পূর্ণ নতুন মুখ। জয়নগর– মজিলপুর পুরসভার প্রাক্তন প্রশাসক সুকুমার হালদার পুনরায় চেয়ারম্যানের পদ পেয়েছেন। একই পুরসভার ভাইস চেয়ারম্যান হলেন জয়নগর–মজিলপুর টাউন তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতি রথীন মন্ডল।

খবরের জের

সুব্রত মন্ডল : আলিপুর বার্তায় গত সপ্তাহে অবৈধভাবে পুকুর ভরাট ও বিস্তার্সের ব্যবসার খবর প্রকাশিত হওয়ার পরই রাজপুর-সোনারপুর পুরসভার ইও রবীন্দ্রনাথ রায় তৎপরতার সঙ্গে প্রশাসনিকভাবে কাজ বন্ধ করে দিয়েছেন। দুটি ওয়ার্ড হল রাজপুর –সোনারপুর পুরসভার ১০ নম্বর ওয়ার্ড বাদামতলা, ১১ নম্বর ওয়ার্ড–এর বিবেকানন্দ পল্লী মোর। রবীন্দ্রনাথ বাবু বলেছেন পুরসভার বোর্ড গঠন হয়ে গেলেই আইনগত ভাবে যা ব্যবস্থা নেওয়ার আমরা নেব।

প্রসবের পরেই দিল মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : সন্তানের জন্ম দেওয়ার কয়েক ঘন্টার মধ্যেই ২০২২ বর্ষের মাধ্যমিকের অংক পরীক্ষা দিল কাকদ্বীপের এক ছাত্রী। সোমবার কাকদ্বীপের এক সরকারি হাসপাতাল থেকেই পরীক্ষা দিল সদ্য মা হওয়া মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। বছর দেড়েক আগে নাবালিকা ছাত্রীর বিয়ে দিয়ে দেন পরিবারের লোকজন। সম্প্রতি সে অন্তঃসত্ত্বা হয়ে পড়ে। তবে তার পরেও মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয় সে। অন্তঃসত্ত্বা অবস্থায় প্রথম পাঁচটি পরীক্ষা দিয়েছে সে। গত শনিবার জীবন বিজ্ঞান পরীক্ষা দিয়ে বাড়ি ফিরে অসুস্থ বোধ করে। রবিবার সন্ধ্যায় তাকে কাকদ্বীপের এক সরকারি হাসপাতালে ভর্তি করেন পরিবারের লোকজন। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ সেখানেই সন্তান প্রসব করে ওই পরীক্ষার্থী। পরীক্ষা দেওয়া বন্ধ থাক, কোনোভাবেই চায়নি সদ্য মা হওয়া ওই পরীক্ষার্থী। তাই সন্তান প্রসবের পরেই, হাসপাতাল কর্তৃপক্ষ জানায় সে পরীক্ষা দিতে চায়। তড়িঘড়ি হাসপাতালের তরফে ব্লক প্রশাসন এবং পুলিশের সঙ্গে যোগাযোগ করা হয়। প্রশাসনের সহযোগিতায় হাসপাতালের একটি ঘরে সদ্য মা হওয়া পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা নেওয়ার ব্যবস্থা করা হয়। হাসপাতালে সুপার বলেন, রবিবার সন্ধ্যায় প্রসব যন্ত্রণা নিয়ে ওই নাবালিকা হাসপাতালে ভর্তি হয়। সোমবার সকাল দশটা নাগাদ ছেলে সন্তানের জন্ম দেয়। তার কিছুক্ষণের মধ্যেই পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা প্রকাশ করে সদ্য মা হওয়া ওই মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। আমরা ব্লক প্রশাসনের সহযোগিতায় হাসপাতালেই ওই পরীক্ষার্থীর পরীক্ষার ব্যবস্থা করি। পরীক্ষা দিতে পেরে খুশি সদ্য মা হওয়া ওই নাবালিকা। সদ্য মা হওয়া নাবালিকার বাবার দাবি, নাবালিকার বিয়ে দেওয়া বেআইনি, তা তিনি জানতেন না। তাই লকডাউন চলাকালীন ভালো সম্বন্ধ আসায় মেয়ের বিয়ে দিয়ে দেন। তার কথায়,আমার আর্থিক পরিস্থিতি খারাপ। তাই বাধ্য হয়েই মেয়ের বিয়ে দিয়েছি। নাবালিকা বিয়ে দেওয়া বেআইনি জানলে দিতাম না। করণা পরিস্থিতিতে স্কুল ছুটের সংখ্যা বেড়েছে। মাধ্যমিক পরীক্ষায় বিভিন্ন স্কুলে অনেক ছাত্রছাত্রী অনুপস্থিত ছিল এবছর। বিভিন্ন স্কুল সূত্রে খবর, বিশেষ করে ছাত্রীদের অনুপস্থিতির সংখ্যাটাই বেশি। স্কুল কর্তৃপক্ষের আশঙ্কা, এদের প্রায় প্রত্যেকেরই বিয়ে হয়ে গিয়েছে। ফলে পড়াশোনা থেকে দূরে সরে গিয়েছে অনেকেই। কিছু ক্ষেত্রে শিক্ষকেরা পরিবারের সঙ্গে যোগাযোগ করেন। কিন্তু অনেক পরিবারেই জানিয়ে দেয়,মেয়ে পরীক্ষা দেবে না। সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে বিবাহিত এই নাবালিকার পরীক্ষা দেওয়ার ইচ্ছা দৃষ্টান্ত বলেই মনে করছেন শিক্ষক–শিক্ষিকারা।

মনের জোরে প্রতিবন্ধী দিল মাধ্যমিক

নিজস্ব প্রতিনিধি : তিন বছর বয়সে পোলিও রোগে আক্রান্ত হয়েছিল সে। ছোট বেলায় খুব বেশি বোঝা না গেলেও বয়স বাড়ার সঙ্গে সঙ্গে তাঁর শারীরিক

প্রতিবন্ধকতা প্রকট হয়ে ওঠে। ডান চোখে দেখতে না পাওয়া, মানসিক ভারসাম্য হারিয়ে ফেলার পাশাপাশি কথাবার্তা জড়িয়ে যাওয়ার ফলে ছেলের ভবিষ্যত নিয়ে দুশ্চিন্তায় পড়েন বাবা—মা সহ পরিবারের লোকজনেরা। কাকদ্বীপের পশ্চিম স্টিমারঘাট এলাকায় বাস বিশ্বাস পরিবারের। বছর তিনেক আগে পরিবারের প্রধান শুভজিতের বাবা দিলীপ বিশ্বাসের মৃত্যুর পর সংসারের হাল ধরতে পরিচারিকার কাজ শুরু করেন মা। ছোট থেকেই শুভজিতকে দেখভাল করতেন মা তপতী বিশ্বাস। বিভিন্ন জায়গায় ছেলের চিকিৎসা করেও কোনও লাভ হয়নি। তবে পড়াশুনার প্রতি মনোযোগ দেখে বছর এগারোর শুভজিতকে প্রথম স্কুলে নিয়ে যাওয়া শুরু করেছিলেন মা। পড়াশোনায় মনোযোগের পাশাপাশি শুভজিৎ মেধাবীও হয়ে ওঠে। একটার পর একটা ক্লাস উত্তীর্ণ হয়। পড়াশুনাতে আর কেউ শুভজিতকে আটকাতে পারেনি। কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন হাইস্কুলের ছাত্র বছর কুড়ির শুভজিত এবারের মাধ্যমিক পরীক্ষার্থী। প্রতিবন্ধকতাকে হার মানিয়ে আজ শুভজিৎ মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে।আপাতত পড়াশোনা চালিয়ে যাওয়ার ইচ্ছে রয়েছে তার। তিন ভাইবোনের মধ্যে শুভজিত মেজো। পরিবারের আয় খুব সামান্য। প্রত্যেকদিন বাড়ি থেকে শুভজিতকে নিয়ে পায়ে হেঁটে স্কুলে নিয়ে যেত তার মা। মায়ের শরীর খারাপ হলে মাঝে মধ্যে শুভজিতকে নিয়ে স্কুলে যাতায়াত করত সহপাঠীরাও। যাতায়াতে সমস্যা হলে স্কুলের হোস্টেলে থেকে যেত শুভজিত। স্কুলের শিক্ষক শিক্ষিকারাও শুভজিতের প্রতি বিশেষ যত্ন নেওয়ার ফলে মনের জোর বাড়তে থাকে শুভজিতের। পঞ্চম শ্রেণী থেকে শুভজিত কাকদ্বীপ শিশু শিক্ষায়তন স্কুলে পড়ছে। পড়াশুনায় মেধাবী। স্কুলের শিক্ষক—শিক্ষিকারাও তাকে সমস্তরকম সাহায্য করেছেন। পরীক্ষার সেন্টার পড়েছে অক্ষয়নগর কুমোরনারায়ণ মাধ্যমিক শিক্ষায়াতন হাইস্কুলে। বাড়ি থেকে সেন্টারের দূরত্ব মেরেকেটে প্রায় ৪ কিলোমিটার। এই দূরত্ব অতিক্রম করে পরীক্ষাকেন্দ্রে আসাও রীতিমত চ্যালেঞ্জ ছিল একশো শতাংশ প্রতিবন্ধী শুভজিতের। তবুও সমস্ত প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে শুধুমাত্র মনের জোরে মায়ের সঙ্গে এসে মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসেছে। শারীরিক প্রতিবন্ধকতার সঙ্গে লড়াইটাকে খুব সহজ করে নিয়ে রাইটার হিসেবে ছোট বোনকে সঙ্গে করে পরীক্ষা দিচ্ছে সে। কোনও প্রতিবন্ধকতা যে মানুষকে হার মানাতে দিতে পারে না, তা আজ মাধ্যমিক পরীক্ষা দিয়ে শুভজিৎ বুঝিয়ে দিল। মনের জোর থাকলে এবং পরিবার সহ আশেপাশের মানুষরা যদি পাশে থাকে, তাহলে হাজারো শুভজিৎ প্রতিবন্ধকতা কাটিয়ে উজ্জ্বল ভবিষ্যত করতে পারবে।

উত্তিষ্ঠিত জাগ্রত প্রাপ্য বরাণ নিবোধত

আলিপুর বার্তা

কলকাতা : ৫৬ বর্ষ, ২১ সংখ্যা, ১৯ মার্চ –২৫ মার্চ, ২০২২

নেতাজি নিয়ে কেন্দ্রের দ্বিচারিতা

আবারও কেন্দ্রীয় সরকার নেতাজির চরিত্র হনন নিয়ে সক্রিয় হল। মিথ্যাচারের এই পর্বে কেন্দ্রীয় সরকার সমস্ত রকমের ন্যায় অন্যায়কে তোয়াক্কা করেন নি। এ বছরই নেতাজি সুভাষ চন্দ্র বসুর ১২৫তম জন্মজয়ন্তী শেষ হয়েছে। গত বছর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে এক উচ্চ পর্যায়ের কমিটি তৈরি হয়েছিল। সেখানে নানা দলের রাজনৈতিক নেতা নেত্রীরা ছাড়াও অভিনেতা, অভিনেত্রী, খেলোয়াড়, দেশ বিদেশের লোকজনকে অন্তর্ভূক্ত করা হয়েছিল। নেতাজি কন্যা বলে কথিত জনৈকা বিদেশিনী অ্যানিটা পাফকে ওই কমিটির ৭ নম্বরে রাখা হয়েছিল। নিয়ম অনুযায়ী গত ২৩ জানুয়ারি সেই কমিটির কার্যকালের মেয়াদ শেষ হয়। বিদেশিনী অ্যানিটাকে কমিটির অন্তর্ভূক্ত করায় নেতাজি অনুরাগী ও বিভিন্ন গবেষক ক্ষোভ প্রকাশ করে প্রধানমন্ত্রীর দফতরে অভিযোগ জানান। এমনকি প্রধানমন্ত্রীর কমিটি থেকে অনিতার নাম সরানোর দাবিতে সামাজিক মাধ্যমে হ্যাশ ট্যাগ আন্দোলনও শুরু হয়। আশ্চর্যের বিষয় দেড় মাস আগে বাতিল হয়ে যাওয়া নেতাজি সংক্রান্ত প্রধানমন্ত্রীর হাই পাওয়ার কমিটি পুনর্গঠিত হলো এবং ১১ মার্চ ভারত সরকারের গেজেটে প্রকাশিত হয়। পুনর্গঠিত কমিটির প্যানেলে এই বিদেশিনীর স্থান হয়েছে ৬০ থেকে ৫৭ নম্বরে। রহস্য এখানেই। যেখানে প্রধানমন্ত্রী প্রকাশিত নেতাজি সংক্রান্ত গোপন ফাইলে প্রমাণিত হয়েছে বিদেশিনী অ্যানিটা পাফের সঙ্গে নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর আইনত এবং জিনগত কোনও ভাবেই সম্পর্কিত নয়। সেখানে এই নেতাজির বিবাহের গল্প সম্পূর্ণ বানানো যা বসু পরিবারের একাংশের সাহায্যে জওহরলাল ও বল্লভভাই প্যাটেল উদ্যোগ নিয়ে প্রচার করেছিলেন। উদ্দেশ্য ছিল, নেতাজির প্রত্যাবর্তন আটকানো এবং যুদ্ধ অপরাধী সুভাষচন্দ্রের আজাদ হিন্দ সরকারের সম্পত্তি আত্মসাৎ করা। বিবাহের দাবিদার পরিবারের একাংশেরও বিষয় সম্পত্তির রসায়ন নিহিত ছিল এমিলা–অ্যানিটার গল্পের মধ্যে। তাহলে কি দাবিদার বসু পরিবারের সদস্যদের অদৃশ্য সুতোর বাঁধনে প্রধানমন্ত্রীর দফতরের এই মিথ্যাচার? এই প্রশ্ন উঠবেই।

নেতাজি সুভাষচন্দ্র বসুর বিবাহের গল্প পল্লবিত হয় কংগ্রেস আমলে। গোপন নথিপত্র থেকে স্পষ্ট সে সময় নেতাজির বিরুদ্ধে অতীব ঘৃণ্য চক্রান্ত করা হয়েছিল বসু বাড়ির একাংশকে সঙ্গে নিয়ে। প্রথমে পুত্র পরে কন্যার গল্প আনা হয়। প্রকাশিত নেতাজি ফাইলে স্বরাষ্ট্র মন্ত্রক জানিয়েছিল নেতাজির তথাকথিত কোনও বিদেশিনীকে বিবাহ কিংবা তার কন্যা থাকার কথা সরকার জানে না। অথচ বসু বাড়ির জনৈক নেতাজির ভাইপো ও জওহরলাল গোপনে অর্থ পাঠাতেন বিদেশে ওই বিদেশিনীদের কাছে। ভারতবাসীকে সম্পূর্ণ অন্ধকারে রেখে ভারতীয়দের করের অর্থ কংগ্রেস আমলে ঘটেছে। অন্যদিকে বিজেপি সরকারের নেতারা মুখে কংগ্রেস মুক্ত ভারতের কথা বললেও কার্যত নেতাজির ব্যাপারে তারা কংগ্রেসের মিথ্যাচারকে শুধু প্রশ্রয় দিচ্ছেন না তাতে সরকারি শীলমোহরও লাগিয়ে দিয়েছে।

কেন্দ্রীয় সরকারের নেতাজিকে নিয়ে এই দ্বিচারিতা এক জাতীয় লজ্জা। একদিকে ইন্ডিয়া গেটে মূতদের স্ট্যাচু বসানো অন্যদিকে নেতাজির চরিত্র হননে সরকারী শিলমোহর দেওয়া আগামী দিনের ইতিহাস ক্ষমা করবে না। সরকার প্রকাশিত নেতাজি ফাইলকে অস্বীকার করে অনিতা বসু 'নেতাজি কন্যা' এই ধারায় হাই পাওয়ার কমিটিতে তাঁকে স্থান দেওয়া আর যাই হোক দেশপ্রেম কিংবা পরাক্রম কোনওটারই পরিচায়ক নয়।

শ্রীঈশোপনিষদ

মন্ত্র সতের

বায়ুরনিলমমৃতমথেদং ভস্মান্তং শরীরম্।
ওঁ ক্রতো স্মর কৃতং ক্রতো স্মর কৃতং স্মর।।১৭।।

অনুবাদ

এই অনিত্য শরীর ভস্মীভূত হোক এবং সমগ্র বায়ুর সঙ্গে প্রাণবায়ু মিলিত হোক। এখন হে ভগবান, কৃপা করে আমার সমস্ত উৎসর্গগুলি স্মরণ রাখবেন এবং যেহেতু আপনি হচ্ছেন পরম সুহৃদ, তাই কৃপা করে আপনার জন্য যা কিছু আমি করেছি সেই সমস্ত স্মরণ রাখবেন।

তাৎপর্য

এই অনিত্য জড় শরীর নিঃসন্দেহে এক বিজাতীয় পোষাক। ভগবদ্গীতায় (২/১৩, ১৮, ৩০) স্পষ্টভাবে বলা হয়েছে যে, জড় দেহের বিনাশের পর, জীব বিনাশ প্রাপ্ত হয় না, সে তার পরিচয় হারায় না। জীবের পরিচয় কখনই নিরাকার বা আকৃতিহীন নয়। পক্ষান্তরে, তার জড় পোশাকটি আকারহীন, এবং সেটি অবিনশ্বর ব্যক্তিটির রূপ অনুযায়ী একটি আকার গ্রহণ করে। মূলত কোন জীবই আকৃতিহীন নয়, যদিও অনেক স্বল্পবুদ্ধি সম্পন্ন ব্যক্তি ভুলবশত তা মনে করে। এই মন্ত্রে এই তাই প্রমাণিত হচ্ছে যে, জড় দেহের বিনাশ হওয়ার পরও জীবের অস্তিত্ব বর্তমান থাকে।

ফেসবুক বার্তা

" আজ আমাদের ন্যাড়াপোড়া,
কাল আমাদের দোল, পূর্ণিমাতে চাঁদ উঠেছে,
গৌড় হরি বোল। "

ছোটবেলার মজার স্মৃতি গুলো আজও সব সময় পিছু ডাকে !

MY মানে মোদী +যোগী

অমিতাভ সেন

শ্রীমৎ মৎস্যেন্দ্রনাথ–গোরক্ষনাথ ধারার সন্ন্যাসী অদ্বৈতনাথ প্রমাণ করলেন যে সনাতনী ধারার এক যোগীর পক্ষে অনেক কিছুই করা সম্ভব। থুড়ি এক নয় দুই। মোদীজিও রাজকোটে শ্রীরামকৃষ্ণ মিশনে গেছিলেন সন্ন্যাস আশ্রমে ব্রতী হতে। স্বামী আত্মস্থানন্দ মহারাজ তাঁকে সামাজিক সন্ন্যাসীতে পরিণত করলেন। গত শতকের ত্রিশ দশকে বিবেকানন্দ গুরুভ্রাতা গঙ্গধর মহারাজ (অখণ্ডানন্দ) উদাসীন মাধবরাও গোলওয়ালকরকে সামাজিক সন্ন্যাসী তৈরি করলেন, অসংখ্য বন্ধন মাঝে মহানন্দময় লভিব মুক্তির স্বাদ। শ্রীগুরুজী হলেন রাষ্ট্রীয় স্বয়ং সেবক সংঘ এর দ্বিতীয় সরসংঘচালক। নিজের জীবনকে ধূপের মতো পুড়িয়ে সমাজে সৌগন্ধ দেওয়া, সকল কলুষ তামসহর সমরসতা প্রবহমান করা, এই সকল কর্তৃত্বাভিমান শূন্য নিরলস কর্মযোগীদের পক্ষেই সম্ভব।

ভারতীয় জনতা পার্টি তার কার্যকরী ডেভেলপমেন্ট ওয়েলফেয়ার প্লাটফর্ম এর মাধ্যমে চার রাজ্যে চালু সরকারকে নিরবচ্ছিন্ন দ্বিতীয় পাঁচ বছরের জন্য শুধু ধরে রেখেছে নয়; আসনসংখ্যা শতকরা প্রাপ্ত ভোটের সংখ্যা বাড়াতে পেরেছে। এবার ভোট হয়েছে প্রো ইনকামবানসী। উঃ প্রদেশে ১৯৫২ সাল থেকে এই প্রথম, যে একজন মুখ্যমন্ত্রী (যোগীজি) পাঁচ বছর সরকার পরিচালনা করার পর দ্বিতীয় পাঁচ বছরের জন্য একই পদে বৃত হলেন। বিরোধী পক্ষ ভেবেছিল অ্যান্টি ইনকামবেন্সি ফ্যাক্টরস–এর বেনিফিট হিসাবে বেড়ালের ভাগ্যে শিকে ছিঁড়বে, কিন্তু ইচ্ছাপূরণ ঠাকুরানী সেই পথে হাঁটলেন না। করোনা কালে কেন্দ্রীয় সরকার ৮০ কোটি দেশবাসীকে পর্যাপ্ত পরিমাণ চাল–গম–চানা দিয়েছে। বিজেপি শাসিত প্রতিটি রাজ্য তার সঙ্গে সরষের তেলে, চিনি সাবান ইত্যাদি নিত্য প্রয়োজনীয় খাদ্য বস্তু জুড়ে দিয়েছে। পঃ বঙ্গে তৃণমূলীরা চালের বস্তায় নেত্রীর ছবি ছাপিয়ে দিদির কীর্তি খাদ্যসাথী বলে চালিয়ে ভাবের ঘরে চুরির চেষ্টা করেছে। শুধু ভাবের ঘরে কেন খাবারের ঘরেও চুরি চলেছে। এই চাল থেকে বিশাল গামলায় (মাটির) তৈরি হচ্ছে চোলাই মদ। তার থেকে দুয়ারে পাউচ (২২ টাকার, পঃবঃ সরকারের একমাত্র সোর্স অফ ইনকাম)। মাটির পাতনায় চোলাইএর উগ্র গন্ধ বনের হাতিকে টেনে আনছে। আজকাল কেন্দ্রীয় পরিবেশ দফতর এবং সেনাবাহিনী নিবিড় বনসৃজন করে যাচ্ছে। একজন উচ্চপদস্থ বনকর্তা এবং হস্তী বিশারদ মন্তব্য করেছিলেন, বনের মধ্যে হাতির খাদ্যের অভাব হওয়ার কথা নয়। কিন্তু বন সংলগ্ন গ্রাম থেকে বেরিয়ে আসা চোলাইয়ের উগ্র সুবাস হাতিকে বড়ো উতলা করে। তাই হাতি বন ছেড়ে গ্রামে হানা দেয়। এইসব ঘটনা অধিকাংশ পঃ বঙ্গেই ঘটে।

পঃ বঙ্গ ছাড়া সকল প্রদেশের কৃষক কেন্দ্রীয় সরকার এর কিষাণ সম্মান নিধির তিন কিস্তি মোট ছয় হাজার টাকা প্রতিবছর পায়। বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলি সঙ্গে আরেক কিস্তি সহায়তা রাশি দেয়। প্রান্তিক চাষিদের নাম ও ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্টের হদিশ পঃ বঃ সরকার কেন্দ্রকে পাঠায় নি, বরঞ্চ দাবি জানিয়েছে যে নির্ধারিত রাশি কলকাতায় পাঠানো হোক, যা করার নবান্নই করবে। শালুক চিনেছে ভালুক ঠাকুর। ন্যাড়া বেলতলাতে কবার যায়? আয়ুষ্মান ভারত প্রকল্পের পাঁচ লাখ টাকা, জন ঔষধি কেন্দ্র বঙ্গবাসীদের কাছে স্বপ্ন মাত্র। এর সঙ্গে রয়েছে প্রধানমন্ত্রী আবাস যোজনা, উজ্জ্বলা যোজনা, ইজ্জত ঘর, পেনসন প্রভৃতি উন্নয়নমূলক প্রোগ্রাম বিজেপি শাসিত রাজ্যগুলিতে এক শ্রেণির নাগরিকের স্থান নির্দেশ করেছে লাভার্থী পরিচয়ে। মূক যারা দুঃখে সুখে/নত শির স্তব্ধ যারা বিশ্বের সম্মুখে (রবীন্দ্রনাথ) তাদের কাছে রাষ্ট্রবাদী সনাতনী নেতৃত্ব যেন নেমেছে ধূলার পরে হীন পতিতের ভগবান। জাতপাত, টিকায়েৎ এবং তথাকথিত কৃষি আন্দোলন, আজম খান আতিক মহম্মদ এসব পাত্তা না দিয়ে বুলডোজার বাবার প্রতি অকৃত্রিম সমর্থন বিজেপিকে আর চারটি রাজ্যে এত বিপুল প্রতিষ্ঠা দিয়েছে। পরিবারবাদী বিরোধী পক্ষ এই অতল জলের আহ্বান বুঝতেই পারেনি। নেতা ছোট বড়ো যাই হোক তাদের তালমেল মানেই নির্বাচকদের সম্মিলন নয়। কোন প্রশাসন উন্নয়নের পক্ষে, মানুষের স্বার্থে কাজ করার ইচ্ছা রাখে সাধারণ তা বোঝে। মানুষকে ভুল বোঝানো আজ কঠিন।

প্রায় ৩৫ বছর আগে AC–II Tyre এ চেপে দিল্লি থেকে কলকাতা আসছিলাম। আমার কূপে একজন বিহারী মুসলমান ভদ্রলোক ছিলেন। তিনি লালুপ্রসাদের গুণগ্রাহী। লালুর তখন সেকেন্ড টার্ম চলছে। আলোচনা প্রসঙ্গে তিনি জানালেন : সাংবাদিকরা একবার লালুকে প্রশ্ন করেছিলেন– আপ কিতনী সাল চুনাও জিততে রহেঙ্গে? লালুর সাফ জবাব জিতনা দিন MY কা

আশীর্বাদ রহেগা। লালু–মুলায়ম জানে হিন্দু সমাজকে জাত পাত এর নিরিখে খণ্ড বিচ্ছিন্ন করা যায়। মুসলমানরা একাট্ঠা হয়েই ভোট দেয়। এর ফায়দা ধান্দাবাজরা নেয়। শাইলকের মতো পাউন্ড অফ ফ্লেশ দাবী করে। প্রশাসন দুর্নীতির পঙ্কে ডুবে যায়। বিহার ও উত্তরপ্রদেশ এই পাপচক্রের যন্ত্রণায় দীর্ঘদিন ভুগেছে। মোদীজি মুখ্যমন্ত্রী থাকাকালীন সাড়ে ছয় কোটি গুজরাতির সেবা করে এসেছেন। প্রধান সেবক পদে বৃত হবার পর তোষণবাদ ভেদভাব প্রশাসনে কোনও প্রভাব ফেলতে পারেনি। এই প্রসঙ্গটা একটা টিভি টক শো–এ বিজেপি নেতা নকভি এবং বিহারের শাহনওয়াজ খান আলোচনা করেছিলেন। সরকারী পরিষেবা, কিষাণ নিধি কোনও হেরাফিরি বঞ্চনা মুসলমানদের ওপর হয়েছে কি? উত্তর না। ছেলেমেয়েদের স্কলারশিপ, বিজনেস লোন সব পাওয়া গেছে তো। উত্তর হ্যাঁ। তাহলে ২২ সালের ভোট কমল চিহ্নে পড়বে তো? নেহী ভোট হম কৌম কা আদমী কোঁহী দেঙ্গে। স্বামী রামদেব এর মতে একথা সকল ক্ষেত্রে সত্য নয়। শিয়া সম্প্রদায় বরাবরই রাষ্ট্রবাদী দেশপ্রেমিক মানুষের সংগঠনা বাকি অংশে শিক্ষার প্রভাব যতো বাড়বে, মোল্লা–মোতালেবদের দাপট ততো কমবে।

এবারও অবাক করেছে মহিলা ভোটারদের যোগদান। তিনি তালাক প্রথার অবলুপ্তি মুসলমান কন্যাদের চরম অভিশাপ, চূড়ান্ত অপমানের হাত থেকে বাঁচিয়েছে। একা উঃ প্রদেশে ৪৩ লক্ষ আবাস বিতরণ হয়েছে, আর সব রেজিস্ট্রেশন হয়েছে পরিবারের গিন্নির নামে। এর এক প্রতিক্রিয়া পড়তে বাধ্য এবং পড়েছেও। যে সকল কনস্টিটিউয়েন্সীতে মহিলা ভোটার্সদের টার্ন ওভার বেড়েছে সকল স্থানে বিজেপি জিতেছে। অপরদিকে এসপিও অনেক সিট বাড়িয়েছে। এর পেছনে সুন্নী মুসলমান ভোট তো আছেই, তার সঙ্গে যাদব সম্প্রদায়ের এক অংশও রয়েছে। রাম মন্দির প্রতিষ্ঠা, কাশী বিশ্বনাথ, মথুরায় শ্রীকৃষ্ণ জন্মস্থলীর কায়াকল্প হওয়া সত্ত্বেও তারা বিজেপির পক্ষে আসেনি। যাদব সম্প্রদায়ের এক অংশের বিমুখতার পেছনে অন্য আরেকটা কারণ আছে। গত পাঁচ বছরে আনঅথরাইজড স্লটার হাউস সব বন্ধ করা হয়েছে। দুধ দেওয়া বন্ধ করেছে এমন গোরু এবং বলদ এই জায়গায় সাপ্লাই থেকে কিছু ইনকাম হোত। সেটা বন্ধ হয়েছে। বিশেষজ্ঞরা বলেন দুধ হচ্ছে উপজাত, মেন প্রোডাক্ট প্রসাব আর গোবর যা অর্গানিক চাষের মূল উপাদান। প্রধানমন্ত্রী এই সকল প্রাণীকে সংরক্ষণের একটা স্কিম ঘোষণা করেছেন যাতে এই ছাড়া গোরু কৃষি ফসলের বিশেষ ক্ষতি করতে না পারে।'' আজমগড়, কৈরানা প্রভৃতি সিট থেকে সপার মুসলমান প্রার্থীরা জেলবন্দী থেকেও, মানুষের কোনও কাজে না লেগেও জিতেছে। এটা বলা হয় যে উঃ প্রদেশে ১৪৩টি আসন আছে যেখানে মুসলমান ভোট হচ্ছে ডিসাইডিং ফ্যাক্টর। ৭০টি আসনে মুসলমান ভোট ২০–২৫%, বাকি ৭৩ আসনে আমলে ৩০%। এই অধিকাংশ আসনই পশ্চিম উত্তরপ্রদেশ। এখানে অধিকাংশ আসনেই সপার মুসলমান প্রার্থীরা জিতেছে। কিন্তু সব নয়, কারণ সপার মোট স্কোর ১২৫। এই সকল আসনে বিএসপি এবং এআইএম মুসলমান প্রার্থী দিয়েছিল। কিন্তু এদের প্রাপ্ত ভোট এতোটা নয় যাতে এদের স্পয়েলার বলা যাবে। বিজেপি একটাও মুসলমান প্রার্থী নামায় নি। তা সত্ত্বেও দেওবন্ধ, শামলী প্রভৃতি আসন যেখানে মুসলমান ভোটার ৪১% সেখানেও বিজেপি জিতেছে। এর মূল কারণ হিন্দু ভোট সংহত হয়েছে। ওবিসি ও দলিত ভোট এসপির সাইকেল পাংচার করে লখিমপুর খিড়ির মতো বহু আসন দিয়েছে বিজেপির ঝুলিতে। উন্নাও, হাতরাস, টুকরে টুকরে গ্যাং, এমএসপি কিষান আন্দোলনের শোবিজ, হিজাব সে এতকিছু করেও বামপন্থী প্রার্থীদের পাঁচটি রাজ্যে সম্মিলিত ভোট ০.০৩%, হায় হায় জর্জ সোরস ধনকুবেরের এক লক্ষ কোটি টাকা গঙ্গায়াং গচ্ছ হলো।

পঞ্জাবে বিজেপি এতাবৎ ছিল ছোট পার্টনার, কখনও ২০টার বেশি আসন পায়নি, ৪টার বেশি আসনে জেতেনি। বড়ো ভাই আকালী দলের দুর্নীতি, ড্রাগ মাফিয়া, গিরির ভৎসনা বিজেপিকে সইতে হয়েছে। প্রকাশ সিং বাদল, ক্যাপ্টেন অমরিন্দর, সিন্ধু প্রভৃতি শাসকদের হাত থেকে মুক্তি চাইছিল পঞ্জাবের মানুষ। তার সঙ্গে মুফৎখোরীর মরিচিকা তো আছেই, কারণ দিল্লি নিবাসীদের ৬০% পঞ্জাবী। অবশ্য মুফৎখোরীতে দিল্লির একটা সুযোগ আছে ন্যাশনাল ক্যাপিটাল রিজিয়ন–এ ৮০% খরচ কেন্দ্রীয় সরকারের। সে খরচ রাজ্য সরকারকে বইতে হয়না কিন্তু পঞ্জাবে এটা চলবে না। কেজরীবাল ঘোষণা করেছে ১ বছরের উর্ধ্বে প্রতিটি মেয়েকে এক হাজার টাকা করে পেনশন দেবে। এতে প্রতি মাসে ১২০০০ কোটি টাকা খরচ হবে। অন্যদিকে জিএসটি খাতে পঞ্জাবের মাসিক আয় ১৫০০০ কোটি টাকা। অর্থাৎ এখানেও একটা লক্ষ্মীর ঝাঁপি। দেখা যাক।

মহুয়া মৈত্র একটা টিভি সাক্ষাৎকারে একটা সত্য কথা বলেছে যা টিএমসি–র জীয়নকাঠি : আমরা গোয়ায় হিন্দু ভোট ভাগ করতে গেছিলাম। গোয়ার নির্বাচক মণ্ডলী মুখতৌড় জবাব দিয়েছে, মোট ২০টি আসন বিজেপিকে দিয়েছে, যা আগের টার্মের চেয়েও বেশি। এ ঘটনা উত্তরাখণ্ড, মণিপুরেও ঘটেছে। গত ৭০ বছর ধান্দাবাজ রাজনৈতিক দলগুলো হিন্দু সমাজকে Taken as granted, হিন্দু দর্শনের আভ্যন্তরীণ শক্তি এবার ব্রহ্মকমলের মতো ফুটে উঠেছে। সাধু সন্তরা বলেন হীনং দূষয়তি যঃ স হিন্দু, সর্ব খর্বতারে দহে যে শক্তি সেই হিন্দুত্ব। এই দর্শন কখনও অলীক বেহস্তএর খোয়াব দেখায় না। হিন্দুজীবন চর্যার মূলমন্ত্র সত্যম বদ, ধর্মম আচর, মা মা হিংসী। সত্য কথা বলো, ধর্মপথে থাকো, কাহাকেও হিংসা করিও না। মা গৃধঃ লোভ করিও না। সত্য রক্ষা আক্ষরিক অর্থেও করতে হয়। এই রকম আদর্শ রক্ষার উদাহরণ ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবনীতে আছে। একবার ঠাকুর বলরাম বসুকে বলে রেখেছিলেন গিরীশের বাড়ি থেকে ফেরার পথে তোমার বাড়ি হয়ে আসবো। পরে কীর্তনানন্দে মেতে থাকায় ভুলে গিয়েছেন। গভীর রাতে দক্ষিণেশ্বরে শয্যা গ্রহণ করার সময় হঠাৎ বলরামের কথা মনে পড়েছে। রাণী রাসমণির ছোট জামাইকে ডেকে, ছোটবাবু একটা জুড়িগাড়ির ব্যবস্থা করে দাও, তা না হলে আমার সত্য রক্ষে হবে না! যাক গাড়ির ব্যবস্থা হলো। ঠাকুর দক্ষিণেশ্বর থেকে বাগবাজারে এলেন। কিন্তু নিশুতি রাত, দোরতাড়া দিয়ে সিং দরোজার দারোয়ান শুয়ে পড়েছে কড়া নেড়ে, দরোজায় ধাক্কা দিয়ে ঠাকুর তাকে তুললেন– হায় রাম, প্রভু ইতনা রাত মে? ঠাকুর বলরাম বসুর ভিটেয় ঢুকলেন। মাটিতে তিনবার পা ঠুকে বললেন– এই এনু, এই এনু, এই এনু। তারপর চৌকাঠ ডিঙিয়ে– এই গেনু। এ এক অনুপম আদর্শ! মোরা সত্যের পরে মন, আজি করিব সমর্পণ, জয় জয় সত্যের জয়।

লেখক কলিকাতা হাইকোর্টের অ্যাডভোকেট।

গোপাল কালাকৃষ্ণ দাস

শ্রীপাট আকাইহাট, কাটোয়া, বর্ধমান

নির্মল গোস্বামী

নবদ্বীপবাসীকে চোখের জলে ভাসিয়ে গৌরা রায় সন্ন্যাস গ্রহণ করলেন। সেটা ১৪৩১ শকাব্দ। মাঘ মাসের শুক্লপক্ষে। সন্ন্যাস গ্রহণের পর কেশব ভারতীর সঙ্গে এক রাত্রি পরমার্থালোচনায় কাটালেন। নিত্যানন্দ মহাপ্রভুকে বৃন্দাবনে নিয়ে যাবার নাম করে তিন দিন বিভিন্ন স্থানে ঘুরিয়ে অবশেষে শান্তিপুরে অদ্বৈত্য আচার্যের গৃহে এনে তুললেন। ভাবে বিভোর চৈতন্য ভারতী এতক্ষণে বুঝলেন যে নিতাই তাকে ঠকিয়েছে। যাই হোক মহাপ্রভুকে অদ্বৈত্যের তত্ত্বাবধানে রেখে নিত্যানন্দ শচীমাতাকে আনতে গেলেন। সন্ন্যাস গ্রহণের পর মাতা–পুত্রের মিলন হল অদ্বৈত্য গৃহে। তিনদিন অদ্বৈত্য গৃহে আনন্দের হাট বসল। এর মধ্যে শচীমাতার অনুমোদন ক্রমে স্থির হল যে বৃন্দাবনে নয় চৈতন্য প্রভু শ্রীক্ষেত্রে জগন্নাথ ধামে থাকবেন। নিত্যানন্দ সহ আরও গৌর ভক্তবৃন্দ পরিবৃত হয়ে মহাপ্রভু পুরীতে এলেন। পুরীতে রাজগুরু কাশী মিশ্রের বাগান বাড়িতে মহাপ্রভুর থাকার ব্যবস্থা হল। সমুদ্র স্নান, জগন্নাথ দর্শন আর নাম সংকীর্তন করে কিছুদিন অতিবাহিত করলেন চৈতন্যদেব। একদিন প্রভু মনস্থির করলেন দক্ষিণ দেশে গিয়ে তীর্থে তীর্থে ভ্রমণ করবেন। একথা প্রকাশ হতেই পুরীর ও গৌর ভক্তজনের মন খারাপের পালা শুরু হল। প্রভু নিত্যানন্দ ভাবলেন তিনি সঙ্গে যাবেন। কারণ, বিদেশ ভ্রমণের অভিজ্ঞতায় তিনি ঋদ্ধ। নিমাই কাউকে সঙ্গে নিতে চাইলেন না। তিনি বললেন ভকত দিন তীর্থে আমি ভ্রমিব একলে? নিত্যানন্দকে মহাপ্রভু সঙ্গে নিতে চাইলেন না। তখন কালা কৃষ্ণদাসকে নিয়ে এলেন মহাপ্রভুর কাছে, আর বললেন আমাকে সাথে নেবে না এই তোমার অভিপ্রায়। কিন্তু এক নিবেদন করো আরবার। বিচার করিয়া তাহা কর অঙ্গীকার।

কৌপিন বহির্বাস আর জল পাত্র। আর কিছু সঙ্গে নাহি যাবে এই মাত্র। তোমার দুই হস্ত বদ্ধ নাম গানে। জলপাত্র বহির্বাস বহিবে কেমনে? প্রেমাবশে পথে তুমি হবে অচেতন। এসব সামগ্রী তোমার কে করে রক্ষণ? কৃষ্ণদাস নাম এই সরল ব্রাহ্মণ, ইহাকে সঙ্গে করি লহ ধর নিবেদন।

পর্ব–১০

জলপাত্র, বস্ত্র বহি তোমা সঙ্গে যাবে। যে তোমার ইচ্ছা কর, কিছু না বলিবে।'' (শ্রীচৈতন্যচরিতামৃত)। নিত্যানন্দের এই কথা মহা প্রভু মেনে নিয়ে কৃষ্ণদাসকে সঙ্গী করে দক্ষিণ দেশের পথে বের হলেন। আর আমরাও গোপাল কৃষ্ণদাসের সাক্ষাৎ পেলাম।

এই কালা কৃষ্ণদাস নিত্যানন্দের মন্ত্রশিষ্য। শ্রীকৃষ্ণ দাস কবিরাজের লেখায় পাওয়া 'রাঢ়দেশে জন্ম কৃষ্ণদাস দ্বিজবর/শ্রী নিত্যানন্দ তিঁহ পরম কিংকর। কালা কৃষ্ণ দাস বড় বৈষ্ণব প্রধান। নিত্যানন্দ বিনা নাহি জানে আন।' এই কালা কৃষ্ণদাসের সঙ্গে কবে কোথায় নিত্যানন্দের মিলন হয়েছিল তার ইতিহাস অজানা। তবে তিনি ছিলেন নিত্যানন্দ অন্ত প্রাণ। এবং নিত্যানন্দ প্রভুও কালা কৃষ্ণদাসকে নির্ভরযোগ্য বলে মনে করতেন। তাই তো তিনি মহাপ্রভুর সঙ্গে কালা কৃষ্ণদাসকে পাঠিয়ে দিলেন। যে কোন চৈতন্য ভক্তের কাছে এ পরম ও চরম পাওয়া। একমাত্র কালা কৃষ্ণদাসই নিত্যানন্দের কৃপায় সেই সৌভাগ্যের অধিকারী হয়েছিলেন।

কালা কৃষ্ণদাসের জন্ম হয় ১৪০০ সালের প্রথম দিকে। বর্ধমান জেলার আকাইহাটে ছিল তাঁর পিতৃপুরুষদের ভদ্রাসন। বর্তমানে নবদ্বীপ দাঁইহাটে কাটোয়া রোডের ধারে। তিনি শতায়ু ছিলেন। কারণ ১৫০৪ শকে খেতুরীর বৈষ্ণব সঙ্গীতিতে তাঁর উপস্থিতি লক্ষ্য করা যায়। সেখানে উপস্থিত চৈতন্য অনুগামীর গোষ্ঠীর তালিকায় তার নাম পাওয়া যায়। 'আকাই হাটে কৃষ্ণদাস, সঙ্গীসহ/ভুঞ্জে নিজ বাসায়, সে আনন্দ বিগ্রহ।'

কালা কৃষ্ণদাসের 'কালা' শব্দটা এসেছে কালিয়া শব্দ থেকে। যার মানে হল কালো রং। কারণ বৃন্দাবন দাস ঠাকুর মহাশয় লিখছেন, 'প্রসিদ্ধ কালিয়া কৃষ্ণদাস ত্রিভুবনে/গৌরচন্দ্র লভ্য হয় যাঁহার স্মরণে।'

বর্ধমানের আকাই হাট নদিয়া–নবদ্বীপের খুব কাছেই। সুতরাং কৃষ্ণদাসের গৌর নিতাই সঙ্গ লাভ করা মোটেই কষ্টসাধ্য ছিল না। মহাপ্রভু কাটোয়া কেশব ভারতীর কাছে সন্ন্যাস গ্রহণের পরে চারিদিকে হৈচৈ পড়ে গলে নিশ্চয়ই কালা কৃষ্ণদাসও সেই সময় মহাপ্রভুর সাক্ষাৎ লাভ করেছিলেন। আকাই হাটের নিকটেই শীতলা গ্রাম। সেখানে নিত্যানন্দ সেনানী ধনঞ্জয় পণ্ডিত সারা রাঢ়বঙ্গকে প্রেমের জোয়ারে ভাসিয়ে চলেছেন। নিত্যানন্দের মানবধর্ম ধনঞ্জয় পণ্ডিত যখন মানুষের ঘরে ঘরে পৌঁছে দিচ্ছেন তখন কোনও একদিন হয়তো বা কালা কৃষ্ণদাসের দরজায় কড়া নাড়া দিয়ে থাকবেন। আর তার মাধ্যমেই কালা কৃষ্ণদাস নিতাই চাঁদের কৃপা লাভ করে থাকতে পারেন।

মহাপ্রভুর সঙ্গে দক্ষিণ দেশে ভ্রমণের সময় একটি দুর্ঘটনা ঘটে কালা কৃষ্ণদাসের জীবনে। তৎকালীন মালাবার দেশে বসবাসকারী নম্বুদ্রি ব্রাহ্মণদের পুরোহিত ছিলেন ভট্টআরি গণ সম্প্রদায়। এঁরা মারণ, উচাটন, বশীকরণ প্রভৃতি বিদ্যায় পারদর্শী ছিলেন। কালা কৃষ্ণদাসের অত্যধিক সরলতা নির্বুদ্ধিতায় পরিণত হয়েছিল। যে কোনও ভাবেই হোক কৃষ্ণদাস এই ভট্টমারি– যা ভুটমারিদের খপ্পরে পড়ে তাদের বাড়িতে গিয়ে ওঠেন। এদিকে মহাপ্রভুর মহাভাব কেটে গেলে দেখেন যে কালা কৃষ্ণদাস কাছেপিঠে কোথাও নেই। মহাপ্রভু চিন্তিত হয়ে পড়লেন। পরে জানতে পেরে তিনি ভট্টমারিদের বাড়ি গিয়ে কালা কৃষ্ণদাসকে ফিরিয়ে আনেন। দাক্ষিণাত্য ভ্রমণ শেষে শ্রীক্ষেত্রে ফিরে মহাপ্রভু সকল ভক্তগণের সমীপে কৃষ্ণদাসের অধঃপতনের কথা বললেন। কৃষ্ণদাসের কান্না, ক্ষমা চাওয়া প্রভু মন গলাতে পারল না। আর একেবারে কালা কৃষ্ণদাসকে ত্যাগ করতেও পারলেন না। কারণ বৃন্দাবনলীলা শ্রীকৃষ্ণের নর্ম সহচরদের অন্যতম ছিলেন 'লবঙ্গ'। এই লবঙ্গ এবার নদিয়া লীলায় এসেছেন কালা কৃষ্ণদাস হয়ে।

মহাপ্রভু কালা কৃষ্ণদাসকে অবশেষে পাঠালেন নবদ্বীপে। মায়ের কাছে গিয়ে দক্ষিণ দেশ ভ্রমণের বৃত্তান্তের সমাচার দিতে। কৃষ্ণদাস ধন্য হয়ে নবদ্বীপে এলেন। গুরুর আদেশ স্বয়ংসম্পূর্ণ করে তিনি জীবসেবার মন্ত্রে নিজেকে বিলিয়ে দিলেন। আর দ্বিতীয়বার তার মতীভ্রম লক্ষিত হয় না। তিনি সবার ঘরে ঘরে গিয়ে অবাঞ্ছিত পতিত জনদের বুকে টেনে নিলেন।

পানিহাটির দণ্ড মহোৎসবের সময় কিন্তু কালা কৃষ্ণদাস উপস্থিত ছিলেন না। তিনি তখন নাম প্রচারে দেশে দেশে ঘুরে বেড়াচ্ছিলেন। ঘুরতে ঘুরতে এক সময় তিনি উত্তরবঙ্গের পাবনা জেলার সোনাতোলা গ্রামে হাজির হন। এখানে তিনি বিবাহ করেন। শ্বশুর বাড়ি ভাদুটি মথুরাপুরে। এখানে তাঁর প্রথম সন্তান মোহন দাসের জন্ম হয়। সন্তানকে শ্বশুড় বাড়ি রেখে স্ত্রীকে নিয়ে তিনি বৃন্দাবনে কিছুদিন বসবাস করেন এবং দ্বিতীয় সন্তান গৌরাঙ্গ দসের জন্ম হয়। পরে গৌরাঙ্গদাসকে কালাচাঁদ মূর্তি দিয়ে সোনাদোলায় পাঠান। আর পূর্ব প্রতিষ্ঠিত রাধাবল্লভের সেবা নিয়ে অকাই হাটে রইলেন বড় ছেলে মোহনদাস। কালাকৃষ্ণ দাস আকাই হাটে দেহত্যাগ করেন। এখানে তাঁর সমাধি আছে। মোহনদাসের বংশধরের কেউ কালা কৃষ্ণদাস সেবিত গোপাল ও রাধাবল্লভ মূর্তিকে কুতুই গ্রামে নিয়ে গিয়ে প্রতিষ্ঠা করেন।

মাধ্যমিক দেওয়ায় আসিড হামলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : ডিজিট্যাল যুগে দাড়িয়েও বর্বরোচিত ঘটনার সাক্ষী থাকলো নলহাটি শহর। মাধ্যমিক পরীক্ষা দেওয়ায় স্ত্রীর উপর অ্যাসিড আক্রমণ করলো স্বামী। আক্রান্ত স্ত্রীর নাম হীরা মনি। বাড়ি নলহাটি থানার গোপালপুর গ্রামে। পরিবার সূত্রে জানা যায় মেয়ের বিয়ে হয়েছিল বছর তিনেক আগে। তাদের একটি তিনমাসের ছোট বাচ্চাও আছে। স্বামীর নাম রাজেশ শেখ। বাড়ি নলহাটি থানার সরধা গ্রামে। স্বামী মুম্বইয়ে কাজ করত। হীরা মনি মাধ্যমিক পরিক্ষার্থী ছিলেন। কিছুদিন আগে রাজেশ শেখ বাড়ি ফিরেছে। বাপের বাড়িতে ছিলো হীরা মনি। রাজেশ চাইত না তার স্ত্রী মাধ্যমিক পরীক্ষায় বসুক। তাছাড়া তাদের মধ্যে সংসারিক অশান্তি ছিল অনেকদিন থেকে বলে মেয়ের বাবা রুহুল আমিন জানান। মঙ্গলবার হীরা মনির মাধ্যমিক পরীক্ষার শেষ দিনে স্কুল ঢোকার আগে তার স্বামী আসিড ছুড়ে মারে। ঘটনায় আক্রান্ত হয় হীরা মনি। মুখ ও শরীরের অনেকাংশ পুড়ে যায়। ঘটনাস্থল থেকে অভিযুক্ত রাজেশ শেখকে গ্রেপ্তার করেছে নলহাটি থানার পুলিশ। হীরা মনিকে প্রথমে নলহাটি স্বাস্থ্যকেন্দ্র পরে আশঙ্কাজনক অবস্থায় রামপুরহাট মহকুমা হাসপাতালে ভর্তি করা হয়। বুধবার অভিযুক্ত রাজেশকে রামপুরহাট আদালতে তোলা হয়।

দুই দুষ্কৃতী গ্রেফতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : খড়িমাটি দেওয়ার নামে গত ২ মার্চ লক্ষাধিক টাকা,মোবাইল ছিনতাইয়ের ঘটনায় সোতশাল থেকে ইকবাল ওরফে টিশন শেখ এবং বাবলু শেখ নামে দুই দুষ্কৃতীকে গ্রেফতার করলো রামপুরহাট থানার পুলিশ। ছিনতাই হওয়া টাকা,মোবাইল উদ্ধার করেছে পুলিশ। মহম্মদবাজার এলাকায় একটি খুনের মামলায় অভিযুক্ত টিশন। সোমবার রামপুরহাট আদালতে তোলা হলে ধৃতদের সাতদিনের পুলিশ হেফাজতের নির্দেশ দেন মহামান্য বিচারক।

বিজেপির মিটিংয়ে বচসা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রামপুরহাট কামারপট্টি কার্যালয়ে জেলা বিজেপি মণ্ডল কমিটি সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মণ্ডলের সঙ্গে মণ্ডল কমিটির একাংশের বচসা ধাক্কাধাক্কি হয়। মঙ্গলবার সন্ধ্যায় বিজেপি মণ্ডল সভাপতি নিয়ে একটা মিটিং হয় রামপুরহাট বিজেপি কার্যালয়ে। এই মিটিং-এ কিছু মণ্ডলকমিটি সদস্য এইবারের পুরনির্বাচনে ওয়ার্ডের প্রার্থী নির্বাচন নিয়ে জেলা বিজেপি মণ্ডল কমিটি সাধারণ সম্পাদক শান্তনু মণ্ডলকে প্রশ্ন করলে শান্তনু মণ্ডল প্রাক্তন মণ্ডল শহর সহসভাপতি বাসুকিনাথ সাউ কে মিটিং ছেড়ে বেরিয়ে যেতে বলায় সদস্যদের একাংশ শান্তনু মণ্ডলের দিকে এগিয়ে যায় তখন দুইপক্ষের মধ্যে বচসা থেকে হাতাহাতি হয়। বচসা হাতাহাতির কথা অস্বীকার করেন শান্তনু মণ্ডল।

ভেষজ আবির কুসুমিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : পশ্চিমবঙ্গ বিজ্ঞানমঞ্চের বিশিষ্ট প্রযুক্তিবিজ্ঞান বিভিন্ন ফুল, ফল বীজ ও গাছের ছাল এবং সবজি থেকে রং বের করে তা পরিবেশ বান্ধব ভেষজ আবির তৈরি করার প্রযুক্তি দিয়েছেন আর সেই প্রযুক্তিকে কাজে লাগিয়ে জীববৈচিত্র্য অক্ষুন্ন রেখে বীরভূমে শিবাজী ভাদুড়ী রিসার্চ ও ওয়েলফেয়ার সোসাইটির তত্ত্বাবধানে বিগত চার বছর ধরে আবির তৈরি করা হচ্ছে ভেষজ আবির কুসুমিকা। সেই কুসুমিকা আবির বিক্রয় হচ্ছে সিউড়ি পুরসভার অন্তর্গত বেনীমাধব ইনস্টিটিউশন স্কুলের গেটের বাইরে বীরভূম স্নেহ স্টলে। একশো গ্রাম প্যাকেটের মূল্য চল্লিশ টাকা।

নস্করপুরের ১৩৮ বছরের হোলির মেলা

নিজস্ব প্রতিনিধি : হাওড়া জগতবল্লভপুর থানার অন্তর্গত নস্করপুরের হোলির মেলা ও বসন্ত উৎসব আজ সকলের মুখে মুখে। বহু দূর থেকে মানুষ ভিড় করে এই মেলায়। সুবিশাল আটচালার মধ্যে মাটির রাধাকৃষ্ণের যুগল মূর্তি বিরাজ করে সারা বছর। দোল পূর্ণিমার আগে রাধাকৃষ্ণের মাটির যুগল মূর্তি পুনরায় নব নির্মিত করে স্থাপন করা হয়। একাদশীর দিন থেকে দোল পূর্ণিমা পর্যন্ত হয় পুজোপাঠ। মাঝে ত্রয়োদশীর দিন হয় ব্রহ্মাপূজা। দোল পূর্ণিমার দিন শ্রী প্রভুর আরতি ও ধুলোট দেখতে দূর দূরান্ত থেকে ভক্ত সমাগম হয়। পরে আরতি শেষে সমস্ত আটচালা ঘিরে তার মধ্যে প্রভুর ভোগ নিবেদন ও পরে সকলের মধ্যে তা বিতরণ করা হয়। এখানে পুজোর চারদিন শ্রী প্রভুর প্রতিদিন বিভিন্ন বৈষ্ণব সম্পদায়ের নাম সংকীর্তন উপস্থাপন করা হয়। কথিত আছে একদা এই গ্রামে মহামারি দেখা দেয়। তা থেকে বাঁচতে গ্রামের প্রবীণরা সকলকে সঙ্গে নিয়ে এই পুজো প্রচলন করেন। এই পুজো ঘিরে এখানে মেলা বসে। যা নস্করপুরের হোলির মেলা নামে পরিচিত। এই মেলায় মনোহারি দোকানের পাশাপাশি

খাবারের স্টল, দোলনা, ছোটদের মনোরঞ্জনের জন্য থাকছে বিশেষ ব্যবস্থা। করোনা মহামারির কথা মাথায় রেখে সরকারি নিয়ম মেনে ছিল বিশেষ ব্যবস্থা। এই দোল পূর্ণিমা ছাড়াও প্রতিদিন এখানে প্রভাতি নাম সংকীর্তন করা হয়। ১৩৮ বছরের মেলা হলেও গ্রমের প্রবীণদের মতে ১৫০ বছরেরও বেশি এই মেলা। এই পূজাপাঠ ও মেলা ঘিরে এলাকার মানুষের উৎসাহ ছিল চোখে পড়ার মতো।

প্রতি অনাস্থার

প্রথম পাতার পর

সেদিন কলকাতার বুকে মেটিয়াবুরুজে প্রকাশ্য রাস্তার প্রহৃত হলেন পুলিশকর্মীরা, রাস্তায় ফেলে ট্রাফিক সার্জেনকে পিষে দিয়ে গেল ট্রাক, ফোন করে হুমকি দিয়ে রাজনৈতিক নেতারা ছাড়িয়ে নিয়ে যায় অপরাধীদের, পুলিশের সামনেই ছাপ্পা ভোট দিয়ে গেল চুনোপুটি কর্মীরা। পুলিশ নির্বিকার, নির্লিপ্ত। রাজ্যের প্রশাসনে এই ইঙ্গিত ভালো লক্ষণ নয়। এভাবে চললে আইন শৃঙ্খলার হাল আরও খারাপ হবে। মার খাবে শিল্পবাণিজ্য, বাড়বে অস্থিরতা, সুর চড়াবে বিরোধী প্রতিবাদী কণ্ঠ। একথা সম্যক জানেন, তাই বাজেট বক্তৃতায় পুলিশের মনোবল বৃদ্ধি করতে ব্যাট ধরলেন স্বয়ং মুখ্যমন্ত্রী। এভাবে কি আদৌ পুলিশের মনোভাব বজায় রাখা সম্ভব! ইতিহাস কিন্তু অন্য কথা বলে।

বাম ঐক্য শক্তিশালী করতে ধারাবাহিক আন্দোলনের ডাক

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের শস্যগোলা পূর্ব বর্ধমানে পুনরায় বাম ঐক্য শক্তিশালী করতে জোরকদমে মাঠে-ময়দানে নামছে সিপিএমের যুব সংগঠন ডিওয়াইএফআই। এজন্য বিভিন্ন ইস্যুকে হাতিয়ার করে জেলার নানান প্রান্তে ধারাবাহিক আন্দোলন সংগঠিত করার সিদ্ধান্ত নিয়েছে তারা। এই মুহূর্তে জেলাজুড়ে ডিওয়াইএফআই-এর বিভিন্ন ইউনিটের সম্মেলনের কাজ চলছে। প্রায় প্রতিটি জায়গায় আয়োজিত যুব সংগঠনের সম্মেলনকে একটা সার্থক রূপ দিতে সচেষ্ট বাম কর্মী-সমর্থকরা। এর মধ্য দিয়েই প্রাথমিকভাবে তারা বাম ঐক্যের প্রতি মানুষের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে শুরু করেছে। প্রতিটি সম্মেলন থেকেই দেশের গণতন্ত্র ও সাম্প্রদায়িক সম্প্রীতি রক্ষার বার্তা দেওয়ার পাশাপাশি প্রত্যেকের কাজের দাবি তোলা হয়েছে।

১৩ মার্চ পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অগ্রদ্বীপ স্টেশন সংলগ্ন এলাকায় আয়োজিত ডিওয়াইএফআই কাটোয়া ২

পূর্ব বর্ধমান

আঞ্চলিক কমিটির ১৫ তম সম্মেলনেও একই গতে বাঁধা ছিল। একদিনের এই সম্মেলনের উদ্বোধন করেছিলেন সংগঠনের জেলা সম্পাদক মণ্ডলীর অন্যতম সদস্য অনুপম ঘোষ। পতাকা উত্তোলন করেন বিদায়ী সভাপতি শেখ বাবর আলি। এরপর একটি বর্ণাঢ্য মিছিল গোটা এলাকা পরিক্রমা করেছিল। সেদিনের সেই মিছিল থেকে সম্প্রতি আনিস হত্যাকাণ্ডের যথাযথ তদন্ত সহ সকলে বেকারের কাজের দাবি তোলা হয়েছে। এদিন সম্মেলনে সংগঠনের ২৪ জনের নতুন কমিটি তৈরি হল। যার সভাপতি ও সম্পাদক নির্বাচিত হয়েছেন যথাক্রমে হাবিব শেখ এবং রথীন মণ্ডল। সম্মেলনে উপস্থিত ছিলেন ডিওয়াইএফআই-এর রাজ্য কমিটির সদস্য অমিত কুমার মণ্ডল। তিনি বলেন, একসময় অবিভক্ত বর্ধমান জেলাজুড়ে বামফ্রন্টের গৌরবোজ্জ্বল অধ্যায় রচিত হয়েছিল। আমাদের লক্ষ্য মানুষের গণতান্ত্রিক অধিকার প্রতিষ্ঠার জন্য আন্দোলন সংগঠিত করা। যার মধ্যে দিয়ে বাম ঐক্য আরও শক্তিশালী হবে বলে আমরা মনে করি।

শিক্ষকের ভূমিকায় পুলিশ

নিজস্ব প্রতিনিধি : প্রতিনিয়ত দুর্ঘটনা ঘটে চলেছে ক্যানিং মহকুমা এলাকায়। দুর্ঘটনা যাতে এড়ানো যায় তার উদ্যোগ নিলেন ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশ। কাঠফাটা রোদে ঠায় দাঁড়িয়ে ট্রাফিক সামলানোর পাশাপাশি এলাকার বিভিন্ন যান চালকদের ডেকে এনে শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ট্রাফিকের নিয়ম-কানুন শেখাচ্ছেন ট্রাফিক ওসি (ক্যানিং) দেবপ্রসাদ সরদার সহ ইন্দপেক্টর মলয় দাস, সিভিক ভলেন্টিয়ার সুমন বারিক, সুজিত সাহা সহ অন্যান্য ট্রাফিক পুলিশ কর্মীরা। সোমবার দুপুরে ক্যানিং ব্রিজরোড একটু ফাঁকা হতেই ট্রাফিক ওসি নিজেই অটো-টোটো-ম্যাজিক-বাস-লরি চালকদের ডেকে নিয়ে আসেন। পুলিশের ডাক শুনে প্রথমে ঘাবড়ে গিয়েছিলেন গাড়ি চালক আব্দুল কালাম মোল্লা, লালু লস্কর,শঙ্কর সরদার'রা।গাড়ি চালকদের ধারণা এই বুঝি ফাইন করে।

এরপর সকল চালককে একত্রিত করেন ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার। রাস্তার পাশেই অফিসের দেওয়ালে টাঙানো হয় একটি ট্রাফিক

সিগন্যাল-এর ম্যাপ। এরপর ট্রাফিক ওসি দেবপ্রসাদ সরদার শিক্ষকের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়ে ছড়ি হাতে এক একটি সিগন্যাল এর গুরুত্ব বুঝিয়ে সচেতন করতে লাগলেন গাড়ি চালকদের।রাজপথে ট্রাফিকের এমন অভিনব উদ্যোগ দেখে গাড়ি চালক থেকে সাধারণ মানুষ ভীড় জমায়।

ট্রাফিক ওসি জানিয়েছেন, সাধারণত অনেক গাড়ির চালক ট্রাফিক সিগন্যাল ভুলে গিয়েছেন। পাশাপাশি দুর্ঘটনা বেড়েই চলেছে। দুর্ঘটনা রুখতে ট্রাফিক সিগন্যাল সম্পর্কে গাড়ি চালকদের সচেতন করা হচ্ছে। গাড়ি চালকরা সচেতন হলে এদিকে যেমন দুর্ঘটনা কমবে, তেমনই আবার সঠিক নিয়মে গাড়ি চলাচল করবে।'অটোচালক আব্দুল কালাম মোল্লা,লালু লস্কররা জানিয়েছেন আচমকা ট্রাফিক পুলিশ আমাদের ডাকলে ভয় পেয়ে যাই। ভেবেছিলাম হয়তো ভুল কিছু হয়েছে। ফাইন দিতে হবে। পরে জানতে পারলাম আমাদের মতো গাড়ি চালকরা যাতে করে সচেতনতা অবলম্ব করে নিয়ম মেনেই গাড়ি চালাই তার শিক্ষা দিলেন। অনেক কিছুই ভুলে গিয়েছিলাম। ক্যানিং ট্রাফিক পুলিশের উদ্যোগে জানতে পেরে ভালো লাগছে। আশা করি ট্রাফিক নিয়ম মেনে যান চলাচল করলে দুর্ঘটনার কবলে পড়তে হবে না।'

লোক আদালতে বহু মামলার নিষ্পত্তি ঘটল আলিপুরে

নিজস্ব প্রতিনিধি : শনিবার ছিলো জাতীয় লোক আদালত দিবস। দক্ষিণ ২৪ পরগনার জেলা আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের ব্যবস্থাপনায় শনিবার জাতীয় লোক আদালতের আয়োজন করা হয়েছিল। সারা জেলা জুড়ে মোট বেঞ্চের সংখ্যা ছিল ৪০টি এবং তার মাধ্যমে প্রায় ১৯ হাজার মামলার নিষ্পত্তি হয়েছে যার অর্থমূল্য ৫৬৪৮০২৪৯ টাকা। এ দিন ডিএলএসএ -র জেলা সচিব শুভ্র কান্তি ধর বলেন, পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের অধীনে আমাদের জেলাতেই সবথেকে বেশি সংখ্যক বেঞ্চ বসেছে এবং নিষ্পত্তিকৃত মামলার দ্বারা সংগৃহিত অর্থও সব থেকে বেশি। এই প্রথম

দক্ষিণ ২৪ পরগনা ডিএলএসএ-জমি অধিগ্রহণ সংক্রান্ত মামলা নিয়ে একটি বেঞ্চ বসায়, যেখানে ১৮ টি মামলার মধ্যে ১০ টি-র নিষ্পত্তির মাধ্যমে ২৫৬০০০০ টাকা সংগৃহিত হয়। এছাড়া বাণিজ্য বিষয়ক মামলা নিয়েও একটি বেঞ্চ বসেছিল এদিন। এই দিন পশ্চিমবঙ্গ রাজ্য আইনি পরিষেবা কর্তৃপক্ষের এক্সিকিউটিভ চেয়ারম্যান টি এস সুভানাগম নিজে উপস্থিত থেকে আলিপুর আদালত চত্বরে অনুষ্ঠিত জাতীয় লোক আদালতের প্রায় সমস্ত বেঞ্চ পরিদর্শন করেন।

আলোহীন নামখানা সেতু

প্রথম পাতার পর

সেইমতো সংযোগ কেটে দেওয়া হয়। তারপর থেকেই বন্ধ নামখানা সেতুর উপরে থাকা বাতিস্তম্ভগুলি।

এখন কে দেবে বিদ্যুতের বিল,উঠছে সেই প্রশ্ন। ঘুটঘুটে অন্ধকারে সাধারণ মানুষের পাশাপাশি, গাড়িচালকদেরও সেতু পেরোতে সমস্যা হয়। রাতে আলো না থাকায় দুর্ঘটনা বেড়ে চলেছে। এমনকি ভালো না থাকার কারণে রাস্তা পারাপার করতে গিয়ে গাড়ি দুর্ঘটনার কবলে পড়েছেন বেশ কয়েকজন। স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ সেতুতে আলো না থাকায় গৃহ শিক্ষকের কাছ থেকে কোচিং শেষ করে রাতে বাড়ি ফেরার পথে ভয় পায় কিশোরী-তরুণীরা।

নামখানা পঞ্চায়েত সমিতির সভাপতি কল্পনা মালি মন্ডল বলেন, কিছুদিন আগে আমরা এই বিষয়টি নিয়ে আলোচনা করেছি। আলোর বিল জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষকেই দিতে হবে। কারণ ওরাই সেতুর টোলট্যাক্স নেন। ওরা যাতে বিল দেয় তা নিয়ে আমরা উর্ধ্বতন কর্তৃপক্ষকে লিখিত জানাবো। নামখানার বিডিও শান্তনু ঠাকুর জানান,জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ জানিয়েছেন বিদ্যুতের বিল তারা দিতে পারবেন না। বিষয়টি জেলা প্রশাসনকে জানানো হয়েছে। পূর্ত দপ্তরের একজিকিউটিভ ইঞ্জিনিয়ার কৌশিক সেনগুপ্ত জানান, জাতীয় সড়কের সেতুর আলো তারা দেখভাল করেন,একথা ঠিক। কিন্তু টোল ট্যাক্স তারা নেন না। বিদ্যুতের বিল কে দেবে সেই সিদ্ধান্ত দ্রুত আলোচনার মাধ্যমে ঠিক হওয়া দরকার বলে তার মত। এই বিষয়ে সুন্দরবন উন্নয়ন মন্ত্রী বঙ্কিমচন্দ্র হাজরা জানিয়েছেন,সেতুর টোল ট্যাক্স যেহেতু জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ নিচ্ছে, তাহলে তাদের এই বিদ্যুৎ বিল দিতে হবে। যদি পঞ্চায়েত সমিতির টোল ট্যাক্স নিত, তাহলে তারা সেতুতে আলো জ্বলার খরচ বহন করত। যদিও জাতীয় সড়ক কর্তৃপক্ষ এই নিয়ে কোনো মন্তব্য করতে চাননি।

কিন্তু টানা কয়েকদিন নামখানা সেতুতে আলো না জ্বলার কারণে রাত বাড়লেই বাড়ছে অপরাধ প্রবণতা এমনটাই স্থানীয় বাসিন্দাদের অভিযোগ। একদিকে অপরাধ অন্যদিকে দুর্ঘটনা দুটো এড়াতেই সেতুর ওপর বাতিস্তম্ভ জ্বলার আবেদন জানাচ্ছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

ফের ভাইস চেয়ারম্যান

নিজস্ব প্রতিনিধি : ২০১৫ সালে পুরসভা নির্বাচনের পর কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেসের বোর্ড গঠন হলেও ভাইস চেয়ারম্যানের পদে কেউ ছিলেন না। নির্দিষ্ট সময়ের মধ্যে পুরবোর্ডে দু'দফায় দু'জন চেয়ারম্যান থাকলেও ভাইস চেয়ারম্যানের পদটি ফাঁকাই পড়ে ছিল। পূর্ব বর্ধমান জেলার সীমান্তবর্তী অজয়-ভাগীরথী নদীর কোল ঘেঁষে গড়ে ওঠা এই মহকুমা শহরে ভাইস চেয়ারম্যান ছাড়াই পুরবোর্ড চলতে থাকায় রাজ্যজুড়ে বিভিন্ন মহলে জোর চর্চা চলে। তবে,কী কারণে এভাবে দীর্ঘদিন ধরে কাটোয়ার পুরবোর্ড চলল তার অবশ্য কোনও সন্তোষজনক উত্তর দিতে পারেননি শাসকদলের শীর্ষ নেতৃত্ব। তৃণমূল কংগ্রেসের শীর্ষ নেতৃত্ব অবশ্য এই প্রসঙ্গে একেক সময় একেক রকম যুক্তি খাড়া করে কালক্ষেপ করাটাকেই শেষমেশ ঠিকঠাক বলে মনে করেছিলেন। এভাবেই ২০২০ সালে পাঁচ বছরের পুরবোর্ডের নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হয়েছিল। তবে, নির্দিষ্ট মেয়াদ শেষ হওয়ার পর অতিমারী করোনা সংক্রমণের কারণে পরবর্তী পুর নির্বাচন পর্যন্ত প্রায় দু'বছর প্রশাসকের অধীনে পুরসভা পরিচালিত হচ্ছিল। এবারে পুরসভা নির্বাচনের পর কাটোয়ায় তৃণমূল কংগ্রেস পরিচালিত নবগঠিত পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছেন সমীর কুমার সাহা এবং ভাইস চেয়ারম্যান পদে আসীন হয়েছেন লখিন্দর মণ্ডল। এককথায় কার্যত দীর্ঘ সাত বছর পর ফের পুরবোর্ডে ভাইস চেয়ারম্যানের মুখ দেখতে পেলেন কাটোয়া শহরবাসী। দীর্ঘকাল ধরে বামফ্রন্ট তথা সিপিএমের দখলে থাকার পর ১৯৯৫ সালে কাটোয়া পুরসভায় ক্ষমতার স্বাদ পেয়েছিল জাতীয় কংগ্রেস। সেবার রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে কাটোয়া পুরবোর্ড গঠিত হয়েছিল। তারপর থেকে তিনিই দীর্ঘকাল পুরচেয়ারম্যানের পদে ছিলেন। এমনকি, ২০১৫ সালে কংগ্রেস ত্যাগ করে তৃণমূল কংগ্রেসের পতাকা ধরার পরেও বেশ কয়েক বছর কাটোয়া পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান এবং প্রশাসকের পদ অলঙ্কৃত করেছিলেন। প্রসঙ্গত, কংগ্রেস ছেড়ে তৃণমূল কংগ্রেসে নাম লেখানো অমর রামের নেতৃত্বে ২০১৫ সালে পুর নির্বাচনের পর কাটোয়ায় পুরবোর্ড গঠিত হয়েছিল। তিনি ওই পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান পদে থাকলেও ভাইস চেয়ারম্যানের পদে কাউকেই বসানো হয়নি। এভাবেই চলছিল অমর রামের নেতৃত্বে কাটোয়ার পুরবোর্ড। তারপর মাঝপথেই অমর রামকে সরিয়ে তৃণমূল কংগ্রেসেরই

নতুন পুরবোর্ডের গঠন হয়। সেই পুরবোর্ডের চেয়ারম্যান নির্বাচিত হয়েছিলেন কাটোয়ার বিধায়ক তথা প্রবীণ তৃণমূল কংগ্রেস নেতা রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায়। কিন্তু, রবিবাবুর নেতৃত্বে পরিচালিত কাটোয়ার পুরবোর্ডেও ভাইস চেয়ারম্যানের পদে কাউকে রাখা হয়নি। এরপর অজয়-ভাগীরথী নদীর বুক দিয়ে অনেক জল গড়িয়ে গেছে। অতিমারি করোনার সংক্রমণ ছড়িয়ে পড়ার কারণে নির্দিষ্ট সময়ে পুর নির্বাচন সংঘটিত হয়নি। ফলে, পুরবোর্ডের মেয়াদ শেষ হয়ে গেলেও অন্যান্য জায়গার মতো কাটোয়া পুরসভাও প্রশাসকের অধীনে পরিচালিত হয়েছিল। কাটোয়ায় সেই প্রশাসনিক পুরবোর্ডে কিছুদিন চেয়ারপার্সন ছিলেন রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় এবং সদস্য ছিলেন অমর রাম। অমর রাম অবশ্য গত বিধানসভা নির্বাচনের মুখে বিজেপিতে যোগ দেন এবং এবারে পুর নির্বাচনে বিজেপি প্রার্থী রূপে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করে পরাজিতও হন। তবে, রবীন্দ্রনাথ চট্টোপাধ্যায় দীর্ঘকাল ধরে কাটোয়া বিধানসভার পাশাপাশি পুরসভায় প্রতিদ্বন্দ্বিতা করলেও এবার পুর নির্বাচনে দাঁড়াননি। তিনি দলের জেলা সভাপতি রূপে পূর্ব বর্ধমানে পুরসভা নির্বাচন পরিচালনার গুরুদায়িত্ব পালনে মগ্ন ছিলেন। এবারের পুর নির্বাচনে জেলার মোট ছয়টি শহরেই অর্থাৎ বর্ধমান, মেমারী, গুসকরা, কালনা, কাটোয়া এবং দাঁইহাটে তৃণমূল কংগ্রেস বিপুলভাবে জয়ী হয়েছে। ১৫ মার্চ বর্ধমানে জেলা তৃণমূল কংগ্রেস সভাপতির উপস্থিতিতে ছটি পুরসভার চেয়ারম্যান ও ভাইস চেয়ারম্যানদের নাম আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়। বর্ধমান পুরসভার চেয়ারম্যান পরেশচন্দ্র সরকার ও ভাইস চেয়ারপার্সন মৌসুমী দাস, মেমারী পুরসভার চেয়ারম্যান স্বপন কুমার বিষয়ী ও ভাইস চেয়ারম্যান সুপ্রিয় সামন্ত, গুসকরা পুরসভার চেয়ারম্যান কুশল মুখোপাধ্যায় ও ভাইস চেয়ারপার্সন বেলি বেগম, কালনা পুরসভার চেয়ারম্যান আনন্দ দত্ত ও ভাইস চেয়ারম্যান তপন পোড়েল (যদিও বুধবার শপথ গ্রহণের দিন দল বিরোধী কার্যকলাপের কারণে তপন পোড়েলকে তৃণমূল কংগ্রেস বহিষ্কার করেছে), কাটোয়া পুরসভার চেয়ারম্যান সমীর সাহা ও ভাইস চেয়ারম্যান লখিন্দর মণ্ডল এবং দাঁইহাট পুরসভার চেয়ারম্যান শিশির কুমার মণ্ডল ও ভাইস চেয়ারম্যান অজিত বন্দ্যোপাধ্যায় নির্বাচিত হন। সর্বত্রই পুরবোর্ড গঠনকে সামনে রেখে তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী-সমর্থকরা সবুজ আবির মেখে বাজনা বাজিয়ে বাজি-পটকা ফাটিয়ে সেলিব্রেশনে মেতে ওঠেন।

হোলি খেলায় মাতলো খুদেরা

নিজস্ব প্রতিনিধি : দীর্ঘ প্রায় দুবছর স্কুল বন্ধ ছিল। ভারাক্রান্ত হয়েগিয়েছিল খুদে পড়ুয়ারা। স্কুল খুলেছে। কোভিড পরিস্থিতি কাটিয়ে উঠে শুরু হয়ে পড়াশোনা। ধীরে ধীরে ফিরেছে বিগত দিনের পরিবেশ। বিগত দুবছর হোলি খেলা কিংবা দোল উৎসব হয়নি। হয়নি মহামারির কারণে। এবার পরিস্থিতি অনুকূলে থাকায় স্কুল ছুটির পর খুদে ছাত্র-ছাত্রী শারমিন সুলতানা মোল্লা,মিরাজ মোল্লা,নীলাদ্রি হাউলী,মাম্পি মালী ,তপন সরদাররা মেতে উঠলো রঙিন আবিরের খেলায়। এদিন স্কুল প্রাঙ্গনে খুদে পড়ুয়াদের সাথে আবির হাতে মেতে উঠলেন শিক্ষক অভিজিত দাস,নিরঞ্জন সরদার,শিক্ষিকা তাপসী মাহাতো,বনশ্রী মিশ্ররাও। হোলি খেলা শেষে শিশুদের হাতে মিষ্টিও তুলে দেন শিক্ষক-শিক্ষিকারা। সুন্দরবনের প্রত্যন্ত

এলাকার প্রাইমারী স্কুলগুলিতে এমন উচ্ছ্বাসের চিত্র দেখা গেলো বৃহস্পতিবার।প্রত্যন্ত বাসন্তী ব্লকের চুনাখালি হাটখোলা অবৈতনিক প্রাথমিক বিদ্যালয়ের খুদেরা মেতে উঠেছিল আবিরের খেলায়। খুঁদে পড়ুয়াদের এমন আনন্দ উচ্ছ্বাস প্রসঙ্গে স্কুলের প্রধান শিক্ষক শিক্ষারত্ন নিমাই মালি জানিয়েছেন দীর্ঘদিন স্কুল বন্ধ ছিল। মহামারি সংকট কাটিয়ে স্কুল পাঠশালা খুলেছে। শুরু হয়েছে আগের মতো পড়াশোনা। খুদে পড়ুয়ারা বিষন্ন হয়েছিল। এদিন ছুটির পর তাদের নিয়ে আমরা শিক্ষক শিক্ষিকারা হোলি খেলায় মেতে উঠেছিলাম। আবিরের রঙে শিশু মন গুলো আনন্দে আত্মহারা হয়ে উঠেছিল। বিগত দুবছর করোনা তান্ডবের জন্য বঞ্চিত ছিলাম। শিশুরাই আমাদের ভবিষ্যত,তারা খেলাধূলা,হাসি আনন্দে বড় হয়ে উঠুক। আর সেই কারণে আমাদের এই হোলি উৎসবের আয়োজন।

৫ বাংলাদেশি গ্রেফতার

প্রথম পাতার পর

সে আরও বলে যে সে তার আত্মীয়দের সাথে দেখা করতে বাংলাদেশে গিয়েছিল, অন্যদিকে সোনালী মল্লিক বলেন যে সে তার মামার সাথে দেখা করতে ভারতে আসছিল। গ্রেফতারকৃত দালাল মোহাম্মদ মাহিদুল শেখ জানায়, সে তার বন্ধু অজয় কুমার বিশ্বাসের নির্দেশে তার গাড়িতে কিছু অনুপ্রবেশকারীকে তুলতে এসেছিল। এর সঙ্গে অজয় কুমার বিশ্বাস জানায় যে সে দীর্ঘদিন ধরে মানুষজনকে অবৈধভাবে সীমান্ত অতিক্রম করার কাজে লিপ্ত। বনগাঁর রবি ও বাংলাদেশের শাহজনও তার সঙ্গে কাজ করে। গ্রেফতারকৃত সকলকে হাঁসখালী থানায় আনা হয়। ৮ ব্যাটালিয়নের কমান্ডিং অফিসার মধুসূদন রাও জানিয়েছেন যে সীমান্ত নিরাপত্তা বাহিনী ভারত-বাংলাদেশ সীমান্তে অবৈধ চলাচল রোধ করতে কঠোর ব্যবস্থা নিচ্ছে। যার কারণে এ ধরনের অপরাধের সঙ্গে জড়িত ব্যক্তি ও তাদের সহযোগীরা চরম বিপাকে পড়ছে। তাদের মধ্যে কয়েকজন ধরা পড়েছে, যাদের আইন অনুযায়ী শাস্তি দেওয়া হচ্ছে।

সরকারি উদাসীনতার শিকার

প্রথম পাতার পর

বেঙ্গল জুট মিলস ওয়ার্কার্স ইউনিয়নের রাজ্য সম্পাদক অমল সেন বলেন,'আজকে জুট মিলগুলোর এই বেহাল অবস্থার একটা অন্যতম কারণ হল, বড় মালিকগুলো ছোট মালিকদের গিলে খাচ্ছে। অর্থাৎ মনোপলি ডেভেলপ করেছে। পুরো একচেটিয়া বাজার দখল করতে চাইছে। বিষয়টা হল, জুট মিলের অবস্থা যে খারাপ, এমনটা নয়। তবে শ্রমিকদের অবস্থা খুবই খারাপ। ১৯৮৭ সালে জুট অর্থাৎ পাটকে অত্যাবশ্যকীয় পণ্যের মধ্যে আইনীভাবে অন্তর্ভুক্ত করা হয়েছে। একারণে দেশিয় রেশনিং ব্যবস্থায় রাজীব গান্ধী প্রধানমন্ত্রী থাকাকালীন 'কমপালসারি জুটে প্যাকেজিং অ্যাক্ট' করা হয়েছে। এমনকি সার, সিমেন্ট ও তখন চটের ব্যাগে প্যাকেজিং হত। পরবর্তীতে সার এবং সিমেন্ট সিন্থেটিক প্যাকেজিংয়ে রূপান্তরিত হল। তবু আমি বলতে চাই, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক ক্ষেত্রে পাটের একটা স্থায়ী বাজার আছে। হিমাচল প্রদেশ, উত্তরাখণ্ড ইত্যাদি রাজ্যগুলি প্লাস্টিক নিষিদ্ধ করেছে। ১৮৫৪ সালে লর্ড ওয়েলিংটনের আমলে হুগলি জেলার রিষড়ায় রাজ্যে প্রথম জুট মিল তৈরি হয় ওয়েলিংটন জুট মিল। তারপর হয় হেস্টিংস জুট মিল। এর পর উত্তর চব্বিশ পরগণায় হয় গৌরীপুর জুট মিল। হাওড়ায় ছিল এশিয়ায় বৃহত্তম জুট মিল, ন্যাশনাল জুট মিল। জুট বা পাট হল ন্যাচারাল ফাইবার অর্থাৎ প্রাকৃতিক তন্তু। কিন্তু কেন্দ্র ও রাজ্য সরকারি উদাসীনতায় জুট মিল ও চটকল শ্রমিকগণ আজ দুর্দশাক্লিষ্ট।'

মহানগরে

নিকাশি স্টেশন

বরুণ মণ্ডল : খিদিরপুর সন্নিকটস্থ হেস্টিংসের হুগলি নদীর দইঘাট এলাকায় জলের অত্যধিক দূষণ নিয়ন্ত্রণে কলকাতা পুরসংস্থা ওই দইঘাট স্থলে একটি নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরি করবে। এজন্য ৯ মার্চ কলকাতা পুরসংস্থার পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি দফতরের মেয়র পারিষদ তারক সিং কলকাতা পুরসংস্থার পয়ঃপ্রণালী ও নিকাশি দফতরের আধিকারিক ও রাজ্যের সেচ দফতরের আধিকারিকদের নিয়ে দইঘাট অঞ্চলে আসেন নিকাশি পাম্পিং স্টেশন তৈরির জন্য উপযুক্ত জমি চিহ্নিত করতে। পুর নিকাশি দফতর সূত্রে খবর, ওই পাম্পিং স্টেশন তৈরির জন্য 'ডিটেলস প্রজেক্ট রিপোর্ট' (ডিপিআর) তৈরি করা হচ্ছে। প্রসঙ্গত, বর্তমানে যে পাঁচটি জল শোধনাগারের মাধ্যমে কলকাতা মহানগরীর জন্য পরিশুদ্ধ জল উৎপাদন করা হয়, সেগুলির মধ্যে দৈনিক পাঁচ মিলিয়ন গ্যালন জল পরিশোধন ক্ষমতা সম্পন্ন ওয়াটগঞ্জ জল শোধনাগারটি দইঘাটের সন্নিকটে তক্তাঘাটে অবস্থিত।

সব ওয়ার্ডে নীল–সবুজ বালতি

নিজস্ব প্রতিনিধি : কলকাতা পুরসংস্থার ১৪৪টি ওয়ার্ডেই এবার উৎস স্থলেই বর্জ্য পৃথকীকরণের পরিষেবায় নীল ও সবুজ বালতি চালু করছে কলকাতা পুর কর্তৃপক্ষ। বালতির গায়ে লেখা রয়েছে প্লাস্টিক বা অজৈব জাতীয় অপচনশীল শুকনো ময়লা' নীল বালতিতে এবং জৈব বর্জ্য বা পচনশীল বর্জ্য সবুজ বালতিতে রাখতে হবে। বাড়ির কাছে ব্যাটারিচালিত দূষণমুক্ত সাফাই গাড়ি এসে বাঁশি বাজালেই বাড়ির বাসিন্দাদের দু'টি বালতি নিয়ে রাস্তা লাগোয়া বাড়ির গেটের কাছে আসতে হবে। বর্তমানে কলকাতার ২৭ টি ওয়ার্ডে এই পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহের পরিষেবা পূর্ণমাত্রায় চালু রয়েছে। ১০ মার্চ মেয়র পারিষদদের বৈঠকে কলকাতার বাকি ১১৭টি ওয়ার্ডে উৎস স্থলেই এই পৃথকীকৃত বর্জ্য সংগ্রহের পরিষেবা চালুর সিদ্ধান্ত গৃহীত হয়। আবর্জনার উৎস থেকে বর্জ্যের পৃথকীকরণ করে তাকে রাসায়নিক পদ্ধতিতে পুনরায় ব্যবহার্য সামগ্রীতে পরিণত করা হলে, এর ফলে প্রাকৃতিক সম্পদ এবং ফাঁকা প্রাকৃতিক বর্জ্যভূমিকে রক্ষা করা সম্ভব হবে। এদিকে বর্জ্য পদার্থের প্রাথমিক সংগ্রহ পদ্ধতি আরও গতিময় ও আধুনিক করে তোলার উদ্দেশ্যে ৭১২টি পরিবেশ বান্ধব ও ব্যবহার উপযোগী ব্যাটারি পরিচালিত হাইড্রোলিক ডাম্পার এবং ৪৫টি স্বয়ংক্রিয় টিপার্সকে কাজের সঙ্গে যুক্ত করা হয়েছে। আরও ৮০০টি অনুরূপ ব্যাটারি পরিচালিত হাইড্রোলিক ডাম্পার এবং ২০০টি স্বয়ংক্রিয় টিপার কেনার পরিকল্পনা করা হয়েছে। এর ফলে আগামী দিনে কলকাতা পুর এলাকায় প্রাথমিক বর্জ্য সংগ্রহ পদ্ধতি আরও সহজতর হবে। অন্যদিকে, কলকাতা পুর এলাকার বাতাসের গুণগত মানকে উন্নত করতে বর্তমানে ২০টি ওয়াটার স্প্রিংকলার কাজ করছে সঙ্গে অতিরিক্ত ২০টি সিএনজি নির্ভর ওয়াটার স্প্রিংকলার কলকাতার ধূলোর দূষণ কমানোর জন্য কেনা হবে।

ফের রুটিন বদল

WEST BENGAL COUNCIL OF HIGHER SECONDARY EDUCATION
VIDYASAGAR BHAVAN
9/2, BLOCK-DJ, SECTOR-II, SALTLAKE
KOLKATA-700091

Memo No. BS(Exam)/ 03/2022 Date: 17/03/2022

Examination Programme
Higher Secondary Examination: 2022
NEW SYLLABUS

Date	Day	From 10.00 a.m. to 1.15 p.m.(MORNING)
02.04.2022	Saturday	Bengali (A), English (A), Hindi (A), Nepali (A), Urdu, Santhali, Odia, Telugu, Gujarati, Punjabi
04.04.2022	Monday	English (B), Bengali (B), Hindi (B), Nepali (B), Alternative English
05.04.2022	Tuesday	# Health Care , #Automobile, #Organised Retailing, #Security, #IT and ITES, # Electronics, # Tourism & Hospitality, # Plumbing, #Construction VOCATIONAL SUBJECTS
16.04.2022	Saturday	Mathematics, Psychology, Anthropology, Agronomy, History
18.04.2022	Monday	Economics
19.04.2022	Tuesday	Computer Science, Modern Computer Application, Environmental Studies, #Health & Physical Education, #Music, #Visual Arts
20.04.2022	Wednesday	Commercial Law and Preliminaries of Auditing, Philosophy, Sociology
22.04.2022	Friday	Physics, Nutrition, Education, Accountancy
23.04.2022	Saturday	Statistics, Geography, Costing and Taxation, Home Management and Family Resource Management
26.04.2022	Tuesday	Chemistry, Journalism & Mass Communication, Sanskrit, Persian, Arabic, French
27.04.2022	Wednesday	Biological Science, Business Studies, Political Science

The Examination will be held in only one paper on each day from 10.00 a.m. to 1.15 p.m. (3 hours and 15 minutes time is allotted both for reading question paper and writing answer)except Health & Physical Education, Visual Arts, Music and Vocational Subjects.
#The Examination of these subjects will be of two hours duration.
All Practical Examinations held between 15.02.2022 and 04.03.2022.
The Council may, if necessary, change the above dates with due intimation to all concerned.

17.3.22
Deputy Secretary (Examination)
W.B Council of H.S Education

নিজস্ব প্রতিনিধি : দ্বিতীয়বারের জন্য ফের উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার ২০২২ – এর রুটিনের পরিবর্তন হল। শুরুটা ২ এপ্রিল রইল কিন্তু শেষটা প্রথমবারের পরিবর্তনের ২৬ এপ্রিলের পরিবর্তে এবার ২৭ এপ্রিল শেষ হবে। এবারের রুটিনটা একটু অদ্ভুত রকম। এপ্রিলের ২, ৪, ৫ তারিখে প্রথম পর্ব। দ্বিতীয় পর্ব ১০ দিন পর ১৬ এপ্রিল থেকে। শেষ হবে ২৭ এপ্রিল। উচ্চমাধ্যমিক পরীক্ষা হবে সকাল ১০ টা থেকে দুপুর ১ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত। আর বিকেলে দুপুর ২ টো থেকে বিকেল ৫ টা ১৫ মিনিট পর্যন্ত উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার নির্দিষ্ট পরীক্ষার নির্দিষ্ট পরীক্ষার দিন গুলিতেই রয়েছে একাদশ শ্রেণির বার্ষিক পরীক্ষা। প্রসঙ্গত, প্রথমবার পরিবর্তন হয়ে ছিল সেন্ট্রাল জয়েন্ট পরীক্ষার জন্য। আবার দ্বিতীয়বার পরিবর্তন হল রাজ্যে একটি লোকসভা ও একটি বিধানসভা কেন্দ্রের উপ নির্বাচনের জন্য।

৩৭সেন্টারে ১২–১৪ র টিকা

নিজস্ব প্রতিনিধি : রাজ্যের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক বিদ্যালয় গুলিতে মাধ্যমিক ও উচ্চ মাধ্যমিক পরীক্ষার জন্য সাধারণ ক্লাস বন্ধ থাকায় কলকাতা পুরসংস্থা কলকাতার যে নির্দিষ্ট ৩৭ টি প্রাথমিক স্বাস্থ্যকেন্দ্র থেকে কোভ্যাক্সিন কোভিড টিকা এতদিন দিচ্ছিল, কলকাতার সেই ৩৭ টি সেন্টার থেকেই কলকাতার ১২–১৪ বছর বয়সী কিশোর কিশোরীদের 'করবিভ্যাক্স' কোভিড টিকা দেওয়া কাজ ১৬ মার্চ প্রথম দিন থেকেই শুরু করে দিয়েছে বলে জানান কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর–এর মেয়র পারিষদ অতীন ঘোষ। কলকাতা পুরসংস্থার উপ মহানাগরিক অতীন ঘোষ এদিন জানান, ১৬ মার্চ থেকে কলকাতার এই ৩৭ টি কেন্দ্রে কোভ্যাক্সিন কোভিড টিকা দেওয়া কাজ আপাতত বন্ধ থাকবে। ১৫ মার্চ ১২–১৪ বয়সীদের জন্য প্রায় ৮৮ হাজার 'করবিভ্যাক্স' কোভিড টিকা এসেছে। অতীনবাবু এদিন বলেন, ১২–১৪ বছর বয়সীদের কোভিড টিকা কলকাতার প্রতিটি সরকারি বিদ্যালয়ে পৌঁছে দিতে কলকাতা পুরসংস্থার স্বাস্থ্য দফতর তৈরি রয়েছে। রাজ্যের শিক্ষা দফতরের অনুমোদন পেলেই ওয়ার্ডের পাড়ার বিদ্যালয়ে কোভিড টিকাকরণ শুরু হবে।

লেন্স বার্তা

বেগতিক, রাস্তার বাইরে বেরিয়ে এসেছে লরি। উত্তরপাড়ার কাছে দিল্লি রোডে।

বালি নেমেছে রাস্তায়, চলছে মাধ্যমিক তাই দুয়ারে পুলিশ। নিউ আলিপুরে।

ওদের শিক্ষক। ছবি : অভিজিৎ কর

রাশিয়া–ইউক্রেন যুদ্ধের অবসান ও শান্তি কামনায়, যুদ্ধে আটকে পড়া এবং দেশে ফিরে আসা ডাক্তারি পড়ুয়াদের মঙ্গলার্থে, যুদ্ধে নিহত মানুষদের সদ্গতি প্রার্থনায় বিশেষ হোম–যজ্ঞ অনুষ্ঠিত হল কলকাতা বিমানবন্দর লাগোয়া বিশ্ব সেবাশ্রম সঙ্ঘের বিশ্বমাতা মন্দিরে। প্রতিষ্ঠানের প্রধান শ্রীসমীরেশ্বর ব্রহ্মচারী জানালেন, মানুষের মঙ্গলকামনা এবং মানবসেবাই আমাদের ব্রত। তাই বর্তমান অশান্ত পৃথিবীতে যুদ্ধের অবসান কামনায়, সে দেশের নাগরিকদের সুস্থ সুন্দর জীবন এবং ডাক্তারী পড়ুয়ারা আবার যাতে সেখানে ফিরে তাঁদের পাঠক্রম শেষ করতে পারে, বিশ্বে যেন শান্তির পরিবেশ ফিরে আসে সেই জন্যই আমার আরাধ্যাদেবী বিশ্বমাতা দক্ষিণাকালীর কাছে বিশেষ প্রার্থনা এবং যজ্ঞকর্ম সম্পাদন করা হল। অনুষ্ঠানে ইউক্রেন ফেরত ডাক্তারী পড়ুয়াও উপস্থিত ছিলেন। ছবি : উৎপল কুমার রায়

ফেবুতে রন্ধনের বন্ধনে বাঙালি

নিজস্ব প্রতিনিধি : রন্ধনে বাঙালির প্রতিষ্ঠাতা তথা রূপকার নবনীতা ব্যানার্জী বসু। ওনার হাত ধরে ১৩ মার্চ ২০১৯ এ রন্ধনে বাঙালি নামে একটি রান্নার গ্রুপের পথ চলা শুরু হয় ফেসবুকের মাধ্যমে। পরবর্তী সময়ে ওনার সঙ্গে গ্রুপটিকে আরো বড় করে তোলার জন্য হাল ধরেন তার আরো দুজন বিশিষ্ট বান্ধবী সুতীর্থা মোদক ও পিয়ালী রাউত। রন্ধনে বাঙালির এই মঞ্চে মেলে ধরার সুযোগ করে দেওয়া হয়েছে সমস্ত হোমশেফদের। যাদের মধ্যে বেশিরভাগই গৃহবধূ, সুগৃহিণী। যাদের রান্নাঘরের চৌহদ্দির মধ্যেই জীবনের বেশিরভাগ সময়টা কেটে যায়। এছাড়াও রয়েছেন চাকুরিরতা, কেউ বা ব্যবসায়ী; নারী পুরুষ নির্বিশেষে সকল রাঁধুনী আর খাদ্য রসিক মানুষজন সকলেই রয়েছেন এখানে। ৭০০০ সদস্য নিয়ে চলা রন্ধনে বাঙালি রান্নার গ্রুপটি সকলের ভালবাসায়,আদরে, সহযোগিতায় ছোট্ট ছোট্ট পায়ে চলতে চলতে ১৩ মার্চ ২০২২ এ রবিবার তৃতীয় বছরে পা দিল।

জন্মদিন উপলক্ষে নাগেরবাজার অঞ্চলে ডায়মন্ড প্লাজা মলে প্রতিষ্ঠানের বার্ষিক পুরস্কার বিতরণী অনুষ্ঠানে ফুড আড্ডার আয়োজন করা হয়েছিল। যেখানে মিলিত হয়েছিলেন সমস্ত হোম শেফরা এবং অতিথি হিসেবে ছিলেন রন্ধন জগতের বিখ্যাত কলমচি পাঞ্চালি দত্ত। সারা বছর ধরে অনুষ্ঠিত প্রতিটি রান্নার প্রতিযোগিতার অজস্র পুরস্কার। এতে বাদ পড়েনি শিশুরাও। শিশু দিবস উপলক্ষে রন্ধনে বাঙালি শিশুদের জন্য আয়োজন করেছিল আগুন বিহীন রান্নার প্রতিযোগিতার ডিজিটাল দুনিয়ার মাধ্যমেই। এছাড়াও এই দিন আইএফবি'র এর মতন বিশাল ব্র্যান্ড কোম্পানির পক্ষ থেকে একটি কুকিং ওয়ার্ক শপের আয়োজন করাও হয়েছিল যা ছিল সকল

সদস্যদের কাছে একটি চমকপ্রদ উপহার। এছাড়াও এই দিন ছিল রন্ধনে বাঙালির পক্ষ থেকে আরও একটি নতুন চমক যা এই গ্রুপের কর্ণধার নবনীতার প্রথম মস্তিষ্ক প্রসূত। ওনার নিরঙ্কুশ পরিশ্রমের ফল স্বরূপ বিশেষ অতিথি পাঞ্চালি দত্তর হাতে প্রকাশিত হল রন্ধনে বাঙালি ফুড গ্রুপের বাংলা নববর্ষ ১৪২৯ উপলক্ষে বাঙালির 'বারো মাসের তেরো পার্বণ' এর বাংলা ক্যালেন্ডারটি। এই ক্যালেন্ডারটির বিশেষত্ব হলো যে রাঁধে সে চুলও বাঁধে। অর্থাৎ রন্ধনে বাঙালির পরিবারের সুরাঁধুনি অর্থাৎ হোম শেফদের নিজেদের হাতে তৈরি রান্নার ছবিগুলো তুলে ধরা হয়েছে এই ক্যালেন্ডারের প্রতিটি পাতায়।

ফেসবুকের একটি ফুড গ্রুপ হিসাবে রন্ধনে বাঙালি শুধুমাত্র হোমশেফদের নিয়েই কাজ করছে তা নয়। রন্ধনে বাঙালির স্তম্ভ নবনীতা,সুতীর্থা, পিয়ালীর উদ্যোগে তৈরি ওদের স্বেচ্ছাসেবী সংগঠন 'দর্পণ' এর মাধ্যমে শীতকালে কম্বল বিতরণ, শিশুদের শিক্ষা সামগ্রী বিতরণ, দুর্গাপূজা উপলক্ষে বৃদ্ধাশ্রমে বস্ত্র বিতরণ, লকডাউনে দরিদ্র মানুষের হাতে অত্যাবশ্যকীয় খাবার তুলে দেওয়ার মতন বিভিন্ন সমাজসেবামূলক কাজেও লিপ্ত হয়েছে। এছাড়াও মেয়েদের আত্মনির্ভরশীল করার প্রচেষ্টায় এবং বিভিন্নভাবে মেয়েদের বিশেষ করে গৃহবধূদের যাদের সংসারের চাপে নিজেদের গুণাবলীগুলি চাপা পড়ে যায় তাদেরকে সকলের সামনে মেলে ধরার নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছে এই সংস্থা। শেষে যার কথা না বললেই নয় নবনীতার এই বিশাল প্রয়াসকে সম্মান ও সর্বতোভাবে সমর্থন জানিয়ে নিরন্তর সাহস যুগিয়ে চলেছেন ওনার স্বামী দীপাঞ্জন বোস। এছাড়াও রন্ধনে বাঙালির এই বিশাল উদ্যোগকে কুর্নিশ জানাতে পাশে রয়েছেন এই পরিবারেরই চেন্নাই–গুরগাঁও–ব্যাঙ্গালোর–মুম্বই–দিল্লি–রাজস্থান–পশ্চিমবঙ্গ–কলকাতার এমনকি প্রবাসী বহু সদস্য ও সদস্যারা। শুধুমাত্র ফেসবুকের রান্নার গ্রুপ হিসেবে নয় প্রতিটি পরিবারের সদস্য হয়ে উঠুক এই রন্ধনে বাঙালি পরিবারটি।

বাজেটঃ বিতর্ক নয়, দিশাহারা কোণঠাসা ছাপোষা মানুষগুলি স্বস্তি চায়

দেবাশিস রায়

১১ মার্চ রাজ্য বিধানসভায় ২০২২–২৩ অর্থ বর্ষের বাজেট পেশ হতেই রাজনৈতিক তরজা–বিতর্ক শুরু হয়েছে। যদিও প্রতিবারের মতো এবারেও বাজেট নিয়ে রাজ্যের বেশিরভাগ সাধারণ মানুষের কোনওরকম হেলদোল নেই। অথচ কোটি কোটি এই সাধারণ মানুষের ওপর ভিত্তি করেই এরাজ্যের যাবতীয় উন্নয়নের পরিকল্পনা রচনা করাটাই দস্তুর। কিন্তু সেই ছাপোষা মানুষগুলিই বাজেট প্রসঙ্গে কার্যত উদাসীন। আমজনতার কাছে বাজেটের ভালো–মন্দ বিচার করাটাই যেন অর্থহীন বিষয় হয়ে দাঁড়িয়েছে। সাধারণ মানুষের এটাই বদ্ধমূল ধারণা যে, প্রতিবারই শাসকদলের নির্দেশে রাজনৈতিক উদ্দেশ্য প্রণোদিতভাবে এই বাজেট তৈরি করা হয় এবং তারপর বিরোধীপক্ষ সেই বাজেটকেই হাতিয়ার করে বিতর্ক তুলে পালটা রাজনৈতিক ফায়দা লোটার মরিয়া চেষ্টা চালায়। কিন্তু, এই রাজনৈতিক আকচাআকচি এবং বাজেট বিতর্কের মধ্যে ভয়ঙ্কর আর্থিকভাবে কোণঠাসা ছাপোষা মানুষগুলির দুর্দশার কার্যত কোনও পরিবর্তন হয় না। অত্যাবশ্যকীয় খাদ্যসামগ্রী, ওষুধপত্র সহ নিত্য প্রয়োজনীয় জিনিসপত্রের লাগামছাড়া মূল্যবৃদ্ধি ঘটেই চলেছে। চাকুরি সহ কর্মসংস্থানের মাধ্যমগুলি প্রতিনিয়ত সংকুচিত হচ্ছে।

বেশিরভাগ ক্ষেত্রেই ব্যবসা–বাণিজ্য বেসামাল পরিস্থিতির শিকার। সামগ্রিকভাবে লক্ষ লক্ষ পরিবার আর্থিকভাবে কোণঠাসা। সাধারণ মানুষের মুখে যেন একটাই কথা, রাজায় রাজায় যুদ্ধ হচ্ছে, উলুখাগড়ার প্রাণ যাচ্ছে।' সুদীর্ঘ ৩৪ বছরের বামফ্রন্ট সরকারকে হটিয়ে ২০১১ সালে বিপুল সংখ্যাগরিষ্ঠতা নিয়ে তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের নেতৃত্বে এরাজ্যে নতুন সরকার গঠিত হয়েছিল। সেই সময় থেকেই ঋণ ভারে জর্জরিত রাজ্য, এই শব্দবন্ধটি ফাটা রেকর্ডের মতো বেজেই চলেছে। নিজের রাজ্যপাটের এই এগারো বছরে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যেখানে যখনই সুযোগ বুঝেছেন রাজ্যের লক্ষ কোটি টাকা ঋণ ভারের কাহিনি সর্বসমক্ষে তুলে ধরেছেন। আর তাঁর সেই কাহিনির অনুরণন শোনা যাচ্ছে দলীয় নেতা–কর্মীদের কণ্ঠে। হাটে–মাঠে–ঘাটে, সর্বত্র প্রায়শই তৃণমূল কংগ্রেসের সভায় নেতা–কর্মীদের ভাষণে শোনা যাচ্ছে, 'টাকা নেই, টাকা

নেই'। অর্থসংকটে ভুগছে রাজ্য কোষাগার। এমনকি, মুখ্যমন্ত্রীর মুখেও একাধিকবার শোনা গেছে লক্ষ্মীর ভাণ্ডার সহ বিভিন্ন প্রকল্প চালাতে গিয়ে চরম আর্থিক সংকটের কথা। একইসঙ্গে মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজ্যের বিভিন্ন ক্ষেত্র বাবদ কেন্দ্রের কাছ থেকে দীর্ঘদিনের বকেয়া লক্ষ–কোটি টাকা আটকে রাখা সহ নানাভাবে অসহযোগিতার প্রসঙ্গও ধারাবাহিকভাবে তুলে ধরছেন। তবে, এবারের বাজেট পেশের পর থেকে সাধারণ মানুষকে রাজ্যের চরম অর্থসঙ্কট নিয়ে সেভাবে মাথা ঘামাতে দেখা না গেলেও সরকারি ও আধা সরকারি বিভিন্ন ক্ষেত্রের কর্মীদের যথেষ্টই মাথাব্যথা বেড়েছে বলেই মনে হল। সরকার সহ সরকার পোষিত দপ্তরের এইসব চাকুরিজীবীর আশঙ্কা, রাজ্য সরকার যেভাবে প্রতিনিয়ত ঋণের বোঝা বাড়িয়ে চলেছে তাতে সকলকেই সঙ্কটের চরমসীমার দিকে ঠেলে দেওয়া হচ্ছে। সমাজের বিভিন্ন ক্ষেত্রের অনেকেরই অভিমত, মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় তাঁর সরকারের নানাবিধ প্রকল্প সহ অনুদানের টাকা জোটাতে গিয়ে রাজ্যকে কঠিন সঙ্কটের মধ্যে দাঁড় করিয়ে দিয়েছেন।

এসবের মধ্যে রয়েছে বছর বছর কয়েক হাজার ক্লাবকে লক্ষাধিক টাকা অনুদান, প্রতিবছর কয়েক হাজার দুর্গাপুজো কমিটির প্রত্যেককে পঞ্চাশ হাজার টাকা অনুদান, লক্ষ্মীর ভাণ্ডার নামে নতুন প্রকল্পে মহিলাদের হাত খরচ বাবদ প্রতি মাসে ৫০০–১০০০ টাকা প্রদান। এসবের বাইরে রাজ্যজুড়ে অসংখ্য উৎসব, মেলা, খেলা, রাজকীয়ভাবে প্রশাসনিক সভার আয়োজন প্রভৃতি ক্ষেত্রেও দেদার খরচ তো রয়েইছে। এগুলির খরচ তো দেনায় চলা রাজ্য সরকারের তহবিল থেকেই মেটানো হচ্ছে। সাধারণ মানুষের পাশাপাশি বিরোধী রাজনৈতিক দলগুলির অনেকেরই অভিমত, তৃণমূল কংগ্রেস নেত্রী তথা মুখ্যমন্ত্রী তাঁর রাজনৈতিক স্বার্থ পূরণ সহ জনপ্রিয়তা অর্জনের লক্ষ্যে অসংখ্য অপ্রয়োজনীয় প্রকল্প ও অনুদান চালু করেছেন। যার জন্য এবারের বাজেটেও হাজার হাজার কোটি টাকার তহবিল গড়ার কথা বলা হয়েছে। এককথায়, রাজ্যকে আগামিতে আরও কঠিন আর্থিক সঙ্কটের মধ্য দিয়ে যে যেতেই হবে এটা বলাই বাহুল্য।

এমতাবস্থায় সাধারণ ছাপোষা মানুষগুলো বাজেটের রাজনৈতিক বিতর্ককে পাশ কাটিয়ে গিয়ে আর্থিকভাবে কোণঠাসা পরিস্থিতির মধ্যে একটু স্বস্তি চাইছে। একইসঙ্গে তাদের দাবি, রাজ্যে প্রচুর চাকরির সুযোগ সৃষ্টি সহ নতুন নতুন শিল্প হোক। তবেই রাজ্যের সার্বিক উন্নতি হবে।

মাঙ্গলিকী

সুন্দরবনে নারী দিবস

উজ্জ্বল সরদার : গত ৮ মার্চ, আন্তর্জাতিক নারী দিবস উপলক্ষ্যে একটি বিশেষ দিন পালন করা হল সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রাম বালি বিজয়নগরে। মাধ্যমিক পরীক্ষার্থীদের কথা মাথায় রেখে গত ১৩ মার্চ রবিবার এই দিনটি বিশেষভাবে পালন করা হল। এই অনুষ্ঠানের আয়োজন করেছিলেন সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা' নামের একটি সংগঠন। সুন্দরবনের গ্রামে নারী পুরুষের সমানাধিকার এবং নারী স্বনির্ভরতার লক্ষ্যে ২০১১ সালে এই স্বেচ্ছাসেবী সংগঠনটি গঠিত হয়। গোসাবা ব্লকের বালি দ্বীপের শিক্ষক সুকুমার পয়রার নেতৃত্বে গ্রামের মহিলা, ছাত্র ছাত্রীদের স্বতঃস্ফূর্ত যোগদানে এগিয়ে চলে এই সংগঠন। নারী ক্ষমতায়ন, নারী স্বনির্ভরতার জন্য গ্রামের ছেলে মেয়েদের শিক্ষার আলোয় আলোকিত করার ক্ষেত্রে বিশেষ অবদান রেখেছে তারা। সুন্দরবনের গোসাবা দ্বীপে মহিলাদের অংশগ্রহণে দিনের পর দিন তারা বহু সংসারের সহায়কের ভূমিকায় অবতীর্ণ হয়েছেন। শুধু আন্তর্জাতিক নারীদিবস পালনের তাগিদে নয়, প্রকৃতভাবে গ্রাম গঠনের ক্ষেত্রে তাদের অবদান বিশেষ উল্লেখযোগ্য। তাদের এই দিনের অনুষ্ঠানের সূচনা করেন গোসাবার বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল মহাশয়। অনুষ্ঠানে উপস্থিত ছিলেন বালি ২ নম্বর গ্রাম পঞ্চায়েত অঞ্চলের প্রধান সুব্রত মণ্ডল, শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি, যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের তুলনামূলক সাহিত্য বিভাগের অধ্যাপক সুজিত মণ্ডল সহ অন্যান্য বিশিষ্টজন। গ্রামের অবসরপ্রাপ্ত বরিষ্ঠ শিক্ষিকা, আদিবাসী ঝুমুরশিল্পী, বিশেষ চাহিদাসম্পন্ন এক তরুণী। এদেরকে বিশেষ সম্মানে এই দিন সম্মানিত করা হয়। এই দ্বীপের বিভিন্ন ছাত্র ছাত্রীদের যোগদানে নারীর স্বনির্ভরতায়, সমাজ বাঁধা সৃষ্টি করে' শিরোনামে এক বিতর্কসভারও আয়োজন করা হয়। এছাড়াও ছোট ছোট নাটিকার মাধ্যমে গ্রাম সমাজের বিভিন্ন সমস্যার কথা ও ফুটিয়ে তোলেন গ্রামেরই মহিলারা। অনুষ্ঠানের উদ্বোধক মাননীয় বিধায়ক সুব্রত মণ্ডল তার বক্তব্যে তুলে ধরেন নারী ক্ষমতায়নে বর্তমান রাজ্য সরকারের বিভিন্ন জনকল্যাণমুলক প্রকল্পের কথা। এই দিনের অনুষ্ঠানে সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা' সংগঠন কে পাঁচ টি কম্পুটার প্রদান করেন অধ্যাপক সুজিত মণ্ডল ও তার সঙ্গীসাথীরা। অনুষ্ঠান মঞ্চে স্বশরীরে হাজির না থাকলেও মোবাইল ফোনের মাধ্যমে বক্তৃতা প্রদান করে সুন্দরবনের গ্রামে নারী শিক্ষা প্রসারে সক্রিয় থাকার বার্তা প্রদান করেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের সহ উপাচার্য সমস্তক দাস। এই সংগঠনের মহিলাদের তৈরি আচার, পোশাক, বড়ি, ডাল এসবের বিক্রি করেও সংগঠনের খরচ তোলার উদ্যোগ বিশেষ প্রশংসনীয়। এই দিনের অনুষ্ঠানে আয়োজক সংগঠনের পক্ষ থেকে সুন্দরবনের গ্রামের নারী শিক্ষা প্রসারের জন্য বেগম রোকেয়া পাঠাগারে'র উদ্বোধন করেন শুধু সুন্দরবন চর্চা পত্রিকার সম্পাদক শিক্ষক জ্যোতিরিন্দ্রনারায়ণ লাহিড়ি। বালি পঞ্চায়েতের বিভিন্ন গ্রামের মেয়েরা নাচে গানে ভরিয়ে তোলেন সম্পূর্ণ অনুষ্ঠানটি। সীমিত সাধ্যের মধ্যে দিয়েই সুন্দরবন বিজয়নগর দিশা' সুন্দরবনের প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষা সংস্কৃতি উন্নয়নে গ্রামের ছেলে মেয়েদের নিয়ে দিনের পর দিন যে কর্ম প্রচেষ্টা এগিয়ে নিয়ে চলেছেন তা প্রশংসনীয়। এই কর্মকাণ্ডের কর্ণধার শিক্ষক সুকুমার পয়রা একান্ত সাক্ষাতকারে জানালেন সুন্দরবনের এই সব প্রত্যন্ত গ্রামে শিক্ষার অভাবে সমাজে এত অভাব অভিযোগ বেড়েই চলেছিল, তাই শিক্ষার আলো ছড়িয়ে দিয়ে, গ্রামের মহিলাদের স্বনির্ভর করে সমাজ সচেতনতার বার্তা দিয়ে একদিকে যেমন দিনের পর দিন পরিবেশ রক্ষা করে এগিয়ে চলা যাচ্ছে তেমনি গ্রামের বহু অসহায় পরিবারের মুখেও দিনে দিনে হাসি ফুটে উঠছে। শিক্ষার আলোয় আজ আলোকিত সকলে। স্বীকার করতে দ্বিধা নেই যে একজন প্রকৃত শিক্ষক মানুষের চেতনায় জাগ্রত আজকের সুন্দরবনের প্রত্যন্ত এই গ্রাম। চাকরি জীবনে অবসর গ্রহণের পরেও গ্রামের শিক্ষা প্রসারের জন্য আজও নিরন্তর মেতে আছেন তিনি।

বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা

নিজস্ব প্রতিনিধি : এই নাটকে মা (প্রতিমা), দুই ছেলে (অজয় ও বিজয়), আর দীর্ঘদিনের সর্বক্ষণের কাজের লোক (বসন্ত)-কে নিয়ে ভাঙা গড়ার মধ্যে আবর্তিত এই নাট্যকাহিনি। চরিত্রগুলোর ভাবনার সহজ ও জটিলতার মধ্যবর্তী যন্ত্রণার কাব্য এই নাটক। রাজনীতির হাঁড়িকাঠে বলি হওয়া বাবা খুন হয় বহু বছর আগে। ব। ছেলে অজয় বর্তমানে শাসক দলের অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একজন সর্বক্ষনের কর্মী। আর ছোটছেলে বিজয় বাবার মৃত্যুতে মায়ের ওপর রাগ করে সেই থেকে বাড়িছাড়া, বর্তমানে গুরুতর মাদকাসক্ত ও বিপথগামী। তার মধ্যে কোনও ফাঁকি নেই। কিন্তু অজয়কে চিনতে মায়ের ভুল হয়। নাটকের কেন্দ্রীয় চরিত্র প্রতিমার দৈনন্দিন অসহায় জীবনযাপনকে কেন্দ্র করে আবর্তিত এই নাটক কাহিনি। মায়ের দায়িত্ব এবং কর্তব্য পালন করতে প্রতিমা দুই ছেলেকে ডাকে জরুরি ভিত্তিতে। উদ্দেশ্য একটাই স্বামীর রেখে যাওয়া জমি-জমা, বাড়ি, ব্যাঙ্কের টাকা সবকিছু দুই ছেলের মধ্যে, স্বামীর নির্দেশ মতো বসন্তের ভবিষ্যতের জন্য, এবং নিজের ইচ্ছানুসারে মেয়েদের স্কুলের জন্য ভাগ করে দেওয়া। কিন্তু ছোটছেলে বিজয় নিজের প্রাপ্য অংশ প্রত্যাখান করে। অজয় এই সুযোগ লুফে নেয়। অজয়ের আচরণে প্রকাশ পায় সে রাজনীতি করে, কিন্তু নীতির বালাই রাখে না। ক্ষমতায় টিকে থাকবার জন্য চোর-খুনী-গুন্ডা- তোলাবাজ সবাইকে একপাতে বসিয়ে দেয়। মানুষের সঙ্গে থাকতে এবং মানুষদের সাথে নিয়ে কাজ করবার ফাঁকা রাজনীতির বুলি আওড়ে নিজের স্বার্থ কায়েম করবার চেষ্টা করে। প্রতিমা দৃঢ়তার সাথে বলে যে, সে মা ছাড়াও একজন মানুষ। যার নিজস্ব একটা জীবন, আলাদা সত্ত্বা আছে। যেমন তার দুই ছেলের প্রত্যেকের আছে। নাটকের পরিণতিতে বিজয় মায়ের ওপর তার সমস্ত ঘৃণা, অবিশ্বাস, অশ্রদ্ধা ভুলে, নিজেকে আত্মশুদ্ধ করে মায়ের কাছে ফিরে আসে। নিজেকে হারিয়ে আবার নতুন করে খুঁজতে চায়, নতুন করে শুরু করতে চায়। জীবন যুদ্ধে হেরে যাওয়া মা বিজয়কে বুকে টেনে নেয়।

অভিনয়ে মা (সুমিত্রা ঘোষ), বসন্ত (সন্দীপ রায় চৌধুরী), অজয় (সুব্রত সরকার), বিজয় (নীলাঞ্জন কাঞ্জিলাল), এবং মনিলাল চরিত্রে (প্রণব মুখার্জী) প্রত্যেকের সুঅভিনয়ে নাটকটি বেশ উপভোগ্য হয়েছে। তবুও আলাদাভাবে বলতে গেলে মায়ের চরিত্রের গভীরতা আরও একটু বেশি মাত্রায় প্রকাশ পেলে, বিশেষত ব্যক্তিত্বে, সংলাপ প্রক্ষেপনের ক্ষেত্রে, জেশ্চার পশ্চারের আরও সুচারু ভাবে, সুনিপুণ দক্ষতার সাথে প্রয়োগের ক্ষেত্রে যত্নের প্রয়োজন আছে। বসন্তের কথা বলায় বড়ো বেশি ভগ্নহৃদয়, মনমরা, প্রচন্ড ব্যাথিত বলে মনে হয়েছে। চলাফেরায় অহেতুক বৃদ্ধ দেখাবার কি খুব বেশি প্রয়োজন আছে! পোষাকেও খুব উজ্জ্বল লেগেছে। মনিলাল যথাযথ। চরিত্রের সাথে সবকিছু বেশ মানানসই। বিজয়ের অভিনয়ে দেহের ব্যবহারের আতিশয্য ও কণ্ঠের উচ্চগ্রামে ব্যবহারের ক্ষেত্রে সংযমের প্রয়োজন আছে। এইক্ষেত্রে যা অনেক সময় চরিত্র অনুযায়ী হতে বাধা হয়ে দাঁড়িয়েছে। একটু সংযত ও মার্জিত অভিনয় করলে চরিত্রের যথাযথ রূপ প্রকাশ পেতে সাহায্য করত। সবশেষে অজয় চরিত্রের প্রতি আনুগত্য ও সুবিচার করেছে। চরিত্রের যে বাঁকাচোরা দিকগুলো আছে তা ব্যক্ত ও প্রকাশ করতে তিনি সম্পূর্ন সফল ও কৃতকার্য। তার সংযত ও পরিশীলিত অভিনয় এই নাটকের সম্পদ। নাটকের মঞ্চ পরিকল্পনায় কিছুটা অভিনবত্ব আছে। আলোর প্রয়োগের ক্ষেত্রে প্রিয়ব্রত চট্টোপাধ্যায় নাটকের প্রতি সুবিচার করেছে। কিন্তু ধ্বনি প্রক্ষেপণের ক্ষেত্রে অদক্ষতার ছাপ সুস্পষ্ট। অনেক ক্ষেত্রেই নাটককে সুন্দর হতে অসহযোগিতা করেছে। নাটককে উচ্চ মাত্রায় নিয়ে যেতে এই বিষয়ে নজর দেবার প্রয়োজন আছে। সবশেষে সুব্রত সরকারের সুপরিচালিত বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা নাটকটি আগামী দিনের এক উজ্জ্বল প্রযোজনার সাক্ষ্য বহন করে।

অন্বেষক ড্রামাটিক এন্ড কালচারাল এ্যাসোসিয়েশন আয়োজিত

দুইদিন ব্যাপি নাট্যসম্ভার

বাটানগর স্পোর্টস ক্লাব ★ ১২ ও ১৩ মার্চ ২০২২

প্রথম দিন	প্রথম দর্শন * সময় ৬ টা	দ্বিতীয় দর্শন * সময় ৭ টা	তৃতীয় দর্শন * সময় ৮ টা
১২ মার্চ ২০২২ (শনিবার)	প্রযোজিত নাটক : ৬৪ সাউদার্ন এভেনিউ	অন্বেষক প্রযোজিত নাটক : শেষ দলিল; নির্দেশনা : সুব্রত সরকার	প্রযোজিত নাটক : থাপ্পর

দ্বিতীয় দিন	প্রথম দর্শন * সময় ৬ টা	দ্বিতীয় দর্শন * সময় ৭ টা
১৩ মার্চ ২০২২ (রবিবার)	অন্বেষক প্রযোজিত নাটক : বিচ্ছিন্ন দ্বীপের বাসিন্দা; নির্দেশনা : সুব্রত সরকার	প্রযোজিত নাটক :

Contact - 9339262320 / 9831300140 ★ Email - onnwesak@rediffmail.com

শ্রীরামকৃষ্ণকে নিয়ে অনুষ্ঠান

শ্রেয়সী ঘোষ : ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণ বাগবাজারের বলরাম বসুর বাড়িকে বলতেন তাঁর 'দ্বিতীয় কেল্লা'। সেই বাড়ি এখন বলরাম মন্দির। সেখানে গত রবিবার ১৩ মার্চ বিকেল ৪-৪৫ মিনিটে ঠাকুর শ্রীরামকৃষ্ণের জীবন নিয়ে এক গীতি আলেখ্য পরিবেশিত হয়। অনুষ্ঠানের একক শিল্পী প্রখ্যাত অভিনেতা ও অধ্যাপক ড. শঙ্কর ঘোষ। সোয়া এক ঘন্টা ব্যাপী এই গীতি আলেখ্য ঠাকুরের জীবন কথা বর্ণনার ফাঁকে ফাঁকে ঠাকুরের গাওয়া বিভিন্ন গানও পরিবেশন করেন ড. শঙ্কর ঘোষ। সেই তালিকায় ছিল সকলই তোমারি ইচ্ছা, মন রে কৃষি কাজ জানো না, ডুব ডুব ডুব রূপসাগরে আমার মন, ডুব দে রে মন কালী বলে, গয়া গঙ্গা প্রভাসাদি কাকী কাঞ্চি কে বা চাহে, শ্যামা মা কি আমার কালো রে, যতনে হৃদয়ে রেখো আদরিণী শ্যামা মাকে, ভেবে দেখ মন কেউ কারো নয় প্রভৃতি গানগুলি। শিল্পীর কথায় ও গানে উপস্থিত ভক্তমণ্ডলী মোহিত হন। শিল্পীকে তবলা ও শ্রীখোলে সহযোগিতা করলেন সুকমল দাস। অনুষ্ঠানটি ইউটিউব চ্যানেলে দর্শকেরা যে কোনও সময় দেখতে পারবেন। চ্যানেলটির নাম : 'Rama Krishna Math Balaram Mandir'

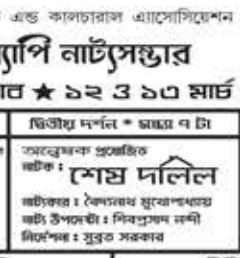

বই প্রকাশ

গত রবিবার (৬ মার্চ) দুপুরে আন্তর্জাতিক বইমেলায় শ্রীশ বইয়ের স্টলে রাষ্ট্রপতি পুরস্কার প্রাপ্ত বর্ষীয়ান লেখক ডক্টর রমলা মুখার্জীর কবিতার বই 'মন পবনের পথে' প্রকাশ করলেন যাদবপুর বিশ্ববিদ্যালয়ের ফার্মাসিটিক্যাল টেকনোলজি বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ডক্টর এমদাদ হোসেন। বইটি বাংলা কবিতার সম্পদ হয়ে উঠবে। ৮৬ পাতার কবিতার

নিজস্ব প্রতিনিধি : বইটিতে অভিজ্ঞ লেখিকা রমলাদেবীর লেখায় উঠে এসেছে প্রেমের অনুভূতি, কখনো বা ভাষার প্রতি আকুতি, কখনো করোনার করাল গ্রাস, ভোরের অনুভূতি, এমনকি আঞ্চলিক ভাষার কবিতাও বাদ পড়েনি। সব কিছুই দিয়ে বইটির কবিতা সংকলন হয়েছে। এদিন উপস্থিত ছিলেন কবি অমিতাভ মাইতি, পত্রিকার সম্পাদিকা ইলা দাস প্রমুখরা।

ডাক্তার দীপেন বন্দ্যোপাধ্যায় একজন প্রথিত যশা অর্থপেডিক সার্জেন। কিন্তু ওঁনার পরিচয় শুধু এই গণ্ডির মধ্যেই আবদ্ধ নয়। ওঁনার লেন্সের চোখ যেন কথা বলে। উনি ফটোগ্রাফার হিসাবে জাপান থেকে গোল্ড মেডেলও পেয়েছেন। সম্প্রতি বিড়লা আকাদেমিতে ওনার কিছু ছবির প্রদর্শনী অনুষ্ঠিত হয়। সেই প্রদর্শনীর কিছু ছবি ধরা হলো।

কবিতা

কালবৈশাখী
বিক্রমজিত ঘোষ

হঠাতই গাছের পাতাগুলো দোল খেতে থাকে
আকাশে বিদ্যুত চমকাতে শুরু করে
মেঘগর্জনে বুক দুরুদুরু
বৃষ্টি নামে অঝোরে, যেন বর্ষাকাল !
তা তো নয় – এ চৈত্রদিনের বৃষ্টি
ঝোড়ো হাওয়ার সাথে
সে এমন এক সন্ধ্যা বেছে নিয়েছে
যখন আকাশে বাতাসে ভেসে আসে
কালবৈশাখীর বার্তা –
ঝোড়ে হাওয়া, তুমুল বর্ষণ, মেঘ-গর্জন
আর বিদ্যুত চমকানো নিয়ে !

(রামকৃষ্ণপুর, হাওড়া)

রক্ত ক্ষরণ
ভীম ঘোষ

তুমি বলেছিলে আকাশ হবো
কোন গোপনতায় ঢাকবে না বুক
আচার বিচারে বাড়ন্ত উচ্চতায়
পোড়াবে না কখনো কোন অস্তিত্ব।
যেমন সমুজ্জ্বল ভোর ছুঁয়ে থাকে, ঠিক তেমনি।
অঙ্গীকারবদ্ধ হাত দুটি রেখেছো পেতে, পূর্ণ চেতনায়
ঋতু বদলে দেখি ভিন্ন আকৃতি, ভিন্ন ছবি।
মাটির ঘ্রাণে প্রচ্ছায়া ঢেকেছে মুখ।
অতি বেদনায় নীরব, পাথর হয়ে গেছি।
অন্য উপকূল থেকে ছুটে আসছে ঝোড়ো হাওয়া।
আমাকে সান্ত্বনা দেয়, দিগন্ত তীক্ষ্ণ দৃষ্টি,
রোদে জলে কখন যে মিশে গেছি, প্রকৃতির নিয়মে।
নিজেও জানিনা, ঋতুর মৌলিকত্ব।
এখানে তোমাকে দেখি, এক চোখে জল
আর অন্য চোখে ঝরন্ত রক্ত।
কোনো ঋতু আজ আর সায় দিচ্ছে না
মৃত্যু সাঁকোয় দাঁড়িয়ে ফ্যাল ফ্যাল করে দেখছ
পুরোনো স্মৃতি গুল ঘোলাতে থাকে মস্তিষ্ক।
অকারণ এত রক্ত ক্ষরণ, দেখে চমকে উঠি
মানবিক চিত্তে।

(শতল, কলসা, দঃ২৪ পরগণা)

সোনা রোদ্দুরে
প্রণব কুমার চট্টোপাধ্যায়

সোনা সোনা রোদ্দুরে
কালো চুল ছড়ায়ে
সবুজের গালিচায়
কচি মন ভরায়ে !
ছুটে চলে ছোট খুকি
পেন-খাতা ফেলে
ঠানদিকে কাছে পেতে
হাত দুটো মেলে।

(লাভপুর, বীরভূম)

খুঁজে পেলাম
সঞ্জয় কুমার নন্দী

বসন্তে ঝরাপাতায়
হারিয়েছিলাম পথ
রঙের সাথে রঙ মিশিয়ে
মিলিয়ে ছিলাম মত।
এগিয়ে যাবার দিন
বাজে নববর্ষের বীণ
কচি-কাঁচা নাচব সবাই
তাক ধিনা-ধিন্-ধিন্।
বোশেখ জুড়ে রবির আলো
রবির মাতন ওই
খুঁজে পেলাম বিশ্বকবির
গীতাঞ্জলী বই।
গানের সুরে মাতে মন
ফোটে বেল মালতী ফুল
বোশেখ এল বিদ্রোহে
কবি বিদ্রোহী নজরুল।

(দক্ষিণশুঁড়া, চকদীঘি, পূর্ব বর্ধমান)

প্রাসংগিক
কৃষ্ণা মুখোপাধ্যায়

শ্বেতপদ্মের পাপড়ির মত লালচে লাল
লজ্জায় রাঙা গাল
উদ্ভাসিত করে হৃদয় তোমার।
কোথায় পালাবে তুমি বলো !
স্থির লক্ষ্য অবিচল ভাবুক-প্রত্যয়
খুলে দিলে যদি আবেগের দ্বার
অমল আস্বাদনে,
জাগালে এক নির্জন বুকে
অচেনা চমক তুলনাহীন,
তবে তো তোমাকে একথা জানানো
প্রাসংগিক
বেদুইন এই জীবনে ফেরালে
ঘরের দিক।

(বেলগাছিয়া, কলকাতা-৩৭)

বাঁচাও বাঁচাও
শিবনাথ মণ্ডল

গাড়ি-ঘোড়া বাড়ছে, বাড়ছে বাড়ি
কলকারখানা আর ধোঁয়ার গাড়ি
গাছপালা কাটছে পড়ছে চড়া
পৃথিবীটা একদিন হয়ে যাবে খরা

এসো সবে একসাথে শপথ করি
আমরাই জগত সবুজে ভরাতে পারি
অপচয় নষ্ট করবো না জল
দায়ীত্ব রাখলে পাবোই সুফল
সকলে গাছ বাঁচাও, প্রকৃতি বাঁচাও
গাছ আমাদের বাঁচায় প্রাণ
গাছ-কাটা বন্ধ হোক বিধান।

(বলাগড়, হুগলী)

অভিযান
পার্থ সারথী সরকার

মিছিলের মুখে উঠছে জ্বলে কৃষকের কলরব
বসন্তের রাঙা সূর্য যেন ফুটন্ত বিপ্লব
ঋণ-গিলোটিনে কৃষক মরে, ধান কেঁদে যায় মাঠে
বহুজাতিক বিলাসী গ্রাসে নিতে চায় জমি লুটে
দাম পায় না কৃষকের ঘাম, থাকে না ঘরের ধান
মহাজনী থাবা যত কৃষকের রক্ত করে পান
দেশপ্রাণ বন্দুকও জানে কৃষকের অবদান
দুঁড়ে ফেলেছে রাজা কৃষকের অবদান
ব্যারিকেড তুমি দিয়েছো রাজা,
তেভাগা সিঙ্গুর গেছ ভুলে
মুছে যাবে সব লোহার আগল মিছিলের দাবানলে।

(হরিদেবপুর, কলকাতা – ৮২)

অস্তিত্ব বিলাপ
কানাই লাল সাহু

এক দিন ছিল অফুরন্ত গঙ্গার ঢেউ
সমুদ্রের তুফান প্রাণ।
আজ
অবিচ্ছিন্ন আকাশ, প্রজাপতি চঞ্চলতার অস্থির।
বনস্পতি রিক্ত পত্র।
অস্তিত্ব বিলাপ।
জীর্ণ অস্থি কঁপে কঁপে ওঠে
ছায়া খোঁজে ক্লান্ত ধীর মর্তের সীমায়।

(দীনেশ পল্লী, কলকাতা-৯৩)

সত্ -এর স্থান
সুন্দর কুমার মণ্ডল

তোমার কথা ভাবতে ভাবতে
পৃথিবীর ছবি আঁকলাম,
ছবিতে তোমার ছায়াও এলো
এলো ভূত-প্রেতের মূর্তি
তোমাকে আনার জন্য
শক্ত হাতে তুলিটা ধরলাম
এক্সপার্টদের কথা মত চলেও
দ্বীপান্তরে তোমাকে স্থান দিয়ে
বাতাস ফিরিয়ে আনলো
হিংসা রাহাজানি দুয়ারে।
সবুজ দ্বীপে তুমি এক
বাকী সবাই সবুজ ফিকে করার জন্য
তোমার দরজা খোলা নেই
কারণ পণ্ডিতরা এখন রঙ মেখে
তাঁদের পাণ্ডিত্ব ফলাতে ব্যস্ত !

(নবগ্রাম, সিকিপুর, হাওড়া)

বিবেক
শেখ গোলাম মাবুদ

বিবেক এমন এক আলো, মনের মাঝেতে এসে
চেতনা ফোটায় সেই আলোকে, সবাইকে ভালোবেসে।
বিবেক জানি এক উজ্জ্বল বোধ দেয় কদুত্বের সাথ
হিংসা বিদ্বেষ দূর হয়ে যায়, বাড়ায় প্রীতির হাত।
বিবেক জানি জাগ্রত ধ্রুবতারা, সত্যের আহ্বান
খুশী মধুর সুরে বাজে মহা মিলনের গান।
বিবেকের আলো ছুঁয়ে যাক সব মানুষের প্রাণে মনে
তবেই সমাজ মধুময় হবে শান্তি পাবে সর্বজনে।

(মানশ্রী, বিষ্ণুবাটী, পূর্ব বর্ধমান)

চাষার ভাবনা
রাজেশ মণ্ডল

ধোঁয়া ধুলো ধোঁয়াশায়
তারা নেই আকাশে
আশায় মরে চাষা
শীতের – এই পরশে।
তবু ভোরে ওঠে চাষা
কাঁধে নেয় লাঙল, রশা
সারাদিন চাষ করে
ঘরে ফেরে সবার পরে।
এই কি দুর্দশা ?
সারাদিন এই কথা
মনে ভাবে চাষা

(বিদু পাড়া, সোমপাড়া, মুর্শিদাবাদ)

স্মৃতির সুরভি
অশোকা পাঠক

একটা দমকা হাওয়ায় বন্ধ দরজাটা খুলে যায়
কত আলো ছবি রং
মুঠো মুঠো আদর ভালোবাসা
চোখের জলে দৃষ্টি ঝাপসা
বড় কঠিন নির্মম শঙ্কিল এই বর্তমান
কালিমা মলিন।
ফুরফুরে হাওয়া গা ভাসিয়ে
সোনালী অতীত মনের কোলে শুয়ে দোল খায়
ফুলের সুরভি গায়ে মেখে
প্রজাপতির মত রঙিন পাখনা মেলে
স্মৃতি শুধু মনের আনাচে কানাচে ঘুরে বেড়ায়।

অণু গল্প

অকারণ
সনত ঘোষ

দ্বিজেনের সঙ্গে সুচিস্মিতার ছাড়াছাড়ি হয়ে গেছে। দীর্ঘ পাঁচবছর পার্ক-গঙ্গার ধার-রেল স্টেশন নির্জন পায়ে চলার পথ এক আকাশ কথার সাক্ষী থেকে গেছে, থেকে গেছে হাজারো প্রতিশ্রুতি। এস-এস-সি তে সুচিস্মিতার চাকরিটা হয়ে গেছে। সারাদিন স্কুলে ব্যস্ত সে, সময় দিতে পারে না আর। ওর স্কুলের সহকর্মীরা ওর যাওয়া আসার সঙ্গী। টিউশানী যাওয়ার পথে দ্বিজেন লক্ষ্য করে সুচিস্মিতার উচ্ছলতা। পুরুষসহ কর্মীরা সমসময় ঘিরে রাখে। সুচিস্মিতা এখন একটা বৃত্তের ভেতর। দ্বিজেনের সঙ্গে সুচিস্মিতার দেখা হয় আসা-যাওয়ার পথে, কথা হয় না। অনেক সময় দেখেই আনমনা হয় যায়, দুজনেই। এখন দ্বিজেনের মনে হয় এভাবে আর দেখা না হলেই ভালো হয় অথচ এই ছাড়ছাড়ির নেপথ্যে যুক্তিগ্রাহ্য কোন কারণ খুঁজে পায় না কেউ।

(শ্যামপুর বাগনান, হাওড়া)

দংশন
বিমান কুমার দত্ত

প্রতিদিনের মত আজো মদ গিলে বাড়ি ফিরল বিপিন। নেশায় একদম চুর, পা টলছে। বাজার করতে দেওয়ার জন্য বড় ছেলে বিশু দু-শো টাকা দিয়েছিল। বাজার না করে খালি হাতে বাড়ি ফিরতে দেখে বৌ অঞ্জলী বলল, বুঝতে পেরেছি, ঐ টাকায় বাজার না করে, মদ গিলে বাড়ি ফিরলে! আগে বিশু আসুক। একটু কড়া ভাষায় বিপিন বলল, বিশু এসে করবেটা কি? আমার মাথাটা কেটে নেবে? এমন সময় সদর গেট খুলে বিশু বাড়ি ঢোকে। কথা কাটাকাটি শুনে মা-কে জিজ্ঞাসা করল, কী ব্যাপার! অঞ্জলী সব কথা খুলে বলল, বিশু শুনে রেগে টং। নানা কটু ভাষায় বাবাকে ধিক্কার দেয়। নিত্য এই রকম আচার আচরণে শিক্ষিত ছেলের মাথাটা সমাজে হেঁট হয়ে যাচ্ছে। কথা শুনে বিপিনের মাথাটা গরম হয়ে ওঠে। পাশে পড়ে থাকা এক টুকরো বাঁশ কুড়িয়ে নিয়ে বিশুকে মারতে উদ্যত হতেই বিশু বাবার হাত থেকে বাঁশটা ছিনিয়ে নিয়ে দূরে ছুঁড়ে ফেলে দেয়। বাবার উদ্দেশে বলে, যদি উল্টে তোমার মাথায় মারতাম তাহলে তোমার মান সম্মান কোথায় থাকতো! বাবা তুমি নেশা করা ছেড়ে দিয়ে ভদ্র হও।

বিপিন কেন উত্তর না দিয়ে, বিশুকে জড়িয়ে ধরল। দু চোখ জলে ছল্ ছল্ করে ওঠে।

(বেনেপাড়া, কৃষ্ণগঞ্জ, নদিয়া)

প্রতি মাসের একটি সংখ্যায় মাঙ্গলিকীর পাতায় আমরা কবিতা, ছড়া, অণু গল্প প্রকাশের আয়োজন করেছি। কবিতা বা ছড়া (১২ – ১৪ লাইনের মধ্যে) অণু গল্প (১৫০ শব্দ)। একটি পাতায় একটিই লেখা রাখুন। জেরক্স কিংবা দুর্বোধ্য হস্তলিপি গ্রাহ্য করা সম্ভব নয়। প্রতিটা রচনার শেষে প্রতিবার অবশ্যই ঠিকানা লিখুন। যথাসম্ভব স্পষ্টাক্ষরে লেখা সরাসরি পাঠাবেন – এই ঠিকানায়। সুকুমার মণ্ডল, বিভাগীয় সম্পাদক / মাঙ্গলিকী, আলিপুর বার্তা, ৩২০ ব্যানার্জী পাড়া রোড (চাটার্জী বাগান) পশ্চিম পুটিয়ারী, কলকাতা-৭০০ ০৪১ / 9903835611

খেলাধুলার ফল্গুধারা

আইএসএল ও আইপিএল

অরিঞ্জয় মিত্র

তোমার হল শুরু আমার হল শেষ। দু কলি হয়তো এই মুহূর্তে গুনগুনাচ্ছে কলকাতা তথা দেশের তামাম সমর্থকগণ। ক্রিকেটের মঞ্চ আইপিএল-কে জায়গা করে দিয়ে যেন শেষ করছে আইএসএল বা ইন্ডিয়ান সকার লিগ। কদিন পরেই ক্রিকেট নিয়ে মাতামাতি করবে তিলোত্তমা। অবশ্যই কেকেআর-কে কেন্দ্র করে। তার ঠিক আগে অ্যাটলেটিকো মোহনবাগানকে নিয়ে হাঁকডাকটাও চলবে ভরপুর।

এই আইএসএল-আইপিএলের সন্ধিক্ষণটা বেশ চমকপ্রদ। নতুন খেলায় সুইচওভার করার আগের রোমন্থন মুহূর্তটা জাস্ট ফাটাফাটি। এবারের আইএসএল অবশ্য বাংলার ভাঁড়ার পূর্ণ করতে পারে নি। তবে দেশের সেরা দলগুলির সঙ্গে কাঁটা কা টক্কর নিয়ে মোহনবাগান বুঝিয়ে দিয়েছে এখনও দেশের ফুটবল ভরকেন্দ্র এই বঙ্গভূমিই। আইপিএলে আবার অধিনায়ক শ্রেয়স আয়ারকে নিয়ে অনেক স্বপ্ন দেখছেন ক্রিকেটভক্তরা। বস্তুত, গৌতম গম্ভীরের হাত ধরে আইপিএলের আসর মাত করার মতো পরিস্থিতির দিকেই তাকিয়ে তাঁরা।

অনেক আশা জাগিয়েও শেষপর্যন্ত মোহনবাগান আইএসএলের লিগ-শিল্ড ঘরে তুলতে পারল না । জামশেদপুর কাঁটায় বিদ্ধ হল সবুজ-মেরুন। এমনকি হায়দরাবাদের কাছে হেরে পরে নক-আউট পর্যায়তেও ব্যাপক বিপর্যয় ঘটল গড়ের মাঠের অন্যতম সেরা এই টিমকে। তবে লিগের গ্রাফে ইস্টবেঙ্গল যখন তলানিতে তখন মোহনবাগানের এই পারফরমেন্স নিঃসন্দেহে আশাব্যঞ্জক। যদিও গতবারও মোহনবাগানকে ঠিক এই জায়গা থেকেই শেষ করতে হয়েছিল। সেদিক থেকে বাগানে হয়তো নতুন ফুল ফুটল না। কিন্তু তা বলে মোহনব্রিগেড যে পারফরম্যান্স ধরে রাখতে পারল এই অনেক। এটাই আপাতত বাংলার ফুটবলের পক্ষে স্বান্তনার ট্যাগলাইন। তাছাড়া এই আইএসএলেই চিরপ্রতিদ্বন্দী ইস্টবেঙ্গলের বিরুদ্ধে দুরন্ত খেলা মেলে ধরা, রয় কৃষ্ণ, কিয়ান নাসিরিদের মতো তারকাদের তুখোড় পারফরম্যান্স অতিঅবশ্যই আলাদা ল্যান্ডমার্ক তৈরি করল।

সমর্থক বলতে কলকাতা তথা বাঙলার সমর্থকদের জুড়ি নেই কোথাও। এই উপচে পড়া জনসমর্থন পাওয়া কী চাট্টিখানি কথা। অথচ সেই সমর্থকদের ভাবাবেগই আজ উপেক্ষিত হতে চলেছে। ভাবতে পারেন এর ফলে কোন জায়গা গিয়ে ঠেকছে ফুটবলটা। একবার কলকাতার ফুটবল পাগল পাবলিক যদি আইএসএলের সময় মাঠে যাওয়া বন্ধ করে দেয় তাহলে কি পরিণতি হবে ভেবে দেখেছেন কি। কিংবা আড়াআড়িভাবে ভারতের ফুটবল কর্তারা দুভাগে ভাগও হয়ে যেতে পারে এই স্পর্শকাতর ইস্যুকে সামনে রেখে। সেক্ষেত্রে এই বিপ্লবের পটভূমি হয়ে উঠতে পারে সেই ফুটবল মক্কা কলকাতাই। ইস্টবেঙ্গল ও মোহনবাগান এক্ষেত্রে অবশ্যই দুই প্রধান নাম।

একসময় ফুটবলাররা আদর পেত জামাইয়ের মতো। বলাবাহুল্য, ফুটবল ক্লাবগুলো ছিল তাঁদের শ্বশুরবাড়ির মতো। বিশেষ করে ফুটবল মক্কা বলে ভারতে পরিচিত কলকাতার অলিগলির রন্ধ্রে রন্ধ্রে তখন শুধুই ফুটবল। অথচ সেই ফুটবলের অবস্থাই আজ এখানে দুয়োরাণীর মতো। ক্রিকেটের দাপটে ফুটবলের যে এই দুরাবস্থা এই যুক্তিটাই উঠে আসছে সামনে। তবে শুধু ক্রিকেট নয়, প্রোমোটারদের কোপে জমির আকালও ফুটবলের কৌলিন্য হ্রাস পাওয়ার অন্যতম কারণ। তাও সব খারাপের মধ্যেও কিছু ভালোর ইঙ্গিত অবশ্যই রয়েছে। সেটা হল সাম্প্রতিক অতীতে ভারতীয় ফুটবল টিমের বিশ্ব র‍্যাঙ্কিংয়ে ১০০ নম্বর স্থানে উঠে আসে। ভারতের ফুটবল নিয়ে যাঁরা একটু আধটু চর্চা করেন তাঁরা বুঝতে পারবেন দেশের এই অগ্রগতি যথেষ্ট উৎসাহজনক। কারণ এই কিছুদিন আগেও ভারত ছিল ১৬০-১৬২ টি টিমের পিছনে নেহাতই এক পিছনের সারির দল। সেই ভারতের প্রথম ধাপে উঠে আসা যথেষ্ট ইতিবাচক। দ্বিতীয়বার প্রত্যাবর্তন ঘটানো কোচ স্টিভেন কনস্টানটাইনের নাম এক্ষেত্রে বিশেষভাবে উল্লেখ করতে হবে। তাঁকে আহামরি কিছু মনে নাই হতে পারে। কিন্তু তাঁর কোচিংয়ে ভারতের এই সাফল্য তা তো অস্বীকার করা যাবে না। ধন্যবাদ প্রাপ্য সুনীল ছেত্রীর নেতৃত্বাধীন ভারতীয় ফুটবল দলও। বস্তুত বাইচুং ভুটিয়াদের আমল থেকে যে বীজ পোঁতা হয়েছে তার সুফল এখন পেতে শুরু করেছেন সুনীল ছেত্রীরা।

ভারতীয় ফুটবলের এই আশাব্যঞ্জক সময় দেশের দুই প্রান্ত থেকে উঠে আসা দুটি দল বেঙ্গালুরু এফসি এবং আইজল এফসি প্রমাণ করছে দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়াবে। বাংলার দলগুলোই এই লড়াইয়ে খানিকটা পিছিয়ে। তাও মোহনবাগান গত ৩-৪ বছর সাধ্যমতো লড়াই তুলে ধরলেও ইস্টবেঙ্গল কিন্তু ডাহা ফেল। এই জায়গাতে মনোনিবেশ করতে হবে বাংলার তামাম ফুটবল কর্তা তথা ফুটবলপ্রেমীদের। যোগ করতে হবে কলকাতার তৃতীয় প্রধানের তকমাধারী শতাব্দীপ্রাচীন আরেক ক্লাব মহমেডান স্পোর্টিংয়ের কথাও। আই লিগে সাদা-কালো বাহিনীর দুরন্ত ফুটবল নিশ্চিতভাবে তাদের সোনালী অতীত অনেকটাই ফিরিয়ে এনেছে।

আইএসএল ক্রমে রোমাঞ্চকর হয়ে উঠছে। তা বলে ধারে ভারে নিজেদের জৌলুস জানান দিতে শুরু করেছে বিভিন্ন ফুটবল ক্লাব তথা শহর। প্রথমদিকে মোহনবাগান ও ইস্টবেঙ্গল না থাকায় প্রথম দিকে মনে হয়েছিল তিলোত্তমাবাসী এর পালটা হিসেবে আইএসএল বয়কট করবেন। এখন তো মোহন-ইস্টও রঙ ছড়াচ্ছে আইএসএলে। যদিও প্রথম দুটি বছরের নিরিখে মোহনবাগানের ঝলক অনেকটাই বেশি। তুলনায় ইস্টবেঙ্গল বড্ড ম্লান। তাও আইএসএল তত এর আকর্ষণের গ্রাফ লাফিয়ে লাফিয়ে বাড়তে শুরু করছে। এবং তা তিলোত্তমাকে ভালোমতো ছুঁয়েছে তাও স্পষ্ট।

দেশের নানা প্রান্তে ফুটবল ছড়াচ্ছে। পেশাদারিত্বের অনুপ্রবেশ ঘটছে দেশের ফুটবল দুনিয়ায়। ফলে একটা বাজার তৈরি হচ্ছে ফুটবলকে ঘিরে। এর সঙ্গেই আবার যোগ করেছে এদেশে সফলভাবে সংগঠিত হওয়া ফুটবল বিশ্বকাপ। যা ভারতের ফুটবলের মাইলেজ অনেকটাই বাড়িয়ে তুলেছে বিশ্ব দরবারে। বলাবাহুল্য, এর প্রচারের একটা বড় আলো শুষে নিয়েছে কলকাতা। কোয়ার্টার ফাইনাল, সেমিফাইনাল, তৃতীয়-চতুর্থ নির্ধারক ম্যাচ ও সর্বোপরি ফাইনাল সাফল্যের সঙ্গে আয়োজন করে। ফুটবলের ভাবাবেগ-উচ্ছ্বাস বনাম পেশাদারিত্বের ঘনঘটা, লড়াইটা এখন এই জায়গাতেই। সমর্থক প্লাবিত স্টেডিয়ামের থেকেও প্ল্যামারের ঝলকানি যেন তাৎক্ষণিকভাবে সমাদর পাচ্ছে। আই লিগ যে দুয়োরাণী হয়ে উঠেছে তার পিছনেও যেন কাজ করছে বড় অঙ্কের টাকার হিসেবে। যাতে নাম জড়িয়ে গিয়েছে সর্বোচ্চ ফুটবল ফেডারেশনের। ফলে পরিস্থিতি একটু অন্যদিকে মোড় নিচ্ছে। নীতা আম্বানীদের ইন্ডিয়ান সকার লিগে প্রচুর অর্থ, নাম যশ, বিদেশি তারকাদের সঙ্গে মোচ্ছব করার সুযোগ। যা অত্যন্ত সীমিত আই লিগ পরিকাঠামোয়। এবার প্রশ্ন হচ্ছে যতই আমরা অন্যদের নিয়ে নাচানাচি করি না কেন, সেই মোহনবাগান-ইস্টবেঙ্গল সমর্থকরাই গিয়ে মাঠ ভরাচ্ছেন। তা যুবভারতীর বড় মাঠ হোক আর ক্রিকেটের ইডেন গার্ডেনস হোক না কেন।

গঙ্গোত্রী থেকে পায়ে হেঁটে গঙ্গাসাগর এলেন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগী

নিজস্ব প্রতিনিধি: গঙ্গা দূষণ ও হতাশাগ্রস্ত মানুষের পাশে দাঁড়াতে গঙ্গোত্রী থেকে গঙ্গাসাগর পর্যন্ত প্রায় ৪০৪০ কিলোমিটার পায়ে হেঁটে নজির গড়লেন অতুল কুমার চৌসাকি। ৪০ বছরের অতুল একজন আন্তর্জাতিক ক্রীড়া প্রতিযোগী। অতুলের বাড়ি মহারাষ্ট্রের নাগপুরে। গঙ্গা দূষণ রোধে জন্য ৬ নভেম্বর ২০২১ হিমালয়ের গঙ্গোত্রী হিমবাহ থেকে যাত্রা শুরু করে। প্রায় ৪০৪০ কিলোমিটার পথ অতিক্রম করে অবশেষে অতুল পৌঁছায় গঙ্গাসাগরে। অতুলের ৪০৪০ কিলোমিটার যাত্রাপথের সময়সীমা নেহাত কম নয়। ৫মাস ১৪ দিন একটানা পায়ে হেঁটে গঙ্গাসাগর যাত্রা করে। সঙ্গে ছিল ১৮০ কেজি ওজনের একটি ব্যাগ।যাত্রাপথে উত্তরাখন্ড, উত্তরপ্রদেশ, বিহার, ঝাড়খণ্ড হয়ে পশ্চিমবঙ্গে প্রবেশ তাঁর। ইতিমধ্যে পাঁচ রাজ্য অতিক্রম করে অবশেষে পশ্চিমবঙ্গের শেষ প্রান্ত সাগরদ্বীপে এসে পৌঁছায় অতুল। তিনি একজন আন্তর্জাতিক আল্ট্রা ম্যারাথন খেলোয়াড়। একশো কিলোমিটারের উপরে দৌড়ানোকে এই আল্ট্রা ম্যারাথন বলা হয়। সাহারা মরুভূমিতে দৌড়ে পদক জিতেছিলেন তিনি।এছাড়াও থার মরুভূমিতেও দৌড়েছেন অতুল। এবার গঙ্গাকে দূষণ মুক্ত করতে, মানুষকে ডিপ্রেশন মুক্ত করতে তার

এই পদযাত্রা। গঙ্গা নদী দূষণ মুক্ত হোক এবং মানুষ ডিপ্রেশন মুক্ত হোক এই বার্তা দিচ্ছেন সাধারণ মানুষকে আন্তর্জাতিক খেলোয়াড় অতুল। ভারতের আত্মা এই গঙ্গা নদী। গঙ্গা নদীর পাশ দিয়ে চলতে চলতে তিনি মানুষজনকে বার্তা দিয়ে চলেছেন গঙ্গা নদীকে দূষণ মুক্ত করার। আজকের প্রজন্মের বহু মানুষ বিভিন্ন ব্যক্তিগত, সামাজিক ও আর্থিক কারণে চিন্তিত। ফলে অনেকেই নেশা করছেন। হতাশা হয়ে আত্মহত্যা পর্যন্ত করছেন কেউ কেউ। তাই মানুষকে বার্তা দিচ্ছেন তিনি, গঙ্গা কে প্রণাম করে তার থেকে অনুপ্রেরণা নেওয়া দরকার, কারণ এতো সমস্যা দূষণ বহন করে বয়ে চলেছে এই নদী। ইতি মধ্যেই অতুলের সোলার প্যানেল যুক্ত গাড়ির আটটি চাকা বদল করা হয়েছে। গঙ্গাসাগর পৌঁছতে পেরে খুশি প্রকাশ করেছেন তিনি। কেন্দ্রীয় সরকার ও রাজ্য সরকারের কাছে আবেদন করেছেন, এই নদী বেষ্টিত তীর্থ গঙ্গাসাগরকে যেন টিকিয়ে রাখা হয়।পরিবারের রোজগেরে যুবক অতুল আগামী দিনে ডিপ্রেশন থেকে মানুষকে মুক্ত করার জন্য একটি হাসপাতাল তৈরি করতে চান। রাজ্যের সকলেই অতুলের এই প্রয়াসকে কুর্ণিশ জানিয়েছে।

বোলিং বিবর্তনে টিম ইন্ডিয়া

রত্নাকর প্রসাদ : ভারতীয় ক্রিকেটে একটা সময় পর্যন্ত বোলিং বিভাগকে দুর্বল মনে করা হত। দুর্বল বলাটা হয়তো ঠিক হবে না। তখনকার বোলিং ছিল স্পিন কেন্দ্রীক। কারণ, সেঅর্থে জোরে বল করার কেউ ছিল না তখন। সেজন্য গাভাসকারকে পর্যন্ত ব্যবহার করা হত ওপেনিং বোলার হিসাবে। সঙ্গ দিত কারসন ঘাউড়িরা। এরপর অবশ্য ভারতের স্পিন বোলিংকে সমৃদ্ধ করে তোলে বেদি, ভেঙ্কট, প্রসন্ন, চন্দ্রশেখররা। বস্তুত, এই স্পিন চতুর্ভুজের দাপটে বেশ কিছুদিন ভারতীয় ক্রিকেট রাজত্ব করে তামাম দুনিয়ায়। তবে সত্যি কথা বলতে কী ফার্স্ট বোলারদের যে আগ্রাসন তা কখনই ভারতের ক্রিকেট মেলে ধরতে পারে নি। অনেক বিশ্বমানের স্পিনার এলেও বিদেশের দ্রুত গতি সম্পন্ন পিচে তারা কামাল করতে পারে নি সেভাবে। দেশের মাটিতে স্পিন সহায়ক পিচে তুর্কীনাচন

দেখাতে অবশ্য কসুর করত না ভারতের স্পিনাররা। সে বেদি-প্রসন্নদের আমলের চতুর্ভুজ হোক বা পরবর্তীকালের মনিন্দর সিং, কুম্বলে, হরভজন কিংবা আজকের যজবেন্দ্র চহাল-কুলদীপরা। মূলত কপিলদেবের হাত ধরেই টিম ইন্ডিয়ায় সর্বপ্রথম একজন যথার্থ মানের ফার্স্ট বোলার উঠে আসে। শুধু বোলিংই নয়, ব্যাটিংটাও চুটিয়ে করেছেন কপিলদেব। একইসঙ্গে ইয়ান বথাম, রিচার্ড হেডলি, ইমরান খানদের সঙ্গে চুতুষ্টয় অলরাউন্ডার হয়ে ওঠাতেও কপিলদেব ছিলেন পথিকৃত। কপিল যেসময় বিশ্বকাপ নিয়ে আসেন ইতিহাস সৃষ্টি করে তখন অত্যন্ত সাধারণ মানের কজন পেসার উঠে আসে মদনলাল, রজার বিনিদের মধ্যে। এরপর মনোজ প্রভাকর কার্যত এই ধারাটা বহন করলেও পরবর্তীতে জাভাগাল শ্রীনাথ, ভেঙ্কটেশ প্রসাদ, শ্রীসান্ত, আগরকর, ইশান্ত শর্মারা ভারতের বোলিং ভাণ্ডারকে পরিপূর্ণ করার কাজ শুরু করেন।

এই মুহূর্তে অবশ্য বুম বুম বুমারহ, ভুবনেশ্বর কুমার, মহম্মদ সামি, মহম্মদ সিরাজ, ওয়াশিংটন সুন্দররা এসে ভারতের বোলিং অ্যাটাককে ক্ষুরধার করে তুলেছে।

সমাজ সংস্কারে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের আবির্ভাব

শ্রীতারকব্রহ্ম দাস ব্রহ্মচারী

শ্রীগৌড়ীয় বৈষ্ণব সাহিত্যাকাশে মহাপ্রভু শ্রীকৃষ্ণ চৈতন্যদেব এক উজ্জ্বলতম জ্যোতিষ্করূপ। তাঁর আবির্ভাবের পূর্বে ধর্মান্ধতা, ভেদবুদ্ধি এবং কুসংস্কারাচ্ছন্ন ভারতবাসীর জীবন বিপর্যস্ত ছিল। বুদ্ধদেবের আবির্ভাবের বহু পূর্ব হতেই ক্ষাত্র পরিপুষ্ঠ ব্রাহ্মণ্য সংস্কৃতি সমাজের সাধারণ মানুষকে পীড়িত করেছিলেন। বুদ্ধদেব এসে যদিও অহিংসার বাণী প্রচার করেছিলেন তবুও পরবর্তীকালে নাস্তিক্যবাদ, সৌরতন্ত্র, হীনযান, মহাযান, বজ্রযানাদি প্রভৃতি কূট নিয়মে মানব সমাজে কল্যাণের পথ আস্তে আস্তে রুদ্ধ হয়ে যায়। তৎপরবর্তীকালে শঙ্করাচার্যের অদ্বৈতবাদ, রামানুজাচার্যের বিশিষ্টা দ্বৈতবাদ, নিম্বার্কের দ্বৈতাদ্বৈতবাদাদি প্রতিষ্ঠিত হলেও সমাজের নিম্নশ্রেণীর সাধারণ মানুষেরা ছিল এই সব বিষয় থেকে বহু দূরে। আর শূদ্র জাতীয় সাধারণ নিম্নশ্রেণীর মানুষ ছিল সমাজে ঘৃণিত, অবহেলিত, উপেক্ষিত এবং লাঞ্ছিত। তাদের জীবন ছিল ভারবাহী পশুর মতো, গলায় ঘন্টা বেঁধে তাদের পথ চলতে হতো। তারপর আবার বাংলার সেন রাজগণ জাতিভেদকে শতধা ভাগে ভাগ করলেন। ওই সময় সমাজে কৌলিন্য প্রথার প্রবর্তন হলে উচ্চ শ্রেণীর নিষ্পেষণে শূদ্র জাতীয় সাধারণ মানুষ প্রবলভাবে হাঁপিয়ে উঠলো। অনন্তর তুর্কীর আক্রমণে জাতীয় জীবন বিধ্বস্ত হলো, আর মঠ-মন্দিরাদি প্রতিষ্ঠান সমূহ ধ্বংস হতে লাগলো। জনজীবন ভীষণভাবে দুর্বিষহ হয়ে উঠলো। বিদেশীদের আক্রমণে ভারতবাসীর ধর্মজীবনে বিপর্যয় নেমে এলো। মুন্ড নিয়ে গেন্ডু খেলার মধ্যে দলে দলে মুসলিম ধর্ম গ্রহণ করতে লাগলো। সমাজের এই প্রকার দুরাবস্থা দর্শন করে শান্তিপুর নাথ শ্রীঅদ্বৈতাচার্য সনাতন বৈদিক সমাজকে সঙ্কটময় পরিস্থিতি হতে রক্ষা করার জন্য তুলসী-গঙ্গাজলে ভগবদারাধনায় নিযুক্ত হলেন। তাঁর ঐকান্তিক প্রার্থনা ভগবান শ্রীকৃষ্ণ সন্নিধানে উপনীত হলে ১৪০৭ শকের (১৪৮৬ খৃঃ) ফাল্গুনী পূর্ণিমায় সন্ধ্যাকালে তিনি শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যরূপে শ্রীশচীদেবী-জগন্নাথ মিশ্রের পুত্ররূপে নবদ্বীপের কেন্দ্রস্থল শ্রীমায়াপুরে আবির্ভূত হন। সুমহান ব্যক্তিত্বের জনক শ্রীকৃষ্ণচৈতন্য মহাপ্রভুর আবির্ভাব বিশেষ এক তাৎপর্যমণ্ডিত যুগান্তরকারী ঘটনা।

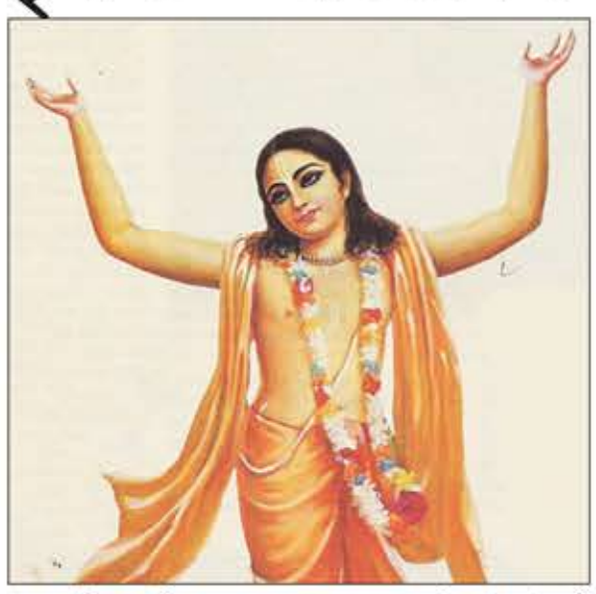

ভারতীয় সংস্কৃতি ও সভ্যতার অবক্ষয়ের দিনে গভীর অন্ধকারাচ্ছন্ন সময়ে সহস্র সূর্যের দশদিক আলোয় উদ্ভাসিত করে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেব আবির্ভূত হয়েছিলেন। তাঁর আবির্ভাবে সমাজ জীবনে ধর্ম, দর্শন, সমাজনীতি, রাজনীতি ও সাহিত্য ক্ষেত্রে এক বিশেষ বৈপ্লবিক পরিবর্তন ঘটে। তিনি ছিলেন এক মহান বিপ্লবী সমাজ-সংস্কারক। সমাজের ভয়ানক দুঃসময়ে তিনি মানব জাতির কল্যাণের জন্য কলির যুগধর্ম হরিনাম সংকীর্তন প্রচার করেন। জাতি-ধর্ম-বর্ণ-শ্রেণী নির্বিশেষে আপামর জনসাধারণকে ঐক্যবোধে উদ্দীপিত করে বৈদিক সাম্যবাদ প্রকাশের মাধ্যমে তৎকালীন সমাজ সংস্কারের উজ্জ্বল বিজয় পতাকা তিনি উর্ধ্বে তুলে ধরেছিলেন। ব্রাহ্মণ্য স্মৃতি শাস্ত্র প্রবর্তিত সমাজ নবদ্বীপের শাসনকর্তা মাওলানা সিরাজউদ্দীন চাঁদকাজী, গৌড়ের বাদশা আলাউদ্দীন হোসেন শাহ, বিপক্ষ নৃপতি কূল তিলক মহারাজ প্রতাপ রুদ্র, সদলে বনদস্যু সর্দার নারোজী, দুর্বৃত্ত জগাই-মাধাই প্রমুখ বিপরীত ভাবাপন্ন ব্যক্তিগণ শ্রীচৈন্যচরণের আনুগত্য স্বীকার করেছিলেন। নৈয়ায়িক রঘুনাথ, সরল বুদ্ধি শ্রীবাস পণ্ডিত, অতি দরিদ্র খোলাবেচা শ্রীধর, রাজমন্ত্রী শ্রীরূপ-সনাতন, তৎকালীন বারলক্ষ মুদ্রা আয়ের জমিদারির অধিপতি রঘুনাথ দাস, রাজা রামানন্দ রায় প্রমুখগণ শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যের প্রতি গুণাকৃষ্ট হয়ে চিরতরে আত্মসমর্পণ করেছিলেন। তাঁর দিব্যগুণাবলীতে জগৎবাসী মুগ্ধ। তাঁর প্রচারিত আদর্শ পন্থা সমাজের সকলের জন্যই কল্যাণজনক। ভেদবুদ্ধি কবলিত কলঙ্কিত সমাজ জীবনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের সাম্যচিন্তার আজ প্রয়োজন রয়েছে। নগর কীর্তনের মধ্য দিয়ে তিনি সকল স্তরের মানুষকে প্রেমধর্মের পথে টেনে নিয়েছিলেন, এই সংগঠনের মাধ্যমেই তিনি মনুষ্যত্বের জাগরণ ঘটিয়েছিলেন। আর সেখানেই সমাজের সকল মানুষ সাম্যের ধারণা পেয়েছিলেন। আজকের দিনে শ্রীকৃষ্ণচৈতন্যদেবের প্রবর্তিত আদর্শ অত্যন্ত প্রয়োজন। ফাল্গুনী দোল পূর্ণিমায় তাঁর শুভ আবির্ভাব দিবসে আমরা সকলে তাঁর কাছে প্রার্থনা জানাই তিনি আমাদের সকলের প্রতি শুভ দৃষ্টিপাত করুন।

লাল পলাশ, মোরামের খোঁজে

প্রাপ্তি শুধু হতাশা

সুব্রত দেবনাথ : বাংলার প্রাকৃতিক সৌন্দর্য আমায় মুগ্ধ করে, প্রতিটি ঋতুর যেন এক অন্যরকম মাধুর্য আছে। তারমধ্যে বসন্ত ঋতুর সৌন্দর্য বাকিদের থেকে একটু অন্যরকম। মফস্বলের গা ঘেঁষে বেড়ে উঠলেও গ্রামের প্রতি এক অন্যরকম ভালোবাসা আছে, তাই মাঝেমধ্যে সাইকেল নিয়ে দূরদূরান্ত গ্রামে পাড়ি দিই, আবার কখনও কখনও ট্রেনে বাসে করেও দূরদুরান্ত ছুটে যাই গ্রাম বাংলার সৌন্দর্যের ভিন্ন ভিন্ন স্বাদ উপভোগ করতে।

কিছুদিন আগেই হঠাৎ করেই সকালে বেরিয়ে পড়লাম এক বন্ধুকে সঙ্গে নিয়ে, বসন্তের সৌন্দর্য উপভোগ করতে বীরভূম জেলা তথা কবিগুরুর প্রাণের বোলপুরের উদ্দেশ্যে। কাটোয়া বাস স্ট্যান্ড থেকে বাসে চড়ে ছুটে চলেছি লালমাটি, পলাশ, কোপাই নদী, শালবন, সোনাঝুরির হাট ও শান্তিনিকেতনের সেই সৌন্দর্যকে স্পর্শ করতে।

কিন্তু সেখানে গিয়ে একটু হতাশ হলাম। লালমাটির মোরামের রাস্তা খুব একটা চোখে পড়লো না। পলাশ

আর শিমুল ফুল গাছ গুটিকয়েক চোখে পরলেও আমার চোখের চাহিদা মিটল না। শালবনে পড়ন্ত দুপুরের শান্ত পরিবেশ বেশ ভালই লাগছিল, তারপর সোনাঝুরির হাটে গিয়ে বিভিন্ন রকম জিনিসপত্র দেখে হৃদয় চঞ্চল হয়ে উঠল, কোনটা ছেড়ে কোনটা দেখব। হাটে ঘুরে ফিরে দেখার সময় চোখে পড়ল হাটে যারা বিক্রি করতে আসে তাদের মুখে হতাশার ছাপ, বর্তমানে হাটে খুব একটা জমজমাটি নেই বললেই চলে। তবুও তারা আশার আলো দেখবে বলেই হয়তো প্রতিদিন এত আয়োজন করে।

হাট থেকে বেড়তে প্রায় বিকেল গড়িয়ে এলো, এবার যে বাড়ি ফিরতে হবে। হাট থেকে একখানা একতারা কিনে তাকে সঙ্গী করে নিয়ে এলাম আমার সাথে। ফেরার পথে বাসের জানালা দিয়ে গোধূলির লাল সূর্যটিকে দেখতে দেখতে চললাম তারপর কখন যে সন্ধ্যা নামতেই কাটোয়ায় পৌঁছে গেলাম তা বুঝতে পারলাম না। সারাদিনের কর্মকাণ্ড গুলি স্মৃতিচারণ করে যা মনে হল, যেন দুধের স্বাদ ঘোলে মেটালাম আজ।

সহযোগিতায় : দেবাশীষ রায়

www.alipurbarta.org facebook.com/alipur.barta.5 6291206675 alipurbarta1966@gmail.com alipur_barta@yahoo.co.in

Printed by Sudhir Nandi Published by Sudhir Nandi on behalf of Nikhil Banga Kalyan Samity and Printed at Nikhil Banga Prakasani, Vivek Niketan, Vill- Samali, P.O.- Nahajari, P.S.-Bishnupur, South 24 Parganas and Published at 57/1A, Chetla Road, Kolkata- 27. Editor: Dr. Jayanta Choudhuri.

নিখিলবঙ্গ কল্যাণ সমিতি-র পক্ষে সুধীর নন্দী কর্তৃক মুদ্রিত ও প্রকাশিত এবং নিখিলবঙ্গ প্রকাশনী, বিবেক নিকেতনে, গ্রাম-সামালি, পোস্ট-ন'হাজারি, থানা-বিষ্ণুপুর, দক্ষিণ ২৪ পরগনা হইতে মুদ্রিত এবং ৫৭/১এ, চেতলা রোড, কলকাতা-৭০০ ০২৭ (ফোন-২৪৭৯-৮৫৯১) হইতে প্রকাশিত। সম্পাদক : ড. জয়ন্ত চৌধুরী। সহ সম্পাদক : কুণাল মালিক। ফ্যাক্স নং : ০৩৩-২৮৩৯-১৫৪৪, ই-মেল-alipur_barta@yahoo.co.in/alipurbarta1966@gmail.com